রঘুডাকাত

[সামাজিক নাটক]

শ্রীঅনিলাভ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

—কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ—

রয়েল বীণাপাণি অপেরায় অভিনীত

ইউনাইটেড পাবলিশার্স
৭৯ রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা ৭০০০০৩

[দা[illegible]সা।

মূল্য আট টাকা

রাম কি সত্যই আদর্শ রাজা ছিলেন ?
সীতা কি নারীজাতির আদর্শ হতে পারেন ?
শূদ্র কি শাস্ত্রপাঠ করার অধিকারী ?

সীতার বনবাস

পালানাটকে

পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে

এইসব সমস্যার

জবাব দিয়েছেন।

যদি জানতে হয় পড়ুন, যদি উপভোগ করতে হয় অভিনয় করুন, যদি মোহিত হতে হয় দেখুন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত এই পালা।

রামায়ণ ত পড়েছেন, চিন্তা করেছেন কি সীতা কেন নারীজাতির মাথার মণি, রাম কেন আদর্শ রাজা ? শম্বুক-হত্যা, নারীর নির্বাসন, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের-শূদ্রের উপর অত্যাচারের কাহিনী যদি নতুন করে জানতে চান, সঠিকভাবে বুঝতে চান, তাহলে আজই কিনুন

পালাসম্রাট ব্রজেন্দ্রকুমার দে'র

সীতার বনবাস

এ পালা অভিনয় করে ১৯৭৫ সালে মোহন অপেরা সরকারী যাত্রা-উৎসবে প্রথম পুরস্কার পেয়েছিল। আপনার ক্লাব কি পাড়ার আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার অভিনন্দন পেতে চায় না ?

প্রকাশক—শ্রীশ্যামসুন্দর ধর
ইউনাইটেড পাবলিশার্স
৩৭৯, রবীন্দ্র সরণী, কলিকাতা-৫

রাজদূতের থিয়েটার নাটক
ওয়াগন চেকার (১টি স্ত্রী)
একটি ফুলের মৃত্যু (১টি স্ত্রী)
চালবাজ—(স্ত্রী-বর্জিত)
ওরা রাতচোরা—স্ত্রী-বর্জিত
কুমারী মা—(পুং-বর্জিত)

মৃণালকান্তি সিংহ রায়
বিবর্ণ সিঁদুর (১টি স্ত্রী)

মুদ্রক : শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ
'ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস'
১৯।এ।এইচ।২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০০৬

—পুরুষ—

সুবেদার	...	...	
ত্রিবিক্রম রায়	...	...	জায়গীরদার
বিষাণ	...	...	ঐ কোতোয়াল
এনায়েৎ খাঁ	...	...	ঐ সহকারী
টমাস	...	...	সুবেদারের দেহরক্ষী
শ্রীদাম	...	...	গ্রাম্য চাষী
রঘু	...	...	ঐ পুত্র
শিরোমণি	...	...	কবিরাজ
আলাল	...	...	ঐ পুত্র
কেরামৎ	...	...	লাঠিয়াল
কালাচাঁদ	...	...	গ্রামবাসী
উদ্ধব	...	...	রঘুর বাল-গুপ্তচর

চারণ, বৈষ্ণব, মাঝি, প্রহরী।

—স্ত্রী—

সুনীতি	...	...	জায়গীরদারের স্ত্রী
সুজাতা	...	...	ঐ কন্যা
কাজলী	...	...	কালাচাঁদের ভগ্নী
বাতাসী	...	...	শিরোমণির স্ত্রী

চালবাজ—রাজদূত প্রণীত। স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত ব্যঙ্গাত্মক সামাজিক নাটক। যে চালে চলে সহজ পথে পয়সা উপার্জন করে কৃতি ও সম্মানী নাগরিক হওয়া যায়, তাকেই বলে চালবাজ। ভিক্ষুক থেকে আরম্ভ করে রাজা উজীর পর্যন্ত সবাই হচ্ছে চালবাজ। চালবাজ কথাটাকে আমরা তিরস্কার বা বিদ্রূপাত্মক মনে করি কেন? এই নাটকের প্রতিটি চরিত্র চালবাজী করে বাজিমাৎ করা। সৌখিন সম্প্রদায়ের সহজে সুন্দর অভিনয়োপযোগী এই নাটক।

ওরা রাতচোরা—রাজদূত প্রণীত। নারীচরিত্র বর্জিত অপরাধ-মূলক নাটক। বর্তমান সমাজ জীবনের একটি স্বচ্ছ দর্পণ। আজ সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতির বিষাক্ত বিষ প্রবেশ করে সমাজ জীবনকে আরও বিষময় করে তুলছে, তার পরিণতি চরম ও ভয়াবহ। পাপের পরিণাম যে মধুর নয়, এই সহজ সত্যকে আজ যারা অস্বীকার করে, আগামীকাল তাদের তা স্বীকার করতেই হবে। অন্যায় অত্যাচারে আজ যারা কাঁদছে, তাদের চোখের জলের বন্যা বুকের রক্ত দিয়ে একদিন শোধ করতেই হবে।

কুমারী মা—রাজদূত প্রণীত। বর্তমান কালের পটভূমিকায় নারী-জাতির সমস্যা নিয়ে সব দিক বিবেচনা করে স্কুল-কলেজের মেয়েদের নির্দোষ অভিনয়ের উপযোগী করে এই নাটক রচিত। কুমারী মা হলো একটা সত্য ঘটনার সমাজ-চিত্র। পাড়ায় পাড়ায় ঘরে ঘরে যা ঘটছে বা ঘটতে পারে তা নিয়েই এ নাটক রচনা। এই নাটক পড়ে বা অভিনয় করে কুমারী মা-বোনেরা যদি ভুলের রাজ্য থেকে—স্বপ্নের রাজ্য থেকে বাস্তব জগতের সত্য-সুন্দরের আলোয় দাঁড়িয়ে মাতৃত্বকে উজ্জ্বলতর করতে পারে, তারই শুভ প্রচেষ্টায় এই নাটক রচনা।

বিবর্ণ সিঁদুর (১টি স্ত্রী)—শ্রীমৃণালকান্তি সিংহ রায় প্রণীত। হরিপাল নটতীর্থ কর্তৃক অভিনীত ও পুরস্কৃত। অশ্রুসজল সামাজিক আলেখ্য। সভ্যতার অঙ্গনে এসে মানুষ যখন পাতলো সংসার ও গড়লো সমাজ, তখন সিঁদুর হলো সতী সাবিত্রীর বিশেষ আভরণ। সেই সিঁদুর বিবর্ণ হ'ল কেন? কার অভিশাপে? জমিদারপুত্র সন্দীপ শিক্ষিতের মানপত্র পেয়েও আজ কেন খুনী? হরিবল্লভ রায়ের মৃত্যুর পিছনে কার অদৃশ্য হাত কাজ করেছিল? এমনি অনেক প্রশ্নের উত্তর পাবেন এই নাটকে। রহস্যে, রোমাঞ্চে, হাসি-কান্নায়, ঘাত-প্রতিঘাতে ভরপুর, এমন নাটক আর নেই। পড়ুন, অভিনয় করুন।

রঘু ডাকাত

প্রথম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

শ্রীদামের কুটীর-প্রাঙ্গণ।

শ্রীদামকে চাবুক মারিতে মারিতে এনায়েতের প্রবেশ, পশ্চাতে বিষাণ।

এনায়েৎ। তোমার হুকুমমত শ্রীদামকে টেনে নিয়ে এসেছি বড় কোতোয়াল। [শ্রীদামকে ধাক্কা দিল]

শ্রীদাম। [আর্তনাদ করিয়া পড়িয়া গেল] ওঃ! আর নয়। আর মেরো না! দোহাই তোমাদের!

বিষাণ। খাজনা দাও জায়গীরদারের। বার করো শীগগির!

শ্রীদাম। নেই; ভগবানের নামে শপথ করছি, এখন আমার কাছে কিছু নেই। দয়া করো—আমায় আর কটা দিন সময় দাও। জায়গীরদারের সমস্ত বাকি কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করে দেবো।

বিষাণ। আরো সময় দেবো? হাঃ-হাঃ-হাঃ! তোমার কাছে কতদিনের খাজনা বাকি আছে, চাবুকের মুখে আর একবার ভাল করে বুঝিয়ে দেবো; কেন দাওনি এতদিন?

শ্রীদাম। পর পর দু'সন অজন্মা গেল। দেনার দায়ে হাল গরু বীজ সব গেল। নইলে কোনদিন আমি খাজনা বাকি রেখেছি? দেবতা বাদ সাধলেন—

বিষাণ। ওই অজুহাতে তোমরাও খাজনা ফাঁকি দিয়ে জায়গীরদারের সঙ্গে বাদ সাধতে চাও? খাজনার চুক্তিতে জমি দেওয়া হয়েছে তোমাদের। ফসল হলো কি না হলো, জায়গীরদার তা দেখতে যাবে কেন? খাজনা আমার চাই-ই, আজই—এখুনি।

শ্রীদাম। এখুনি! কিন্তু কোথা থেকে দেবো? রঘু বাড়ি থাকলেও না হয়—

বিষাণ। দেবে না? ভাল কি করে খাজনা আদায় করতে হয় তা আমি জানি। এনায়েৎ খাঁ—

এনায়েৎ। হুকুম কর কোতোয়াল!

বিষাণ। চালাও চাবুক। [এনায়েৎ চাবুক মারিল]

শ্রীদাম। উঃ, না—না, আর নয়—আর মেরো না আমায়। [এনায়েৎ চাবুকের পর চাবুক মারিতে লাগিল] ওঃ! ওঃ!

বিষাণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! থেমো না এনায়েৎ—চালাও। [এনায়েতের তথাকরণ; শ্রীদাম আর্তনাদ করিতেছিল] হাঃ-হাঃ-হাঃ—

এনায়েৎ। আরো চালাবো বড় কোতোয়াল?

বিষাণ। আচ্ছা থাক এখন। শয়তান বুড়ো দেখছি সহজে খাজনা বার করবে না। হ্যাঁ, আগুন ধরিয়ে দাও ওর কুঁড়েঘরে।

শ্রীদাম। দোহাই কোতোয়াল সাহেব! আমি রুগ্ন, দুর্বল, অসহায়। ওই কুঁড়েটুকুই আমার সম্বল, ওটুকু পুড়িয়ে ছাই করে দিলে আমরা কোথায় দাঁড়াবো?

বিষাণ। গাছতলায়। খাজনা কেউ চাইবে না, দিতেও হবে না।

শ্রীদাম। দয়া করুন। আমিও একদিন ওই জায়গীরদারের পাইক ছিলাম। সারাটা জীবন তারই সেবায় কাটিয়ে দিয়েছি।

বিষাণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! কাজ করেছ, তলব পেয়েছ। জোয়ান

ঘোড়াকে লোকে তোয়াজ করে ততদিন—যতদিন তার দৌড়ের সামর্থ্য থাকে। অকেজো হলে হয় গাধারও অধম; তখন তাকে লোকে রেহাই দেয় গুলী করে। রাজার পাইক আর সওয়ারের ঘোড়া একই জিনিস। [উদ্যত পিস্তল শ্রীদামের বক্ষ লক্ষ্য করিল]

শ্রীদাম। [সভয়ে] না—না—না।

বিষাণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এনায়েৎ! দাঁড়িয়ে কেন? শুনতে পাওনি আমার হুকুম?

এনায়েৎ। গোস্তাকি মাফ করুন কোতোয়াল! ভুল হয়ে গেছে।

বিষাণ। এমন ভুল আর যেন ভবিষ্যতে কোনদিন না হয়। ভুলে যেও না এনায়েৎ, আমি এক হুকুম দু'বার দিই না। যাও—আগুন ধরিয়ে দাও বুড়োর কুঁড়েঘরে। [এনায়েৎ প্রস্থানোদ্যত হইল]

শ্রীদাম। [এনায়েতের পা চাপিয়া ধরিল] না—না, আমি তোমায় যেতে দেবো না।

এনায়েৎ। বড় কোতোয়াল! বুড়ো যে আঁকড়ে ধরেছে, ছাড়তে চায় না কিছুতে।

বিষাণ। লাথি মেরে সরিয়ে দাও। [এনায়েৎ লাথি মারিল]

শ্রীদাম। হ্যাঁ, মারো। মেরে ফেলো আমায়! তবু গরীবের কুঁড়েটুকু আগুন ধরিয়ে ছাই করে দিও না। ভগবান তোমাদের ভাল করবেন।

বিষাণ। ভগবান? তোমার ভাল তিনি করলেন না কেন? এনায়েৎ! যাও—

শ্রীদাম। যেও না—যেও না। [এনায়েতের পা ধরিয়া টান দিতেই সে পড়িয়া গেল]

বিষাণ। কি, এতবড় সাহস তোমার! এই নাও তবে। [এনায়েতের

হাতের চাবুক কাড়িয়া লইয়া শ্রীদামকে মারিতে লাগিল, সে আর্তনাদে ছটফট করিতেছিল]

নেপথ্যে রঘু। বাবা – বাবা!

শ্রীদাম। [যন্ত্রণাকাতর স্বরে] রঘু! রঘু!

ব্যস্তভাবে রঘুর প্রবেশ।

রঘু। বাবা—বাবা! একি! [হতভম্বের মত দাঁড়াইয়া পড়িল]

বিষাণ। এই যে তুমিও এসে পড়েছ? ভালই হলো। বুড়ো বাপের পাওনাটুকু তুমিও না হয় ভাগ করে নাও।

রঘু। তার আগে কৈফিয়ৎ দাও, কেন তোমরা আমার রুগ্ন বৃদ্ধ বাবার ওপর এরকম অমানুষিক অত্যাচার করছো?

বিষাণ। কৈফিয়ৎ? তোমাকে? হাঃ-হাঃ হাঃ! সহ্য করতে পারবে সে কৈফিয়ৎ? সাহস আছে?

রঘু। সাহসের কথা তোমাদের মুখে মানায় না। ছিঃ-ছিঃ! একটা মুমূর্ষু অসহায় রুগ্ন বৃদ্ধকে প্রহারের আঘাতে শেষ করে এনে উল্লাসের হাসি হাসে যারা, তারা আবার মানুষ? তাদের মুখে আবার সাহসের বক্তৃতা? চমৎকার! বল, কি তোমরা বলতে চাও?

বিষাণ। সব কথার কৈফিয়ৎ আমরা মুখের কথায় দিই না।

রঘু। তবে?

বিষাণ। আমাদের হয়ে মাঝে মাঝে কৈফিয়ৎ দেয় আমাদের হাতের চাবুক। চাই কৈফিয়ৎ?

শ্রীদাম। না-না, তুই পালা রঘু! ওরা আমার মত দশা তোরও করবে। তুই পালা বাবা, পালা।

বিষাণ। এনায়েৎ! হুঁসিয়ার! ও যেন কোনমতে পালাতে না পারে।

রঘু। থাক বীরপুরুষ! তার আর দরকার হবে না। সিংহ কামড়ায়, বাঁদরেও কামড়ায়; তাই বলে লোকে সিংহের মর্যাদা বাঁদরকে দেয় না—বাঁদরের ভয়ে পালায়ও না।

বিষাণ। হুঁশিয়ার উদ্ধত যুবক! তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ—জান?

রঘু। জানি, কথা কইছি আমি এক লোভী স্বার্থপর পরস্বাপহারক জায়গীরদারের পদলেহী চাটুকারের সঙ্গে।

বিষাণ। এত স্পর্ধা! [সরোষে রঘুকে চাবুক মারিল, সঙ্গে সঙ্গে কপাল কাটিয়া রক্ত ঝরিতে লাগিল] পেয়েছ জবাব?

রঘু। এর চেয়ে ভাল জবাব তোমাদের কাছে আর কি আশা করা যায়। তবে মনে রেখো অত্যাচারীর দল! কাল তোমাদের পূর্ণ হয়ে এসেছে, তোমাদের জন্যে চাবুক তৈরি হচ্ছে ওই ভগবানের কর্মশালায়। তোমাদের প্রতিটি দিনের অজস্র অত্যাচারে দেশের আকাশ-বাতাস ছেয়ে গেছে। দুঃস্থ অসহায় উৎপীড়িত প্রজাদের তপ্ত রক্তে বাংলার মাটি লাল হয়ে গেছে। ভেবেছ সেসব বৃথা যাবে? না। সুদসুদ্ধ ফেরত নিতে হবে। প্রস্তুত থেকো—সেদিনের আর দেরী নেই।

বিষাণ। এনায়েৎ খাঁ! চালাও চাবুক এই বেতমিজ যুবকের ওপর। চালাও—[এনায়েৎ চাবুক মারিতে লাগিল, রঘু দাঁতে দাঁত চাপিয়া সে আঘাত সহ করিতেছিল] হাঃ-হাঃ হাঃ! ওকে বুঝিয়ে দাও যে, [illegible] কথার প্রায়শ্চিত্ত এমনি করেই করতে হয়। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

শ্রীদাম। [বহু কষ্টে উঠিয়া রঘুকে আগলাইয়া] না—না, ওকে

তোমরা মেরো না। আমি ক্ষমা চাইছি ওর হয়ে। রঘু, ক্ষমা চা বাবা, ক্ষমা চা।

রঘু। কার কাছে ক্ষমা চাইতে বলছো তুমি? ওরা কি মানুষ? ওরা পশু, ওদের ক্ষমা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে হাসিমুখে মৃত্যুবরণ করা অনেক সুখের।

শ্রীদাম। তবু—তবু—ওরে রঘু! তুই আমার একমাত্র বংশধর। আমি যে তোর বাবা! দোহাই তোমাদের, আর মেরো না—ওকে তোমরা ছেড়ে দাও।

বিষাণ। হুঁসিয়ার বুড়ো, সরে যাও!

শ্রীদাম। না-না, তোমরা ওকে আর মেরো না। [অগ্রসর]

বিষাণ। আঃ—সরে যা বুড়ো শয়তান! [সজোরে শ্রীদামকে ধাক্কা দিল]

শ্রীদাম। [আর্তনাদ করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল] আঃ, রঘু—রঘু! কাছে আয় বাবা! রঘু! র-ঘু—[মৃত্যু]

রঘু। [শ্রীদামের কাছে গিয়া] বাবা—বাবা!

বিষাণ। হাঃ হাঃ হাঃ! সাহস—স্পর্ধা! চলে এসো এনায়েৎ! যাবার পথে বুড়োটার কুঁড়েয় আগুন ধরিয়ে দিয়ে যাই চল।

[এনায়েৎ সহ প্রস্থান।

রঘু! বাবা—বাবা! শেষ। বাবা নেই, ওঃ—ভগবান! [নেপথ্যে চিৎকার—'আগুন—আগুন।'] আগুন! অসহায়, দুর্বল প্রজার পাতার কুঁড়ে ধু ধু করে জ্বলছে। উঃ! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবাই শুধু এমনি করে গ্রাস করছে দরিদ্রের সম্পদ। কেউ নেই, তাদের কেউ নেই। ভগবান! কোথায় তুমি? তুমি কি দেখতে পাচ্ছ না ও কিসের আগুন? তোমারই আকাশের দিকে সহস্রশিখায় জ্বলে উঠে অসীম নীলিমাকে করে তুলছে

রক্তাক্ত বীভৎস ! [কিছুক্ষণ নির্বাকভাবে ঊর্ধ্বদৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া থাকিয়া] বেশ, তবে তাই হোক। বাবা বাবা ! স্বর্গ থেকে তুমি আমায় আশীর্বাদ কর, যেন তোমার এই অমানুষিক হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারি। শোন অত্যাচারী শোষকদল ! সম্মুখে আমার অত্যাচারিত পিতার মৃতদেহ, আর ওই অদূরে কুটীরগ্রাসী বৈশ্বানরকে সাক্ষী করে শপথ করছি—দুর্বলের ওপর এই অন্যায় অত্যাচারের আমি চরম প্রতিশোধ নেবো।

[নেপথ্যে কোলাহল—'আগুন—আগুন।']

রঘু। আগুন ! ওরে, আগুন শুধু কুটীরেই লাগেনি, লেগেছে আমার দেহে মনে শিরায় শিরায়। জ্বলছে, জ্বলবে ততদিন—যতদিন না অত্যাচারীর পতন হয় ; আর সেই আগুনে নিরীহ বাঙালী পুড়ে রূপ নিল দুর্বার বিপ্লবীর। এই বিপ্লবী বাঙালীই তোমাদের দেখিয়ে দেবে দলিত বাঙালীর আত্মা হতে পারে কত ভয়াল—কত ভীষণ—কত ভয়ঙ্কর। অতীত কোন বিস্মৃত দিনের প্রলয়-পাগল নটরাজের মত, পিতার মৃতদেহ স্কন্ধে সর্বনাশা অভিযানে বার হলো এই বিদ্রোহী বাঙালী "রঘু ডাকাত।"

[শ্রীদামের মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া উন্মত্তবৎ প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

নদীতীর।

বৈঠাহাতে গীতকণ্ঠে মাঝির প্রবেশ।

মাঝি।— গীত।

[ও-ভাই] দ্যাখসে আজব দুনিয়া।
হেথা শনি রাজা'র রাহু সাঙাৎ ফেললো গ্রাসিয়া॥
যাদের পাহারাদারী ভার,
তারা লুটছে রে দেদার,
হেথা নিন্দ্রী হায় খাচ্ছে ঘুষি দোষীর লাগিয়া।
আর ঠগী বাবা দেদার সাঁটায় পোলও কালিয়া॥
হেথা টিকতে নারে কেউ,
বাবা, দিনে ডাকে ফেউ,
তাই মেয়ে-মরদ প্রাণের দায়ে পেরোয় দরিয়া।
তোরা আয় না ছুটে বৈঠা হাতে আছি বসিয়া॥

ব্যস্তভাবে বৃদ্ধের ছদ্মবেশে কালাচাঁদ, কুরূপা স্ত্রীলোকবেশী কাজলীর প্রবেশ।

কাজলী। বাবা রে—বাবা রে—বাবা রে—বাবাঃ, কী কাণ্ড! অ মাঝির পো, আর কেন, নোঙর তোল।

মাঝি। তুলবো বলেই তো হাপিত্যেস করে বসে আছি।

কালা। এখন দুর্গা বলে খেয়াটুকু পেরুতে পারলেই পৈত্রিক প্রাণটুকু রক্ষা পেয়ে যায়।

মাঝি। তা আজ আবার নতুন কি হলো?

কালা। [কালার ভান করিয়া] এ্যাঁ—কি বলছো?

মাঝি। [আপন মনে] কালা নাকি! [কালার কানের কাছে মুখ লইয়া চিৎকার করিয়া] বলছি, আজ আবার কি হলো?

কালা। যা হলো, তাতে থান-আষ্টেক মহাভারত হয়েও যা ছিট পড়ে থাকে, তা থেকে গোটা দুই রামায়ণও হয়ে যেতে পারে। কিছু জিজ্ঞেস করো না—বলতে পারবো না।

মাঝি। আ-হা-হা, তবু বলই না শুনি!

কালা। শোনাশুনির কিছু নেই, একেবারে তুলকালাম কাণ্ড। মারছে দেশসুদ্ধ সবাইকে। মেয়ে-মরদ যুবো-বুড়ো কেউ বাদ যাচ্ছে না—মেরে পাট বিছিয়ে দিচ্ছে।

হাঁড়িহাতে বৃদ্ধার ছদ্মবেশে ঈষৎ খোঁড়াইতে
খোঁড়াইতে বাতাসীর প্রবেশ।

বাতাসী। ওরে ও মোহনচাঁদ, কোথায় গেলি রে ছোঁড়া? আচারের হাঁড়ি নিয়ে কি যেন মাড়িয়ে ফেললুম, ভাল করে বুঝতে পারছি না গরুর—না মানুষের। একটু শুঁকে দেখ বাবা।

কুব্জপৃষ্ঠ মোহনচাঁদরূপী আলাল লাঠিতে ভর দিয়া
খোঁড়ার ভান করিয়া প্রবেশ।

আলাল। এই যে আমি আমাবস্তে মাসি! কি হয়েছে?

বাতাসী। [আলালের দিকে পা আগাইয়া দিয়া] শুঁকে দেখ বাবা, শুঁকে দেখ—মানুষের, না গরুর।

আলাল। আমি শুঁকবো, কেন—তুমি?

বাতাসী। কথা শোন ছোঁড়ার। আমার হাতে যে আচারের হাঁড়ি রে মুখপোড়া! আমাকে যে শুদ্ধাচারে চলাফেরা করতে হয়।

আলাল। বলিহারি যাই তোমার শুদ্ধাচারকে আমারবস্তে মাসি! পায়ে চটকাতে ক্ষেতি হলো না, শুঁকলেই মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে?

বাতাসী। কথা ছেড়ে, শীগগির শুঁকে দেখ বাপু, আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করছে!

আলাল। তুমি যখন বলছো দেখতেই হবে। দাঁড়াও—পা-টা একটু বাড়িয়ে দাও, দেখি একবার চেষ্টা করে। [ঝুঁকিয়া বাতাসীর পা শুঁকিতে গিয়ে হঠাৎ পড়িয়া গড়াগড়ি দিতে আরম্ভ করিল, কাজলী হাসিতেছিল] অ মাসি, আমায় তোল গো—হাত ধর।

বাতাসী। আ-হা-হা, সুখ কত! কিসের না কিসের নোংরা হাত, আচারের হাঁড়ি নিয়ে আমি ওর সেই হাত ধরি আর কি!

কালা। সত্যিই বেচারার উঠতে কষ্ট হচ্ছে। আচ্ছা, আমার হাত ধর—নাও, ওঠো। [আলাল ও কালাচাঁদ হাত ধরিয়া তুলিল]

বাতাসী। এখন কি বুঝ'ল?

আলাল। দূর থেকে যা বুঝলাম—তাতে মনে হলো, ও বাপু জন্তু-জানোয়ারের মত মাল নয়—খাস দু-পেয়ের মাল।

বাতাসী। এ্যাঁ! সেকি রে? আমার হাতে যে আচারের হাঁড়ি।

মাঝি। গঙ্গাজল ছড়িয়ে শুদ্ধ করে নিয়ো। তা—তোমরাও পালাচ্ছ তাহলে?

আলাল। পালাবো না? যেখানে গরীবের সর্বনাশ করে রাজা চালায় স্ফূর্তি নাচ-গানের আসর। সেখানে কোন মানুষ টিকতে পারে?

মাঝি। কথাটা তোমার নেহাৎ মিথ্যে নয়।

কালা। মিথ্যে নয়? আলবৎ মিথ্যে। জায়গীরদারের বাড়িতে গানের আসর বসে না, বসে নাচের।

আলাল। তুমি বললেই আমি মানবো? নাচ-গান দুই হয়; নিজের চোখে দেখেছি—কানে শুনেছি।

কালা। তাহলে তখন হয় নেশা করেছিলে, নয় বাজে কথা বলছো।

লাঠিহস্তে কেরামতের প্রবেশ।

কেরামৎ। কি হয়েছে এখানে?

[কেরামতকে দেখিবামাত্র সকলে ভয়ে পালাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিল]

মাঝি। আরে, ভয় কি! ইনি জায়গীরদারের পাইক নন, আমাদের কেরামৎ চাচা; সেলাম চাচা!

কেরামৎ। সেলাম বেটা! কি হয়েছে এদের? পালাচ্ছে কেন?

আলাল। জায়গীরদারের জুলুম থেকে এই সুঠাম তনুটিকে আত্মারাম সমেত এরা বাঁচ'তে চায়।

কেরামৎ। তাই পালাচ্ছ? ছিঃ-ছিঃ! ভেবে'ছ এমনি করেই বাঁচতে পারবে। ওরে বোকা ভীরুর দল! তোরা জানিস না, অত্যাচারের সামনে বুক ফুলিয়ে রুখে দাঁড়াতে যারা পারে না, অত্যাচার আর অত্যাচারী সব সময়ই থাকে তাদের পিছু পিছু—ছায়ার মত। পালিয়ে যাবি কুকুরের মত ভয়ে, মার খেয়ে? এত কিসের প্রাণের মায়া রে?

আলাল। তবে আমরা কি করবো বল দেখি চাচা?

কেরামৎ। রুখে দাঁড়া। ফিরে চল। মরতে তো একদিন হবেই; তবে মানুষের মত মরবার জন্তে তৈরি হ।

আলাল। তৈরি তো হবো, কিন্তু হাতিয়ার কই?

কেরামৎ। ভয় নেই, সে ব্যবস্থাও তোমাদের জন্য একজন আগে থেকেই করে রেখেছে।

আলাল। কে সেই অবতারটি, শুনি।

কেরামৎ। সে হলো আমার রঘুভাই।

কাজল। এঁ্যা—রঘু ডাকাত! [সভয়ে সকলে কাঁপিতে লাগিল]

কালা। আরে সে তো একটা খুনে!

আলাল। খুব বলেছ বাবা! এক ডাকাতের খপ্পর থেকে আর এক কাঁচাখেকোর আস্তানায় ঢুকে মাথাটা বেঘোরে খোয়াই আর কি!

কেরামৎ। ভুল—ভুল। ওরে, তোরা ভুল করছিস, এমনি ভুল সবাই করে। রঘুকে তোরা কেউ জানিস না, চিনিস না; এতদিন তোরা সব ভুল খবর পেয়েছিস। রঘু ডাকাত? নিজের জীবন তুচ্ছ করে হিন্দু-মুসলমান সবাইকে সমভাবে রক্ষার দায়িত্ব নিয়ে, তাদের ভরণ-পোষণের জন্যে অত্যাচারীর অর্থ লুণ্ঠন করা যদি ডাকাতি হয়, তাহলে রঘু সত্যিই ডাকাত। আর খুনে? হাঁ, পরের জন্যে নিজের দেহের প্রতিটি ফোঁটা খুন উৎসর্গ করে অন্যায়ের উচ্ছেদ ব্রত গ্রহণ করা যদি খুনের পরিচয় হয়, রঘুভাইও তবে খুনে। শুধু একটা কথা তোরা জানিস না। এমন খুনে, এমন ডাকাত যদি আরো আগে একজন আসতো, তাহলে আজ তোদের এ-অবস্থা হতো না আপশোষ শুধু এমন খাঁটি হীরেকেও তোরা চিনলিনে—কাঁচ বলে দূরে সরিয়ে রাখলি।

কালা। বলো কি চাচা, রঘু এমন মহৎ!

কেরামৎ। হাঁ্যা রে বেটা, তাই। কিন্তু তুমি কে?

কালা। [দ্বিধাভরে] এঁ্যা—আমি—আমি হলাম—সনাতন। মানে —ডাকসাইটে কালা।

কেরামৎ। হুঁ। তোমার সঙ্গে ওটি কে?

কালা। [আমতা আমতা করিতে করিতে] ও, ও হলো আমার— আমার খুড়তুতো বোন আন্নাকালী।

কেরামৎ। আর তোমরা?

আলাল। এই- এই বুড়ী আমার মাসি—মানে আমারই মাসি, আর আমি হলাম ওঁর একমাত্র শিবরাত্রির সলতে মোহনচাঁদ।

কেরামৎ। হুঁ। তা তোমার হাঁড়িতে কি?

বাতাসী। আচার বাবা—আম-তেল।

কেরামৎ। ওটা আমার চাই-ই। দাও আমাকে [হাঁড়ি লইয়া ভিতর হইতে গহনা বাহির করিয়া] বাঃ-বাঃ-বাঃ, বেড়ে আচার তো!

বাতাসী। নিও না বাবা! মরে যাবো তাহলে। ওই আমাদের যা কিছু ধুলো-গুঁড়ো। দাও বাবা—

কেরামৎ। [হাঁড়ি ফেরত দিল] এইবার বল তোমার কে?

বাতাসী। [হাঁড়ি লইয়া] বল না রে মুখপোড়া—তোর বাপের নামটা। আমায় কি মুখে আনতে আছে?

আলাল। কিছু মনে করো না চাচা, প্রাণের দায়ে নাম আর চেহারা ভাঁড়িয়ে পালাচ্ছিলাম। মাসী-বোনপো নই, মা-বেটা; শিরোমণিমশাই আমার বাবা।

কেরামৎ। ঠিক ধরতে না পারলেও এমনি সন্দেহই হয়েছিল। [কাজলী ও কালাচাঁদকে] আর তোমরা? কি নাম বললে মেয়েটির?

কালা। আন্নাকালী—

কেরামৎ। তাই বুঝি মুখে কালি মেখেছ? কিন্তু হাতের রং ফর্সাই আছে—ঢাকতে পারনি। বুঝতে পারছো—ছদ্মবেশ অপূর্ব হলেও আমার চোখ এড়াতে পারনি! এখন বল, তোমাদের সত্য পরিচয় কি?

কাজলী। আর লুকিয়ে কাজ নেই দাদা! বলে ফেল।

কালা। আমরাও ওই প্রাণের দায়ে চাচা, গুঁতোয় পড়ে নাম ভাঁড়িয়েছি। কস্মিন্‌কালে আমার বংশে কালা কেউ না থাকলেও আমার আসল নাম কালাচাঁদ। আর এ আমার বোন কাজলী।

কেরামৎ। ছিঃ-ছিঃ! এমন জোয়ান মরদ হয়ে লুকিয়ে পালাতে তোমাদের একটু লজ্জা হচ্ছে না? অথচ রঘুভাই আমাদের সারা দেশে মরদ খুঁজে বেড়াচ্ছে। কাজের লোক খুঁজছে।

গীতকণ্ঠে উদ্ধবের প্রবেশ।

উদ্ধব।— গীত।

ওরে শ্রমিক! ওরে কৃষাণ দল!
মুখ বুজে আর সইবি কত বল।
সময় এলো এই বেলা ভাই আপন বুঝে চল॥
জলে ভিজে রোদে পুড়ে
তবু পাস না খেতে পেটটি পুরে,
ধনীর ধোঁকায় ভুলে তোদের ছেঁড়া টেনা হলো যে সম্বল॥
সবাই মানুষ, সবাই সমান,
ধনী ও শ্রমিকে নাই ব্যবধান,
দীনতার বোঝা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে মুক্তিপথে চল রে চল॥

[প্রস্থান।

কালা। আমাদের কি সে দলে নেবে?

কেরামৎ। নেবে—নেবে। ওরে, খোদার দুনিয়ায় কেউ বেকার নয়। জানিস তো, তোদেরই কেতাবে লেখা আছে—সেতুবন্ধে কাঠবেড়ালী পর্যন্ত কাজে লেগেছিল; আর তোরা মানুষ, তোদের গায়ের রক্ত তো পুঁজ হয়ে যায়নি। শুধু জেগে ওঠ—রুখে দাঁড়া, সমস্বরে বল—করেঙ্গে

ইয়া মরেছে। দেখবি তোরাই পারবি। তোদের দেহে ফিরে পাবি হাজার হাতীর বল। জায়গীরদার-কোতোয়াল তো তুচ্ছ, মহাকাল পর্যন্ত তোদের সম্মান জানাবে।

কালা। তাই হবে। আমরা যোগ দেবো রঘুর সঙ্গে।

আলাল। আমাদেরও সঙ্গে নাও চাচা!

কেরামৎ। সাবাস! এই তো মরদের মত কথা। তবে আয় আমার সঙ্গে।

মাঝি। আমি কি কোনও কাজ করতে পারি না চাচা?

কেরামৎ। নিশ্চয়ই পার। তোমার কাজ—তুমি এখানে থাকবে। গোপনে লোক পাঠাবে; তবে নদীর ওপারে নয়—এপারে, আমাদের গুপ্ত আড্ডায়। এস আমার সঙ্গে, সব কথাই তোমায় জানিয়ে দিচ্ছি।

বাতাসী। অ বেটের বাছা। আমি বুড়ী বলে কি তোমাদের দলে আমার ঠাঁই হবে না?

কেরামৎ। কেন হবে না মা?

কাজলী। আর আমার?

কেরামৎ। তোমারও। আমরা সবাই এক—হিন্দু-মুসলমান, শুচি-অশুচি সবাই। আমর কেউ ছোট নয়, অস্পৃশ্য নয়, নীচ নয়। সবাই আমরা সমান। তোমরা আমাদের মা-বোন। তোমরা দেবে আমাদের উৎসাহ, শক্তি, সাহস, প্রেরণা। আমরা করবো যুদ্ধ, তোমরা করবে আহতের সেবা-শুশ্রূষা। যে জাত তোমাদের খাতির করলে না—শ্রেষ্ঠত্ব মানলে না—চিনলে না, তার চেয়ে দুর্ভাগা দুনিয়ায় আর কে আছে!

[সকলের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জায়গীরদারের প্রমোদ-কক্ষ।

ত্রিবিক্রমের প্রবেশ।

ত্রিবিক্রম। রঘু ডাকাত—রঘু ডাকাত। একটা বছর কেটে গেল। চারিদিকে সেপাই আর কোতোয়ালদের নিয়োগ করেছি ধরবার জন্যে, তবু কেউ কি তাকে আনতে পারলে না? তাইতো, আগামী কাল সুজাতা ফিরে আসছে। যদি রঘু ডাকাত জানতে পারে? এনায়েৎ—

এনায়েতের প্রবেশ।

এনায়েৎ। নতুন কোন হুকুম আছে জনাব?

ত্রিবিক্রম। আছে। রঘুর সম্বন্ধে কিছু করতে পারলে?

এনায়েৎ। এখনো পারিনি; তবে আশা করছি, খুব শীঘ্রই দুষমনটাকে হুজুরের কাছে হাজির করতে পারবো।

ত্রিবিক্রম। আশাতেই তো প্রায় একটা বছর কেটে গেল, আর কবে হবে?

এনায়েৎ। চেষ্টার আমাদের কসুর নেই জনাব! তবে ভারি ধড়িবাজ ও লোকটা, ধরি-ধরি করেও ওকে ধরা যায় না। আর—

ত্রিবিক্রম। থামলে কেন, বলো।

এনায়েৎ। সবচেয়ে মুস্কিল হলো পরগণার কোনও লোকই ওর সম্বন্ধে কিছু বলতে চায় না। সবাইকে যেন যাদু করে ফেলেছে।

ত্রিবিক্রম। আর তোমরা আমার কোতোয়ালদের দল সেপাই-লস্কর হাতিয়ার ঘোড়া সব কিছু নিয়ে সঙের মত হাঁ করে দেখছো সেই যাদুর খেল। চমৎকার! বুঝতে পারছো না, দিনের পর দিন সে হয়ে উঠছে শক্তিশালী—সাহস যাচ্ছে বেড়ে।

এনায়েৎ। এই বাড়ই হলো ওর কাল, এরই জন্যে খুব সহজেই ওকে ধরা পড়তে হবে আমাদের হাতে।

ত্রিবিক্রম। শোন এনায়েৎ খাঁ, সুজাতা আগামী কাল ফিরে আসছে তার মামার বাড়ি থেকে।

এনায়েৎ। জনাবজাদী বাড়ি ফিরে আসছেন? এ তো খুশখবর জনাব! সারা পরগণায় ঢেঁড়া দিয়ে তাহলে উৎসবের আয়োজন করতে বলি?

ত্রিবিক্রম। না।

এনায়েৎ। কেন জনাব!

ত্রিবিক্রম। হট্টগোল করা মোটেই উচিত নয়। আমার দেওয়া রত্ন-অলঙ্কার ছাড়া তার সঙ্গে আছে অনেক কিছু মূল্যবান গহনাপত্র হীরা-জহরৎ তার মামার বাড়ির পাওয়া ভেট। দীর্ঘ পথ—ভাবতে পারো এনায়েৎ, একথা রঘু ডাকাতের কানে গেলে পরিণাম কি হবে?

এনায়েৎ। সত্যিই জনাব, আনন্দের ঝোঁকে কথাটা আমি বিস্মরণ হয়ে গিয়েছিলাম।

ত্রিবিক্রম। সুজাতার নিরাপত্তার জন্যে সারা পথে সৈন্য নিয়োজিত কর।

এনায়েৎ। তাই হবে জনাব, এখনি আমি সমস্ত হাবিলদারকে হুকুম জানিয়ে দিচ্ছি।

ত্রিবিক্রম। বিষাণ কোথায়?

এনায়েৎ। এখনও সফর থেকে ফেরেননি।

ত্রিবিক্রম। এলেই তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দেবে। যাও—

এনায়েৎ। সেলাম জনাব! [প্রস্থানোদ্যত]

ত্রিবিক্রম। হাঁ্যা, মনে রেখো—তোমাদের ওপর নির্ভর করছে আমার হারেম আর পর্দার মানসম্ভ্রম; সেই ইজ্জৎ নষ্ট হলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে তোমাদের সবাইকে; কেউ বাদ যাবে না।

এনায়েৎ। জায়গীরদারজাদীর জন্যে আমাদের জান কবুল।

[সেলাম করিয়া প্রস্থান।

ত্রিবিক্রম। সুজাতা যতক্ষণ না নির্বিঘ্নে প্রাসাদে এসে পৌঁছাচ্ছে, ততক্ষণ আমি নিশ্চিন্ত হতে পারছি না। রঘু ডাকাতকে কিছুতেই বিশ্বাস নেই। সে সব পারে। যে কথা এখনো প্রাসাদের সীমা ছাড়ায়নি, সেকথাও এতক্ষণ হয়তো পৌঁছে গেছে তার কানে। আশ্চর্য! সামান্য একজন গেঁয়ো চাষা—আমারই পাইকের ছেলে—তার ভয়ে আমাকে পর্যন্ত সব সময়ের জন্যে সঙ্কুচিত হয়ে থাকতে হয়! দিনের পর দিন সুবেদারকেই বা কি জবাব দিই? কি করি?

বিষাণের প্রবেশ।

বিষাণ। নিশ্চিন্তে নিদ্রা যান জায়গীরদার সাহেব! কোতোয়াল বিষাণ এখনও জরাগ্রস্ত হয়নি—দুর্বল হস্তে সে জায়গীরদারের শুভাশুভের দায়িত্ব গ্রহণ করেনি।

ত্রিবিক্রম। বিষাণ! এত দেরী? কোথায় ছিলে এতক্ষণ?

বিষাণ। এতবড় একটা পরগণার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব যার ওপর, তার কাছে রাত্রিদিনের পার্থক্য কোথায় জায়গীরদার সাহেব?

ত্রিবিক্রম। এনায়েতের সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?

বিষাণ। হয়েছিল জনাব! জনাবজাদীর আসার সংবাদও পেয়েছি।

ত্রিবিক্রম। আঃ, বাঁচলাম! তোমার অভাবে আমি এতক্ষণ নিশ্চিন্ত হতে পারছিলাম না।

বিষাণ। নফরের ওপর জনাবের অসীম অনুগ্রহ। আপনি নিশ্চিন্ত মনে বিশ্রাম করুনগে জায়গীরদার সাহেব, আমি ওদিকের সবকিছু ব্যবস্থাই করে রেখেছি।

ত্রিবিক্রম। সাবাস! কাজের বাহাদুরী আছে বটে। আচ্ছা, তাহলে আমি এখন আসতে পারি?

বিষাণ। স্বচ্ছন্দে। [ত্রিবিক্রম প্রস্থানোদ্যত হইল] গোস্তাকি মাফ করবেন জনাব, একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম। [একটি পুঁটলি হইতে কতকগুলি রত্নালঙ্কার বাহির করিল]

ত্রিবিক্রম। [লুব্ধনেত্রে বিষাণের কাছে ছুটিয়া আসিল] কোথায় পেলে?

বিষাণ। আজকের আদায়।

ত্রিবিক্রম। দাও—দাও, ওগুলো আমায় দাও। [ব্যগ্রতাবে হস্ত প্রসারিত করিল। বিষাণ অলঙ্কারগুলি দিতে গিয়া পুনরায় ফিরাইয়া লইল] ওকি! ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন? আমায় দাও।

বিষাণ। তার আগে একটা কথা আছে জনাব!

ত্রিবিক্রম। কি কথা?

বিষাণ। সুজাতা ফিরে আসছে কাল। এখনো কি আমায় আপনার প্রতিশ্রুতির কথা মনে করিয়ে দিতে হবে?

ত্রিবিক্রম। না—না, আমি কথা দিয়েছি, সুজাতাকে তোমারই হাতে তুলে দেবো। এবার ওগুলো আমাকে দাও। [পুনরায় হস্ত প্রসারণ]

বিষাণ। [গহনার পুঁটলি ছুঁড়িয়া দিল, ত্রিবিক্রম লুফিয়া লইল] আসি জনাব! সেলাম।

[প্রস্থান।

ত্রিবিক্রম। [অগ্নিদৃষ্টিতে অলঙ্কারগুলি দেখিতে দেখিতে] ওঃ! জ্বলছে—ঝক ঝক করে জ্বলছে! আমার চোখ ধাঁধিয়ে দিতে চাও? জীবনে তোমাকে ছাড়া আর কোন দেবদেবীকে আমি জানি না। এতদিন তোমারই পূজা করে এসেছি—আজও করবো। তোমারই প্রেমে পাগল বলে লোকে আমায় ঘৃণা করে। তুমি যে আমার জীবনীশক্তি—মৃতসঞ্জীবনী, তোমাকে কি আমি ছাড়তে পারি?

সহসা সর্বাঙ্গ কালো বস্ত্রাবৃত ও কালো মুখোসপরা অবস্থায় উন্মুক্ত কৃপাণ ও পিস্তলহস্তে রঘুর প্রবেশ।

রঘু। ছাড়তে কিন্তু হবেই তোমায় অর্থপিশাচ!

ত্রিবিক্রম। [সভয়ে] কে—কে তুমি?

রঘু। চিনতে পারনি তাহলে?

ত্রিবিক্রম। না। কিন্তু তুমি এত রাতে কি করে এখানে প্রবেশ করলে?

রঘু। জানো না, জানলা টপকানো রঘু ডাকাতের কাছে অতি তুচ্ছ কাজ? একি, চমকে উঠলে যে!

ত্রিবিক্রম। তুমি—তুমিই রঘু ডাকাত?

রঘু। হ্যাঁ, তোমাদেরই অত্যাচারে আজ আমি ডাকাত—রঘু ডাকাত। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

ত্রিবিক্রম। কি—কি চাও তুমি?

রঘু। তোমার হাতের ওই অলঙ্কারগুলো।

ত্রিবিক্রম। যদি না দিই?

রঘু। এই তলোয়ারখানা তোমার বুকে আমূল বসিয়ে দেবো, নয়তো এই পিস্তলের একটি গুলীতে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো।

ত্রিবিক্রম। না—না, এ আমি দেবো না।

রঘু। দিতে তোমায় হবেই। দাও—দাও ওগুলো।

ত্রিবিক্রম। এগুলো আমার নিজস্ব সম্পদ—

রঘু। মিথ্যা কথা। যাদের রক্ষার ভার তোমার ওপর, ওগুলো হলো তাদেরই বুকের রক্তে গড়া। দাও, ওগুলো আমি তাদেরই কাজে লাগাবো। দাও—দাও—[ত্রিবিক্রমের বুকে তরবারি স্পর্শ করাইবামাত্র অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভয়ে ভয়ে অলঙ্কারগুলি রঘুর হাতে দিল] খুসী হলাম। এবার তোমার গায়েরগুলোও দাও।

ত্রিবিক্রম। এগুলোও! কেন, এ তো আমার।

রঘু। না—ওগুলোও তোমার নয়, ওগুলোও ওই ভাবে লুটে আনা। দাও শীগগির! দাও বলছি—

ত্রিবিক্রম। নাও। [একে একে সমস্ত অলঙ্কার খুলিয়া দিল]

রঘু। ধন্যবাদ! জীবনে হয়তো এই তোমার গরীবদের জন্যে প্রথম খয়রাৎ। আমি শত্রু হলেও তোমায় দিলাম পুণ্য অর্জনের প্রথম সুযোগ। চললাম, ভবিষ্যতে দরকার হলে আবার দেখা হবে। সেলাম!

[প্রস্থান।

ত্রিবিক্রম। [কিছু পরে] এঁ্যা, চলে গেছে? কে আছ? ধর, ডাকাত—ডাকাত! আমার সর্বস্ব লুটে নিয়ে গেল! ওহো-হো!

ব্যস্তভাবে সুনীতির প্রবেশ।

সুনীতি। কি হয়েছে? তুমি অমন করছো কেন?

ত্রিবিক্রম। সর্বনাশ হয়েছে সুনীতি! ডাকাত এসেছিল, লুটে নিয়ে গেল আমার যথাসর্বস্ব। ওহো-হো—

সুনীতি। আশ্চর্য! প্রাসাদে ডাকাত?

ত্রিবিক্রম। হ্যাঁ, ডাকাত—রঘু ডাকাত। ওঃ, কি করি—কি করি? আমি যে পাগল হয়ে যাবো!

সুনীতি। আমার একটা কথা শুনবে?

ত্রিবিক্রম। কি?

সুনীতি। তোমার অনেক আছে, এই সামান্যর জন্যে অমন করে উতলা হয়ো না, লোকে কি বলবে?

ত্রিবিক্রম। তুমি বুঝবে না সুনীতি, এ আমার কতবড় আঘাত—কতবড় পরাজয়।

সুনীতি। এ তোমার পরাজয় নয়- দান।

ত্রিবিক্রম। একে তুমি দান বলতে চাও সুনীতি! আমি তো স্বেচ্ছায় দিইনি।

সুনীতি। না দিলেও দান। রঘু ডাকাতের হাত দিয়ে কত গরীব-দুঃখীর জীবন রক্ষা হবে।

ত্রিবিক্রম। সুনীতি! তুমি আমার স্ত্রী হয়ে আমারই সামনে দাঁড়িয়ে রঘুর সুনাম গাইছ?

সুনীতি। এ ছাড়া যে আমার উপায় নেই স্বামি! আমি তোমার সহধর্মিনী—অথচ তোমার মনকে আমি ধর্মনিষ্ঠ করে গড়ে তুলতে পারিনি। এ যে আমার কতবড় লজ্জা, কতবড় পরাজয়—তা তুমি বুঝবে না গো—তুমি বুঝবে না।

ত্রিবিক্রম। ব্যস, বন্ধ কর তোমার তত্ত্বকথা—ধর্মোপদেশ।

সুনীতি। অনেক রাত হয়েছে, বিশ্রাম করবে চলো।

ত্রিবিক্রম। বিশ্রাম! যতদিন না এই রঘু ডাকাতের নিপাত হয়, ততদিন আমার ভাগ্যে বিশ্রাম নেই। রঘু ডাকাত—রঘু ডাকাত; সুজাতা ফিরে আসুক কাল; তারপর আমিও দেখবো, এই রঘু ডাকাতকে শায়েস্তা করতে পারি কি না।

[প্রস্থান, পশ্চাতে সুনীতির প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

কালাচাঁদের কুটীর।

গীতকণ্ঠে কাজলীর প্রবেশ।

কাজলী।—

গীত।

আকাশের বুকে তুমি চাঁদ, আমি তব চাঁদিনী।
বনে বনে তুমি কুহু গান, আমি তব রাগিণী॥
মোর প্রাণের মাঝে তুমি প্রাণময়,
গানের সুরে তুমি তান লয়,
মোর হিয়ায় হিয়ায় তুমি ভালবাসা, আঁধার পথে তুমি দীপশিখাখানি॥

কালাচাঁদের প্রবেশ।

কালা। কাজলি—কাজলি! রঘু কই?

কাজলী। বেশ যা হোক! তোমরা কে কোথায় যাও—কোথায় থাকো, আমাকে কেউ জানাও নাকি যে আমি তার খবর বলবো?

কালা। সে এখনো এখানে আসেনি তাহলে?

কাজলী। না।

কালা। না? তবে গেল কোথায়? [কিছু চিন্তার পর] দূর, বয়ে গেছে আমার ভাবতে। যেখানে খুসী যাক, আমার অত দরকার কি? [হাই তুলিয়া] নাঃ, ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসছে, একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যাক। [বসিয়া চোখ বুজিল]

কাজলী। দাদা—ও দাদা, শুনছো?

কালা। [চক্ষু মুদিত অবস্থায়] উঁ! [শুইয়া পড়িল]

কাজলী। এ আবার কি কাণ্ড! ঘুমোতে ঘুমোতে শুলে যে বড়! বলি কিছু খাবে না?

কালা। [পূর্ববৎ] আগে ঘুমিয়ে নিই, তারপর খাবো'খন। জ্বালাতন করিসনে, আমায় একটু ঘুমুতে দে। [পাশ ফিরিয়া শুইল]

কাজলী। যা খুসী করগে বাপু! পারি না আর। সেই কখন থেকে রান্না সেরে হাপিত্যেস করে বসে আছি, যদি বা এলেন, তা আবার বসে ঘুমুতে ঘুমুতে একেবারে চোদ্দপো হয়ে শোয়া হলো! [কালাচাঁদের নাসিকা-গর্জন শুরু হইল] দাদা! ও দাদা!

কালা। [বিরক্তিভরে চোখ চাহিল] কি—কি?

কাজলী। বাবাঃ! অমন করে ঝাঁঝিয়ে উঠতে হয় নাকি?

কালা। না, কাঁচা ঘুমে বাগড়া দিলে পূজো করতে হয়! কি—কি, বলছিস কি?

কাজলী। সে এলো না?

কালা। কে?

কাজলী। কে আবার, তোমার দোসরটি।

কালা। ও রঘু, না?

কাজলী। কোথায় গেছে?

কালা। কে জানে!

কাজলী। এত রাত হলো—

কালা। তাতে তোর কি?

কাজলী। আমি পারবো না বাপু তোমাদের জন্যে রোজ রোজ রাত জাগিয়ে বসে থাকতে।

কালা। না পারলি তো বয়েই গেল।

কাজলী। তোমার ভাবনা হচ্ছে না?

কালা। বয়ে গেছে আমার তার জন্যে ভাবতে; কে সে আমার? ভিটেছাড়া হয়ে ফ্যা-ফ্যা করে বেড়াচ্ছিল, ডেকে বাড়িতে থাকতে দিয়েছি—ব্যস, সম্পর্ক তো এইটুকু। থাকতে হয় থাকবে না, হয় আমার কী; আর—তোরও আক্কেলকে বলিহারী যাই কাজলি! রঘুর জন্যে আমি ভেবে কি করবো বল দেখ? সারা পরগণাটার ভাবনা যার মাথায়, আমি কোন সাহসে তার ভাবনা ভাববো?

কাজলী। কিন্তু, এত রাত তো কোনদিন হয় না! কোনও বিপদ-আপদ—

কালা। রঘুর বিপদ ঘটাতে পারে, এ তল্লাটে এমন মরদ আজো জন্মায়নি। রাতদুপুরে আর বেশী বকাসনে আমায় কাজলি! একবার ঘুমুতে দে।

কাজলী হ্যাঁ, ঘুমোও। খুব বন্ধু যা হোক তুমি।

কালা। আচ্ছা যন্ত্রণা হলো দেখছি। তা আমি কি করবো বল? তার ঘর পুড়িয়েছে জায়গীরদার, শোধ সে নেবে—না আমি নেবো? তার বাপ প্রাণ দিয়েছে অত্যাচারে, রক্তটা তার টগবগ করে উঠবে, না উঠবে আমার? তবু—

কাজলী। থাক, খুব হয়েছে। মস্ত বীর তুমি। রাতদুপুরে আর চেঁচিয়ে সাতপাড়া জাগাতে হবে না। ঘুমোও।

কালা। হ্যাঁ রে, শোন। তা তোর ব্যাপারখানা কি বল তো? তোর যে দেখছি আমার চেয়েও তার ওপর দরদ বেড়ে যাচ্ছে।

কাজলী। যাচ্ছেই তো। তুমি ওকথা বলবে না? তোমার জন্যে যে কিচ্ছু করি না আমি, একটুও ভাবি না।

কালা। তোর পায়ে পড়ি কাজলি, একটু ঘুমুতে দে।

কাজলী। এত রাত হলো—এখনও দেখা নেই, কোন মানুষ পারে নাকি বন্ধুর কথা না ভেবে এমনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমুতে? কি যে করি আমি—[নেপথ্যে কড়া নাড়ার শব্দ] কে কড়া নাড়ছে? দাদা—দাদা! অ দাদা—

কালা। [চোখ বুজিয়াই] উঁ—

কাজলী। ওঠো, ওঠো শীগগির! কে যেন কড়া নাড়ছে।

কালা। এঁ্যা! কড়া নাড়ছে? কে?

কাজলী। কি জানি কে, ওই শোন! [উভয়ে কান পাতিয়া শুনিল]

কালা। তাইতো রে। রঘু নয় তো?

কাজলী। যদি জায়গীরদারের লোক হয়?

কালা। তারা কি করতে আসবে এখানে?

কাজলী। যদি টের পেয়ে থাকে তোমার বন্ধুর আস্তানা হচ্ছে এখানেই।

কালা। হুঁ, কথাটা নেহাৎ বাজে বলিসনি। আচ্ছা, কুছপরোয়া নেই। [নিজে একখানি তলোয়ার লইয়া কাজলীকে একটি ছোরা দিল] ধর তুই এখানা। আমি এগোচ্ছি। যদি তেমন তেমন বুঝিস, কাজে লাগাস। [উভয়ে সন্তর্পণে অগ্রসর হইতেছিল]

সহসা রঘুর প্রবেশ।

রঘু। একি! একি কাণ্ড তোমাদের?

কালা। তুমি, রঘু!

রঘু। হ্যাঁ। তোমরা বুঝি ডাকাত ভেবে দরজা বন্ধ করে রেখেছিলে? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

কালা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! হয়েছিল আর একটু হলে একটা কাণ্ড এই কাজলীটার জন্যে, এমন ধড়মড় করে গিয়ে বললে আমায়—ভীতু কোথাকার! আমার বোন যে এত ভীতু—

কাজলী। আহা, নিজে যেন কত সাহসী! তোমরা এস দাদা! আমি তোমাদের খাবার ব্যবস্থা করিগে।

[দ্রুত প্রস্থান।

কালা। ওঃ, আর একটু দেরী হলেই কি কাণ্ড হতো আজ? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

রঘু। হাসি থাক কালাচাঁদ! শোন—কাজলী গেছে ভালই হয়েছে। তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

কালা। কি?

রঘু। এই নাও—ধরো। খাস জায়গীরদারের কাছ থেকে এইমাত্র লুটে নিয়ে এলাম। [অলঙ্কার দান]

কালা। একা সেখানে গিয়েছিলে! যদি কোনও বিপদ হতো?

রঘু। হয়নি যে, সেটা তো আমার বহালতবিয়ৎ দেখেই বুঝতে পারছো।

কালা। সেই শয়তানটা এখনও বেঁচে আছে?

রঘু। এ যাত্রা রেহাই পেয়েছে।

কালা। ইস! হাতে পেয়েও ছেড়ে দিলে?

রঘু। দিলাম ; এখনও সময় হয়নি কালাচাঁদ!

কালা। কবে আর তোমার সময় হবে বলতে পারো? আমার বাব যদি ওইভাবে এদের হাতে মারা যেতেন, তাহলে—

রঘু। আমি ভুলিনি বন্ধু! সেকথা কোনদিন ভুলতে পারবো না। বাবার সেই রক্তাক্ত অন্তিম মুখখানা দিনরাত আমার চোখের সামনে জীবন্ত হয়ে ভাসছে—আমাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। আমার দেহের প্রতিটি রক্তবিন্দু পর্যন্ত আমায় সেই কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। ভাল কথা, দখিন মহালের খবর কি?

কালা। দু-চারদিনের মধ্যে ও অঞ্চল থেকে অন্তত শ-চারেক লোক দলে পাওয়া যাবে।

রঘু। আর নওগাঁ?

কালা। চারণ গিয়েছিল সেখানে, ওখানেও সবার সাড়া মিলেছে।

রঘু। সুখবর। এরপর যাবে তোমরা জোড়াদীঘি, দীঘিড়া, সাম্পন প্রভৃতি অঞ্চলে। দলে লোক চাই আরো—আরো। দরকার হলে জায়গীরদারের সঙ্গে প্রকাশ্য সংগ্রামেও যেন আমাদের পিছু হটতে না হয়। হ্যাঁ, আর একটা কথা।

কালা। কি?

রঘু। কাল জায়গীরদারের কন্যা ফিরছে পূবের সড়ক ধরে মামার বাড়ি থেকে ; সঙ্গে থাকবে যথেষ্ট রত্নালঙ্কার—সেগুলো আমাদের চাই-ই। আর এ দায়িত্ব নিতে হবে তোমাকেই।

কালা। বহুৎ আচ্ছা! বাহবা, বসে বসে যেন গাঁটে বাত ধরে যাচ্ছিল। এতদিনে একটা কাজের মত কাজ জুটিয়ে দিলে বন্ধু!

রঘু। মনে রেখো, জায়গীরদার-নন্দিনীর সঙ্গে শুধু রত্নালঙ্কারই

থাকবে না, থাকবে তার মামার বাড়ির সহযাত্রী সাস্ত্রীদল, আর থাকবে সারা পথ ঘিরে আমাদের কবল থেকে তাকে রক্ষার জন্যে জায়গীরদারের বাছা বাছা ফৌজ।

কালা। ফুঁয়ে উড়ে যাবে। চোখে ধুলোপড়া দিয়ে লুটে নেবো তার ধন-সম্পদ।

রঘু। পারবে?

কালা। আলবৎ। কালাচাঁদের কথা ও কাজ এক।

রঘু। সাবাস! এখন—আসি।

কালা। ও কি! এত রাত্রে চললে কোথায়? কাজলী যে খাবার ব্যবস্থা করতে গেছে।

রঘু। কাজের দায়িত্ব নাওয়া খাওয়ার সুযোগ দেয় না বন্ধু! কাজলী বোনকে দুঃখ করতে মানা করো। [প্রস্থানোদ্যত] হাঁ, ভাল কথা। মেহেরপুরের দুর্ভিক্ষে আমাদের সাহায্য ঠিক সময়মতই যাচ্ছে তো?

কালা। যাচ্ছে। আজও গিয়েছিল।

রঘু। আর সোনাগাঁওয়ের মড়কে আমাদের বৈদ্য আর স্বেচ্ছাসেবকেরা কোন উন্নতিসাধন করতে পেরেছে?

কালা। মহামারী আর মড়কের প্রকোপ যথেষ্টই কমেছে। আশা করা যাচ্ছে, আগামী সপ্তাহের মধ্যেই আবার স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসবে।

রঘু। উঃ! লক্ষ লক্ষ নিরীহ অসহায় প্রজা প্রাণ দিচ্ছে রোগে, শোকে, অনাহারে; আর তাদেরই মৃতপ্রায় দেহের ওপর অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে—তাদের রক্ষাকর্তা জায়গীরদারের প্রাসাদে চলছে সুরা আর সঙ্গীতের অবিরাম স্রোত! [সহসা সংযত হইয়া] না—না, ও চিন্তা আর নয়। বিদায় বন্ধু! [প্রস্থান।

কালা। যাও বন্ধু! যাত্রা তোমার শুভ হোক। কাল প্রাতেই আমিও যাত্রা করবো তোমার নির্দেশিত পথে। যদি কাজ সফল হয় ফিরবো, নয় তো এই আমাদের শেষ দেখা।

ব্যস্তভাবে কাজলীর পুনঃ প্রবেশ।

কাজলী। বা-রে, তোমরা এখানে দাঁড়িয়ে রইলে? খেতে চল। রঘুদা কোথায়?

কালা। চলে গেছে।

কাজলী। চলে গেল! মুখের ভাত ফেলে—কোথায় গেল?

কালা। তা তো জানি না, শুধু বলে গেল, কাজ আছে।

কাজলী। কাজ—কাজ—কাজ! দিন-রাত কি এমন কাজ তোমা-দের যে, নাওয়া-খাওয়ার সময়টুকুও পাওয়া যায় না!

কালা। তুই তো জানিস বোন—কতখানি গুরুদায়িত্ব তার।

কাজলী। কিন্তু এত রাত্রে! সারাদিন অভুক্ত সে। উঃ দাদা, কেন তুমি তাকে যেতে দিলে—কেন যেতে দিলে? [কাঁদিয়া ফেলিল]

কালা। ওকি, তুই কাঁদছিস কাজলি?

কাজলী। কেন তুমি তাকে বারণ করলে না? তুমি কি জান না দাদা, মুখের গ্রাস ছেড়ে যাওয়া কতবড় অমঙ্গল?

কালা। ওরে, তোদের মত হাজার হাজার মা-বোন প্রতিনিয়ত যার জন্যে মঙ্গলকামনা করছে, সাধ্য কি কোন অমঙ্গলের ছায়াও তাকে স্পর্শ করতে পারে। কাঁদিসনে—কাঁদিসনে বোনটি আমার! আয়—আমার সঙ্গে আয়।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় দৃশ্য।

শিরোমণির গৃহ।

ব্যস্তভাবে শিরোমণির প্রবেশ।

শিরোমণি। গিন্নি। গিন্নি! অ-গিন্নি, শীগগির এসো।

বাতাসীর প্রবেশ।

বাতাসী। কেন, কেন? হঠাৎ সাত-সকালে গিন্নীকে অমন চিক্কুর হেনে প্রেমাদর জানাবার কি দরকার পড়লো শুনি?

শিরোমণি। আমি এখুনি জায়গীরদারের বাড়ি যাবো; আয়োজন করো। শীগগির! জলদি—

বাতাসী। আয়োজন? করছি। কি হলে যুৎসই হয় তোমার? গোবর-ছড়া, না মুড়ো ঝাঁটা?

শিরোমণি হায় মূর্খা নারী! শাস্ত্রে বলে—পতি পত্নৌ পতঃ—অর্থাৎ কিনা এক পতি হতেই নারীর নরকপাতও নিবারিত হয়। সেই পতিকে অশ্রদ্ধা?

বাতাসী। ওঃ! নরকপাত হয় না ছাই! আমার তবে জ্যান্তে এ নরকভোগ কেন? ন্যাকরা রাখো। কি দরকার তাড়াতাড়ি বলো।

শিরোমণি। রাজ্যসুদ্ধ লোক হৈ-চৈ করছে—জায়গীরদারের মেয়ে ফিরছে আজ মামার বাড়ি থেকে, আর তুমি জানো না? আমাকে যেতে হবে যে! ভাল ভাল যেসব তোলা জামা-কাপড় আছে, সব বার করে দাও।

বাতাসী। ভাল জ'মা-কাপড়! তোমার বাবা মরেছিল যখন, তখন যে কাছাটা গলায় নিয়েছিলে, সেটাই তোলা আছে। বার করে দেবো?

শিরোমণি। কেন, আর নেই? য'চ্ছি একটা শুভ কাজে—

বাতাসী। তা আর নেই? হাড়'কপ্পে চামার তুমি—গামছা জুড়ে চাদর করে গলায় দাও—তোমার আবার নেই? সেজেগুজে তোমার হবে কি?

শিরোমণি। বাঃ! বরণ করে ঘরে তুলতে হলে যে ভাল করে সাজতে হয়। শাস্ত্রে আছে—বাসাংসি জীর্ণানি—অর্থাৎ কিনা জায়গীর-দার-নন্দিনীকে বরণ করতে হবে ঠিক বরের মত সাজগোজ করে। বুঝলে?

বাতাসী। এ্যাঁ! তাকে তুমি বর সেজে বরণ করে ঘরে তুলবে?

শিরোমণি। তুলবোই তো। আমি ছাড়া আর কে তুলবে?

বাতাসী। [উচ্চ ক্রন্দন] ওগো মা গো! এ আমার বুড়ো বয়সে কি খোয়ার আরম্ভ হলো গো! মুখপোড়া মিন্সের একি ভীমরতি ধরলো গো!

শিরোমণি। এ্যাই—এ্যাই দেখ। অ-গিন্নি! কি হলো আবার?

বাতাসী। খবরদার! আমায় ছোঁবে না বলছি। [পুনঃ ক্রন্দন] ও মা গো! এখন আমি নাবালক ছেলেটার হাত ধরে কোথায় দাঁড়াই গো!

শিরোমণি। এই মরেছে। বলি ও গিন্নি! হঠাৎ তোমার দাঁড়াবার ভাবনা হলো কেন?

বাতাসী। [সক্রন্দনে] হবে না? এইতো বললে আমায় দরকার নেই। সেজেগুজে এখুনি যাবে জায়গীরদারের মেয়েকে বিয়ে করে ঘরে আনতে।

শিরোমণি। চুপ—চুপ, চুপ কর গিন্নি! কর্তার কানে গেলে দুজনের কারো ধড়ে মাথা থাকবে না। ছিঃ-ছিঃ! বিয়ের কথা আবার বললাম কখন? বললাম তো বরণ করতে হবে।

বাতাসী। ওই হলো। বিয়ে না হলে কি কেউ বরণ করে?

শিরোমণি। করে গো, করে। অনেকদিন পরে বিদেশ থেকে মেয়েরা ফিরলে বরণ করে ঘরে তুলতে হয়, আর এ কাজে দরকার পুরোহিতের। আমি যে ওদের পুরোহিত গো!

বাতাসী। অ—তাই বল। এমন ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে বাপু! যাক, বলছিলুম কি, আমি যখন মাঝে মাঝে রাগ করে দিনকতক বাপের বাড়ি থেকে ঘুরে আসি, কই তুমি তো তখন আমায় বরণ করে ঘরে তোল না?

শিরোমণি। তোমায়? এই বয়সে?

বাতাসী। কি আর এমন বয়েসটা হয়েছে আমার? অমন করে খুঁড়ো না বাপু! বলো না—তুলবে এবার?

শিরোমণি। [বিব্রতভাবে] বলছো তুলতে? পারবো তো আমি একা তোমায় চাগাতে?

বাতাসী। খুব পারবে গো, খুব পারবে। বলো না, তুলবে?

শিরোমণি। তুলবো গো, তুলবো। তুমি যখন বলছো, তখন না তুলে তো আর নিস্তার নেই—তুলতেই হবে। [স্বগত] হয়ে যাক একটা হিল্লে এবার, হয় তুই ফসকে থেবড়ে মর—নয় আমি চাপা পড়ে চেপ্টে শিঙে ফুঁকি।

বাতাসী। রাগ করলে না কি গো?

শিরোমণি। না-না, রাগ করবো কেন? তোমার সঙ্গে কি আমার সেই সম্পর্ক?

বাতাসী। [হাসিয়া] তবে? এমন ভোলানাথ সোয়ামী কজনার হয়? চোখখাগীরা লোকের ভাল দেখতে পারে না। বসো তুমি—আমি দেখছি পোঁটলা-পুঁটলিগুলো হাঁটকে—ভাল জামা-কাপড় কি-সব আছে।

[প্রস্থান।

শিরোমণি। হরি হে বিপদভঞ্জন! যা হোক একটা কিছু হিল্লে করে দিও দয়াময়! মাগী বড় তেতো করে তুলছে দিন দিন। মুখ রেখো প্রভু, মানত রইলো ঠাকুর! থানে বসে কানে শুনে মাগীর দর্পচূর্ণ করো রাধানাথ!

সহসা বাউলের প্রবেশ।

বাউল। জয় রাধেকৃষ্ণ!

শিরোমণি। ইস! দু'কথা এক হলো। ঠিক ফলবে—নির্ঘাৎ ফলবে। বসো বাবাজি, বসো। যাক, ধাঁ করে একখানা গান শুনিয়ে দাও তো বাবা!

বাউল।—

গীত।

ও তুই পরশমণি চিনলি না মন, পরশমণি চিনলি না।
কাঁচ কুড়ালি আদর করে, হীরের কদর বুঝলি না।
যারা রে তোর পরম আপন, তারই বেলায় কেন কৃপণ,
ও তোর বাহির মহল আলোয় উজল, মন্দিরে দীপ জ্বাললি না।
সম্পদ নয় রত্ন আগার, এ ভুল কবে ভাঙবে তোমার,
ভোলা ভুলের খেয়ায় মারলি পাড়ি, আসল খেয়া ধরলি না।

শিরোমণি। চমৎকার! আহা, কি ভাব—কি ব্যঞ্জনা!

বাউল। এবার কিছু ভিক্ষা দিন।

শিরোমণি। এ্যাঁ। ভিক্ষা?

বাউল। আজ্ঞে হ্যাঁ।

শিরোমণি। তোমার মনে এই ছিল? মিষ্টি কথায় ভোগা দিয়ে বাগাতে এসেছো? বেরোও—বেরোও বলছি, আমার বাড়ি থেকে ভাগো—আবি নিকালো। [মারমুখি হইবামাত্র বাউল চম্পট দিল] ভূতের কাছে মামদোবাজী? আমি কবিরাজ বিরূপাক্ষ শিরোমণি –

বাহির হইতে ডাকিতে ডাকিতে আলালের প্রবেশ।

আলাল। বাবা! বাবা! বাউলটাকে তাড়িয়ে দিলে?

শিরোমণি। হ্যাঁ—দিলুম। তোর তাতে কি?

আলাল। দুপুর বেলায় বেচারাকে ভিক্ষা না দিয়ে তাড়িয়ে দিলে! আচ্ছা, তোমার পয়সা খাবে কে?

শিরোমণি। যার বাড়িতে তোমার মতন ধম্মের ষাঁড় জিয়োনো রয়েছে, তার আবার খাবার লোকের অভাব?

আলাল। হুঁ। আচ্ছা, রোস! তোমার ব্যবস্থা হচ্ছে। কাঁদতে হবে ঝর্ ঝর্ করে, কাঁদতে হবে ভেউ ভেউ করে, কাঁদতে হবে—

শিরোমণি। খবরদার আলালে, মুখ সামলে কথা কইবি। আমার পয়সা, আমি যা খুসী তাই করবো, তাতে তোর কি? হতভাগা, বাপের সঙ্গে কথা কইতে শেখোনি?

আলাল। তা বাপকো বেটা হবে না তো তোমার ছেলে কি মধুকণ্ঠ হবে? ওসব কথা থাক। এখন যা জিজ্ঞাসা করছি, তার ঠিক ঠিক জবাব দাও। জায়গীরদারের মেয়ে সুজাতা আজ বাড়ি ফিরছে?

শিরোমণি। হ্যাঁ, ফিরছে। তাতে তোর কি?

আলাল। দরকার আছে। [উচ্চকণ্ঠে] মা! ও মা—

হাস্যমুখে বাতাসীর প্রবেশ।

বাতাসী। ডাকছিস আমায় আলু?

আলাল। হ্যাঁ। বাবা বলছে—জায়গীরদারের মেয়ে আজ আসছে। এইবার তুমি বলো।

বাতাসী। তা বাপু সেকথা বলতে ওর লজ্জা হবে না? হাজার হোক ছেলেমানুষ তো!

শিরোমণি। ছেলেমানুষ! লজ্জা! লজ্জা-সরম ওর আছে নাকি?

বাতাসী। সুজাতাকে কবে নাকি ও এক পলক দেখে ফেলেছিল; মেয়েটিকে নাকি ওর খুব পছন্দ হয়েছে। আমি বলি কি—ছেলের যখন বিয়ের বয়স হয়েছে, তখন দাও না জায়গীরদারের মেয়ের সঙ্গে বিয়েটা দিয়ে।

শিরোমণি। এ্যাঁ, বিয়ে! জায়গীরদারের মেয়ের সঙ্গে?

বাতাসী। কেন, বেশ তো মানাবে! এমন সোনার চাঁদ ছেলে আমার! তুমি একটু চেষ্টা করলেই—

শিরোমণি। থাম—থাম। বলি তোমরা কি মায়ে-পোয়ে আজ মরণ-বাড় বেড়েছ?

বাতাসী। আহা! দেখই না বলে-কয়ে। তুমি একটু চেপে-চুপে ধরলেই—

শিরোমণি। চেপে-চুপে ধরবো? তা বেশ! তবে চাপতে-চুপতে হবে না, এমনিতেই দেবে—একবার কোনরকমে কানে উঠলে হয়। তবে—বিয়ে নয়।

বাতাসী। ওমা! তবে আবার কি?

শিরোমণি। শূলে—শূলে। জ্যান্তে শূলে দেবে তোমার ওই গুণধরকে। তারপর—শূলসুদ্ধ গাঁথা লাশটাকে বাজনা-বাদ্যি করে বরযাত্রীর মতন সারা পরগণাটা ঘোরাবে। তোমাকে আমাকেও বাদ দেবে না। দেখ, রাজী আছ এ কুটুম্বিতেয়?

বাতাসী। চল এখান থেকে আলু! মিন্‌সের কাঁধে আজ শনি চেপেছে। মিথ্যে দাঁড়িয়ে আর শাপমন্যি কুড়োসনি বাবা, আয়—

আলাল। তুমি এগোও মা—আমি যাচ্ছি। আমার আরো একটা কথা আছে।

বাতাসী। তেমন তেমন বুঝলে আমায় ডাকিস বাবা! ওকে কিছু বিশ্বাস নেই। [প্রস্থান।

আলাল। বাবা! এ বিয়ে হবে না তাহলে? না হোক। মার ইচ্ছে হয়েছিল, তাই আমার নাম করে বলে গেল। যাক, এবার শোন। আমার কিছু টাকা চাই।

শিরোমণি। টাকা? আমায় কল্পতরু পেয়েছ? হবে না।

আলাল। দেবে না?

শিরোমণি। না—না—না, নেই। থাকলে তো দেবো?

আলাল। আচ্ছা—বেশ। দেখি তোমার পাপের পয়সার সদ্গতি করতে পারি কিনা।

[হন্ হন্ করিয়া প্রস্থান।

শিরোমণি। ওরে ও আলালে, ও বাবা! পিতৃহত্যে করিসনে বাবা! আমার বুকের পাঁজরগুলো এমনি ভেঙে দিসনে। ওরে ও আলালে, শোন—শোন।

[ডাকিতে ডাকিতে প্রস্থান।

চতুর্থ দৃশ্য।

পথ।

বিষাণ ও এনায়েতের প্রবেশ।

বিষাণ। টহলদার সৈন্যদল ঠিক সড়কের দু'পাশে মোতায়েন রাখা হয়েছে এনায়েৎ?

এনায়েৎ। আজ্ঞে হ্যাঁ কোতোয়াল সাহেব! জনাবজাদীর শিবিকার সঙ্গে অশ্বারোহী রক্ষীরা যা আসছে, তা ছাড়াও আমি পদাতিক রক্ষী কতকগুলো পাঠিয়েছি শিবিকার আগে আগে পাহারা দেবার জন্যে।

বিষাণ। তুমি বুদ্ধিমান, তোমাকে উপদেশ দেবার কিছু নেই। তবে সব সময় মনে রেখ এনায়েৎ, জনাবজাদীর সঙ্গে আছে বহুমূল্য হীরক অলঙ্কার ও প্রচুর স্বর্ণ নির্মিত আসবাবপত্র; রঘু ডাকাতের দলবল যে সংবাদ পায়নি তাও সঠিক বলা যায় না; সুতরাং ভয়েরও কারণ আছে।

এনায়েৎ। আপনি কিছু ভয় করবেন না কোতোয়াল সাহেব। যে ভাবে রক্ষী ব্যবস্থা করা আছে, তাতে ডাকাত তো তুচ্ছ, সুবাদার সাহেবের ফৌজরা আক্রমণ করলেও কিছু করতে পারবে না।

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। পাকড়ো—পাকড়ো!

বিষাণ। কি হলো?

এনায়েৎ। তাইতো, এত কোলাহল কেন?

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। ডাকুলোক হামলা কিয়া, ভাগো—ভাগো!

বিষাণ। যা ভেবেছি তাই হলো! এনায়েৎ, রক্ষীরা ভয় পেয়ে

পালাবার চেষ্টা করছে। যাও—যাও, তুমি ওদের ডাকাত দলের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে উৎসাহ দাওগে, আমি জনাবজাদীর শিবিকাপার্শ্বে চললাম।

[প্রস্থান।

এনায়েৎ। এতবড় সাহস হবে রঘু ডাকাতের—এ যে কল্পনা করতে পারিনি। যাই হোক, আজ জনাবজাদীর ইজ্জতের সঙ্গে বহুমূল্য অলঙ্কার-গুলো রক্ষা করতে হবে, আর সেই সঙ্গে বন্দী করতে হবে রঘু ডাকাত ও তার দলবলকে।

[প্রস্থান।

যুদ্ধ করিতে করিতে বিষাণ ও কালাচাঁদের প্রবেশ।

বিষাণ। কোথায় পালাবি দস্যুদল? আজ তোদের পাপলীলার অবসান হবে। জনাবজাদীর অলঙ্কার লুঠ করবার লোভে যে দুঃসাহসি-কতার পরিচয় দিয়েছিস, তার পুরস্কারস্বরূপ তোদের বন্দী হয়ে অন্ধকার কারাগারে যেতে হবে।

কালা। স্বাধীন রঘু ডাকাত আর তার দলবল অন্ধ কারার মাঝে যেতে চায়ও না, আর তাদের নিয়ে যেতে জায়গীরদার সাহেবের ফৌজরা তো তুচ্ছ, স্বয়ং সুবাদার সাহেবের ফৌজরাও পারবে না। এখনো বলছি কোতোয়াল, যদি প্রাণের মমতা থাকে তো ভালয় ভালয় তোমাদের জনাবজাদীর শিবিকা ছেড়ে ফৌজদের নিয়ে পালাও।

বিষাণ। পালাব, তবে এখন নয়, জীবিত বা মৃত তোকে নিয়ে দস্যুদলকে বন্দী করে। এইবার পরীক্ষা কর ঘৃণিত দস্যু, কোতোয়াল বিষাণের বাহুর শক্তি।

[উভয়ের যুদ্ধ, বিষাণের পরাজয় ও পলায়ন।

কালা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! শিকারী কুকুরের ভয়ে চতুর শিয়াল যেমন

পালায়, কোতোয়াল বিষাণ আস্ফালন করে এগিয়ে এসে, যুদ্ধে হেরে ঠিক তেমনি পালাচ্ছে।

নেপথ্যে বহুকণ্ঠে। বহুত জবর ডাকু, ভাগো—ভাগো!

কালা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ওই আমার শক্তিমান ভাইদের অস্ত্রমুখে জায়গীরদারের ফৌজরা আহত হয়ে প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। হাঃ-হাঃ-হাঃ! এইবার কাম ফতে হবে।

এনায়েতের পুনঃ প্রবেশ।

এনায়েৎ। এত সহজে কাম ফতে হবে না দস্যু!

কালা। কে? ও, কোতোয়াল বিষাণের ডানহাত এনায়েৎ খাঁ?

এনায়েৎ। তাহলে এনায়েতকে চিনিস হীন দস্যু?

কালা। বিলক্ষণ! তোমাদের চিনবো না মহাপুরুষ? তোমরা শোষক জায়গীরদার ত্রিবিক্রম রায়ের পাপলীলার সহচর, তোমাদের না চিনে রাখলে রঘু ডাকাতের বিরাট অভিযান সফল হবে কেন?

এনায়েৎ। রঘু ডাকাত? তাহলে তুই ডাকাত রঘু?

কালা। শুধু আমি নই, আমাদের নবীন কর্মীরা সকলেই ডাকাত রঘু। শাসক-পীড়নে আজ দেশের লোক অতিষ্ঠ, তাই বাংলার ঘরে ঘরে তৈরী হয়েছে শোষকদমনকারী ডাকাত রঘু। এমনি করেই ডাকাত রঘু ধনতান্ত্রিক শোষণ-নীতির উচ্ছেদ করে গণতান্ত্রিক নীতির প্রবর্তন করবে দেশের বুকে।

এনায়েৎ। হীন রঘু ডাকাত, তবে ধর তোর ডাকাতি করার পুরস্কার।

[উভয়ে যুদ্ধ করিতে করিতে প্রস্থান।

অলঙ্কারের পেটিকাহস্তে সুজাতার প্রবেশ।

সুজাতা। আমাদের কাপুরুষ রক্ষীরা দস্যুদলের সামনে দাঁড়াতে না পেরে প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। এখনি আমার শিবিকা লুঠ করবে দস্যুদল। তাইতো, কোথা যাই? কোথায় গিয়ে আত্মগোপন করে এই বহুমূল্য রত্নালঙ্কার সহ আমার মর্যাদা রক্ষা করবো?

কালাচাঁদের পুনঃ প্রবেশ।

কালা। ডাকাতের আড্ডায় গিয়ে।

সুজাতা। কে—কে? [সভয়ে একপার্শ্বে দণ্ডায়মান]

কালা। ডাকাত।

সুজাতা। ডাকাত! তাহলে তুমিই বুঝি রঘু ডাকাত?

কালা। হ্যাঁ জায়গীরদার-দুলালি! সংবাদ পেলাম বহুমূল্য রত্নালঙ্কার নিয়ে তুমি মাতুলালয় থেকে বাড়ি ফিরছো, তাই দলবল নিয়ে তোমার বাবার রক্ষীদের সঙ্গে এক-আধটু যুদ্ধ করতে হলো। যাক, ওরা ঘা খেয়ে শিয়ালের মত ল্যাজ তুলে পালিয়েছে। এইবার তুমি সুড় সুড় করে রত্নালঙ্কারের পেটিকাটি আমার হাতে দিয়ে দাও দেখি!

সুজাতা। না—না, আমি দেবো না। কেন দেবো? এ রত্নালঙ্কার আমার।

কালা। মিথ্যা কথা। তোমার বাবা ঠিক আমাদেরই মত সাধারণ দেশবাসীদের বুকের রক্ত শোষণ করে ওই রত্নালঙ্কার তৈরী করিয়েছে। ওগুলোতে তোমার চেয়ে দেশের দীন-দরিদ্রের দাবীই বেশী; সুতরাং যাদের জিনিস তাদের দিয়ে দাও।

সুজাতা। কখনই নয়। এমনি করেই তোমরা সাধারণ প্রজাদের অর্থ আর রত্নালঙ্কার লুঠ করে নিজেদের পাপপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করছ।

কালা। ভুল—ভুল জায়গীরদার-নন্দিনি। আমরা সাধারণ দরিদ্র প্রজাদের ধন-সম্পদ লুঠ করি না। লুঠ করি তাদের ধনরত্ন, যারা দরিদ্র শ্রমিকদের পশুর মত খাটিয়ে পর্যাপ্ত পারিশ্রমিক না দিয়ে টাকার পাহাড়ে বসে আছে। যাক ওকথা, এখন সহজে রত্নালঙ্কারের পেটিকাটি দেবে, না জোর করে কেড়ে নিতে হবে?

সুজাতা। জোর করে কেড়ে নেবে?

কালা। নিশ্চয়। তুমি যদি লক্ষ্মীমেয়ের মত পেটিকাটি আমার হাতে তুলে দাও, তাহলে আর কোন অমর্যাদা করবো না তোমার। কিন্তু না দিলে—

সুজাতা। আমার গায়ে হাত দিতেও কুণ্ঠিত হবে না। না—না, অতখানি অত্যাচার সইতে পারবো না, এই নাও। [পেটিকা দিল]

কালা। এই তো, দিব্যি ভালয় ভালয় দিয়ে দিলে। এইবার চল।

সুজাতা। কোথায়?

কালা। ডাকাতের আড্ডায়।

সুজাতা। সেকি!

কালা। অলঙ্কার দেবার আগে তুমি যে কথা বলেছ, তা শোনার পর আর আমি তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি না।

সুজাতা। তাহলে আমাকে—

কালা। ডাকাতের আড্ডায় নিয়ে যাবই।

সুজাতা। না—না, আমি যাব না।

কালা। যেতে তোমাকে হবেই। ডাকাতির অর্থে আমরা যে

কি করি, তার প্রমাণ দিতে তোমাকে আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।

সুজাতা। [সভয়ে] রঘু ডাকাত!

কালা। ভয় নেই জায়গীরদার-নন্দিনি! রঘু ডাকাত ধনী সম্প্রদায়ের ওপর ডাকাতি করে সত্য, কিন্তু নারীর মর্যাদা নষ্ট করে না।

সুজাতা। সত্য?

কালা। সত্য—সত্য, চন্দ্র-সূর্যের মত সত্য। দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় রঘু ডাকাত আত্মোৎসর্গ করেছে, মা-বোনের যোগ্য সম্মান দিতে সে জানে। এস আমার সঙ্গে, কোন ভয় নেই।

[সুজাতা সহ প্রস্থান।

পঞ্চম দৃশ্য।

রঘু ডাকাতের গুপ্ত আস্তানা।

কেরামৎ ও কাজলীর প্রবেশ।

কাজলী। ওরা এখনো ফেরেনি চাচা?

কেরামৎ। না বেটি! তুই আবার কেন এখানে ছুটে এলি?

কাজলী। ঘরে থাকতে পারলাম না চাচা! তোমরা বেরুবে প্রাণান্তকর অভিযানে—আর তোমারই মা-বোন হয়ে আমরা কি পারি চুপ করে নির্ভাবনায় ঘরে বসে থাকতে? আচ্ছা চাচা, আজকের এই অভিযানে দাদার কোন বিপদের ভয় নেই তো?

গীতকণ্ঠে উদ্ধবের প্রবেশ।

উদ্ধব :— গীত।

নাহি ভয়, হবে জয়! জয় হবে—আমাদের হবে জয়।
মরণের মাঝে জীবনের জয়গান ধ্বনিয়া উঠিছে দেশময়।
ধনী-পদচাপে হইয়া দলিত,
যুগে যুগে হয়েছি লাঞ্ছিত,
কশার আঘাতে উঠেছি জাগিয়া শোষক-শ্রেণীর করিতে লয়।

[প্রস্থান।

কাজলী। সত্যই কি চাচা, আমাদের অভিযান সার্থক হবে? ধনীর দর্প চূর্ণ করে নির্ভাবনায় দাদা ঘরে ফিরে আসবে?

কেরামৎ। অবশ্যই আসবে। তবে—

কাজলী। থামলে কেন চাচা? বল, ভয়ের কিছু নেই তো?

কেরামৎ। এই অনিশ্চিত কথাটার ওপর জোর দিয়ে কিছু বলতে পারবো না বেটি! বিপদ আছে। তবে জায়গীরদারের ফৌজ জান কবুল করে লড়াই করবে।

কাজলী। যদি আমার দাদা আর—ওঃ, কি হবে তাহলে?

কেরামৎ। ভয় কি বেটি! যদি তাই হয়—দুঃখ কি? সেপাইয়ের পক্ষে এর চেয়ে বড় ইজ্জৎ আর কি আছে? কালাচাঁদ আর না ফেরে, দুঃখ আমাদেরও কারো কম হবে না বেটি। তবু কাঁদবো না আমরা, আনন্দ করবো—উৎসব করবো। আর সেই কালাচাঁদের বোন হয়ে—আমার মা হয়ে তুই কাঁদছিস?

কাজলী। না, কাঁদবো না। চোখে জল এলে তপ্ত দীর্ঘশ্বাসে তাকে শুকিয়ে মরুভূমি করে তুলবো। কিন্তু একটা কথা চাচা!

কেরামৎ। কি বেটি?

কাজলী। রক্তেই রক্তের শোধ নেওয়া কি সম্ভব? মানুষ কি মানুষকে কোনদিন ভালবাসতে শিখবে না?

কেরামৎ। এ বড় শক্ত সওয়াল। আমি মুখ্যু গেঁয়ো লেঠেলসর্দার। এ কথার জবাব কি দেবো বেটি! আমরা জানি, জুলুমের বদলা হলো জুলুম। তাও আমরা কতটুকু জুলুম করেছি বেটি—কতটুকু পারি? কলজের খুন আমাদের শুধু আফশোষে ফুটতে থাকে টগবগ করে। তুই বল তো বেটি, রাজা বলে—খোদার দূত বলে আমরা যাদের ভেট দেবো—পূজো করবো, সেই তারাই কিনা পিষে মারবে আমাদের জুতোর তলায়? কেন—কেন?

কাজলী। থামো চাচা! আর নয়, তুমি ভীষণ রেগে গেছ। তোমার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

কেরামৎ। না-না, রাগ নয় বেটি! আফশোষ—আফশোষ। পীরের রোষে ক্ষেতে ফসল হবে না—সেকি আমাদের দোষ? রাজার রংমহালে চলবে সুরা-সাকির হুল্লোড়—টাকা জোগাতে হবে আমাদের? কত বলবো বেটি! দিনের পর দিন—বছরের পর বছর—যুগের পর যুগ চলে আসছে গরীবের ওপর রাজার এই অত্যাচার।

কাজলী। জায়গীরদার কি এসব জেনেও কিছু করেন না?

কেরামৎ। হয়তো সে জানে না এসব। দুনিয়ায় একমাত্র টাকা ছাড়া সে আর কিছু চায় না। আর এই টাকা তাকে জোগাচ্ছে যারা, সেইসব জানোয়ারের দল—জায়গীরদারকে হাতের মুঠোয় পুরে যা-খুসী করে চলেছে। এই অত্যাচারের পিছনে হয়তো জায়গীরদারের সত্যিকার কোন দোষ নেই; তবু দায়ী তো তাকেই হতে হবে।

কাজলী। হয়তো তোমাদের কথাই সত্যি, তবু তোমাদের এই

রক্তক্ষয়ী অভিযানকে মেনে নিতে মন চায় না চাচা! কিন্তু দাদা এখনো ফিরছে না কেন? রঘুদাই বা কোথায় গেল?

রঘুর প্রবেশ।

রঘু। রঘুর সাধ্য কি—কাজলী দেবী স্মরণ করলে সে না এসে থাকতে পারে! এখন কি হুকুম?

কাজলী। আহা-হা, কত যেন আমার হুকুম মেনে চলেন ওঁরা! লোক দেখিয়ে নাম করা হচ্ছে। কাউকে চিনতে আর আমার বাকি নেই।

রঘু। হাঃ-হাঃ-হাঃ! শুনেছো সর্দার! কাজলী আমাদের সবাইকে চিনে ফেলেছে। খুব হুঁসিয়ার থেকো ওর কাছে।

কেরামৎ। কালাচাঁদের দেরী দেখে কাজলী বেটি বড় উতলা হয়ে উঠেছে, তাই ওকে বোঝাচ্ছিলাম।

রঘু। ভাল করনি সর্দার! ওকে আবার এর মধ্যে টেনে এনে কেন খামকা ভয় দেখানো?

কাজলী। তোমাদের নিয়ে যার নিত্য-দিনের ঘরকন্না, তার ভয় থাকে নাকি? কিন্তু রঘুদা, তোমাদের যুক্তিকে আমি কিছুতেই মানতে পারি না; এ ছাড়া তোমাদের আর কি কোন পথ নেই?

রঘু। বোঝবার চেষ্টাও করো না কাজলি! তোমরা সৃষ্টি করবে, পালন করবে, গড়ে তুলবে ভাঙা স্তূপের ওপর নতুন ইমারত—সুখের নীড়। এ পথে যেন তোমাদের এগিয়ে আসতে না হয়। যত কিছু অন্যায় অত্যাচার অবিচার—সব আমাদের ওপর দিয়ে যাক—তোমাদের যেন তার তপ্ত স্পর্শ অনুভব করতে না হয়; তোমরা সুখী হও—সুখী হও!

কাজলী। তোমাদের নিয়েই তো আমাদের নীড় বাঁধা। তোমাদের সুখী আর খুসী করতে না পারলে আমরা হই কি করে রঘুদা?

রঘু। এই অনাগত সুখ যুগের সাধনাতেই যে আমাদের এই "রক্ত তপস্যা" কাজলি! মানুষই গড়ে তুলেছে যুগ যুগ ধরে তিলে তিলে পাপের পাহাড়। আজ সেই পাহাড় মানুষেরই ওপর ভেঙে ভেঙে পড়ছে। যাচ্ছে—যাবে—কিছু থাকবে না। তারপর—আবার একদিন জাগবে নতুন মানুষ—নতুন সৃষ্টি। সেইদিন হয়তো মানুষ আবার ফিরে পাবে শান্তি—কল্যাণ—তৃপ্তি। আর সেই নতুন প্রভাতের উদ্দেশ্যেই তো আমাদের এই রাত্রির তপস্যা কাজলি!

কেরামৎ। কেয়াবাৎ রঘুভাই! এই কথাটা এতক্ষণ আমি কাজলী বেটিকে কিছুতেই বোঝাতে পারছিলাম না।

কাজলী। অনাগত সুখের দিনের জন্যে এ সাধনায় তোমরা কি পেলে? শুধু দুঃখ কষ্ট আর অত্যাচার।

রঘু। এতবড় পাওয়ার দাম আমাদের দিতে হবে না কাজলী? সুখী হতে হলে—আনন্দ পেতে হলে, সবাইকেই হতে হবে দুঃখজয়ী, মরণজয়ী।

[নেপথ্যে তূর্যধ্বনি]

কেরামৎ। ওই ফিরে এসেছে কালাচাঁদ।

কাজলী। দাদা ফিরে এসেছে? কোথায়?

রঘু। উতলা হয়ো না কাজলী। যথাসময়েই তার দেখা পাবে। সর্দার, একে অন্যত্র নিয়ে যাও; আর কালাচাঁদকে পাঠিয়ে দাও আমার কাছে। [কেরামৎ ও কাজলীর প্রস্থান।] ওই তূর্যধ্বনিই জানিয়ে দিলে সাফল্যের ইঙ্গিত। দ্বিতীয় বোড়ের কিস্তি তাহলে মাৎ।

পেটিকাহস্তে শোণিতাক্ত কলেবরে কালাচাঁদের প্রবেশ।

রঘু। এই যে কালাচাঁদ! এসো বন্ধু! কাম ফতে?

কালা। ফতে বন্ধু—ফতে। কালাচাঁদ কি জান কাবুল করে কাজ হাতে নেয়নি?

রঘু। কিন্তু—তুমি যে আহত।

কালা। হাসালে বন্ধু, হাসালে। বাঘ না হোক, বাঘিনীকে নিয়ে লড়াই, একটু আধটু আঁচড়-কামড়ের দাগ থাকবে না? আঘাত নয় রঘুভাই, এ আমার জয়টীকা। নাও—ধরো। [অলঙ্কার-পেটিকা প্রদান]

রঘু। সাবাস কালাচাঁদ, সাবাস! অপূর্ব তোমার রণকৌশল! তুমি বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ; যাও, বিশ্রাম করগে।

কালা। বিশ্রাম? কিন্তু লুঠ করে যে আরো একটা মহারত্ন এনেছি বন্ধু! তার কি হবে?

রঘু। আবার কি মহারত্ন এনেছ কালাচাঁদ?

কালা। শুধু রত্নালঙ্কারই নয়, তার অধিকারিণীকেও সঙ্গে এনেছি।

রঘু। অর্থাৎ জায়গীরদারের মেয়েকে?

কালা। হ্যাঁ রঘু। মুক্তিপণস্বরূপ জায়গীরদারের কাছ থেকে মোটা অর্থ আদায় করা যাবে। এক ঢিলে দুই পাখী। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

রঘু। [তীক্ষ্ণকণ্ঠে] কালাচাঁদ!

কালা। কি হলো বন্ধু?

রঘু। একি করলে তুমি? ছিঃ-ছিঃ!

কালা। কেন রঘুভাই?

রঘু। তুমি কি জানো না কালাচাঁদ, নারীর প্রতি কোন অবিচার

অত্যাচারকে আমি ঘৃণা করি? আর তুমি আমার দক্ষিণ হস্ত হয়ে একটা ষোড়শী অবলাকে বন্দিনী করে আনলে কি করে?

কালা। যুদ্ধে ন্যায়নীতিজ্ঞান সব সময় চলে না।

রঘু। অন্তত আমার কাছে চলে। আর চলবেও। অত্যন্ত অন্যায় করেছ তুমি।

কালা। কিন্তু সে শত্রুকন্যা।

রঘু। সে অপরাধ তার নয় কোথায় রেখেছ তাকে?

কালা। গুমোট ঘরে।

রঘু। করেছ কি, একজন নিরপরাধিনীকে ওই অন্ধকার পাথরের ঘরে আবদ্ধ করে রেখেছ? কালাচাঁদ! ভাবতে পার, আজ যদি কাজলীকে কেউ এভাবে বন্দিনী করে রাখতো— তাহলে তোমার মনের অবস্থা কি হতো?

কালা। তখন বুঝতে পারিনি রঘু! সত্যিই আমার অনুশোচনার সীমা নেই। আমায় ক্ষমা কর বন্ধু! হয়তো এমনটা আমি করতাম না। কিন্তু সে নিজেই আমায় উত্তেজিত করে তুললে। তাই নিজেকে আমি তার কাছে 'রঘু ডাকাত' বলে পরিচয় দিয়েছি।

রঘু। কারণ?

কালা। অলঙ্কার দাবী করায় গর্বোদ্ধত স্বরে সে আমাকে জিজ্ঞাসা করলে—"তোমাদের সর্দার কোথায়? তারই সঙ্গে আমি শুধু বোঝাপড়া করবো।" তাই—

রঘু। হুঁ! রঘু ডাকাতের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চায়। উত্তম প্রস্তাব। কালাচাঁদ! শোন—[কানে কানে বলিল] কেমন?

কালা। বাহবা বন্ধু—বাহবা! বলিহারি বুদ্ধি তোমার।

[প্রস্থান।

রঘু। এ ছাড়া আর আমাদের ইজ্জত রক্ষা করে তাকে মুক্তি দেবার অন্য কোন উপায় নেই।

[প্রস্থান।

সুজাতার হস্ত ধরিয়া টানিতে টানিতে কালাচাঁদের প্রবেশ।

সুজাতা। ছাড়—ছাড়, আমায় ছেড়ে দে লম্পট!

কালা। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ছাড়বো? বল কি সুন্দরি! ছিঃ, রাগ করতে কি আছে? তোমায় আমি মাথায় করে রাখবো। আর তোমার মুক্তিপণস্বরূপ তোমার বাবার কাছ থেকে আদায় করবো হাজার হাজার মোহর।

সুজাতা। ভেবেছিস, এখানে তোর ইচ্ছামত বন্দিনী হয়ে থাকবো আমি? তার চেয়ে আত্মহত্যা করে এ যন্ত্রণার শেষ করবো। শোন দুরাত্মা! শেষবার বলছি—নিজের ভাল চাস তো এখনও আমায় ছেড়ে দে।

কালা। জীবন্তে রঘু ডাকাতের কবল থেকে মুক্তি তুমি পাবে না সুন্দরি!

ছদ্মবেশে উন্মুক্ত তরবারিহস্তে রঘুর প্রবেশ।

রঘু। মুক্তি তোমায় দিতেই হবে শয়তান!

কালা। কে! কে তুমি?

রঘু। পরিচয়ে প্রয়োজন নেই, ওঁকে মুক্তি দাও।

কালা। মুক্তি দেবো? হাঃ-হাঃ-হাঃ! সাধ্য থাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাও এই বীরভোগ্যা সুন্দরীশ্রেষ্ঠাকে।

রঘু। উত্তম! তাই হোক। [উভয়ের যুদ্ধ, কালাচাঁদের পলায়ন।]

দেবি! মুক্ত আপনি। আসুন, যত শীঘ্র সম্ভব এই পাপপুরী ত্যাগ করতে হবে।

সুজাতা। কি বলে আপনাকে ধন্যবাদ জানাবো তার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিনে। কে আপনি?

রঘু। আমি? আমার নাম সুন্দর। কিন্তু আর দেরী নয়। শীঘ্র চলে আসুন।

সুজাতা। চলুন। কিন্তু আপনি কেমন করে আমার সন্ধান পেলেন, কি করেই বা প্রবেশ করলেন এই পাপপুরীতে?

রঘু। সময় নেই দেবি! সেকথা পরে শুনলেও চলবে; শুধু জেনে রাখুন, একটু আগে পর্যন্ত আমি ওই দুরাত্মার অনুচর ছিলাম, তখন ওকে ভাল করে চিনতে পারিনি। যাক; এখানে অপেক্ষা করা আর যুক্তিসঙ্গত নয়। হয়তো পাপিষ্ঠ তার দলবল নিয়ে এখুনি এসে পড়তে পারে। আসুন দেবি!

[সুজাতা সহ প্রস্থান।

ষষ্ঠ দৃশ্য।

জায়গীরদারের প্রাসাদ।

ত্রিবিক্রম ও শিরোমণি প্রবেশ।

শিরোমণি। আনন্দ—আনন্দ হুজুর, আজ শুধুই আনন্দ করুন।

ত্রিবিক্রম। সুজাতা আগে ফিরে আসুক শিরোমণি!

শিরোমণি। আ-হা-হা! সেজন্যে কিছু ভাববেন না হুজুর! মা আমার এই এলেন বলে। আর্জি মঞ্জুর তাহলে?

ত্রিবিক্রম। মঞ্জুর।

শিরোমণি। হুজুরের জয়জয়কার হোক। আমি নিষ্ঠাবান সাত্বিক ব্রাহ্মণ, প্রাণ খুলে আশীর্বাদ করছি—

রক্তাক্তদেহে এনায়েতের প্রবেশ।

এনায়েৎ। জনাব! জনাব! সর্বনাশ হয়েছে জনাব!

ত্রিবিক্রম। কি? কি হয়েছে? একি! তোমার সর্বাঙ্গ ক্ষত-বিক্ষত কেন?

এনায়েৎ। জনাব! ও-হো-হো-হো!

ত্রিবিক্রম। আঃ! মিছে দেরী করো না। কি হয়েছে বল। সুজাতা—

এনায়েৎ। রঘু ডাকাত তাঁকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে।

ত্রিবিক্রম। কি? সুজাতাকে ডাকাতে নিয়ে গেছে!

শিরোমণি। [স্বগত] মরেছে। বিপদভঞ্জন মধুসূদন! রক্ষা কর। জানি, ও আমি আগে থেকেই জানি যে, আজ একটা কাণ্ড না হয়ে আর

যায় না ; বেরুবার সময় অত বাগড়া কি বৃথা যাবে ? কাঁচা মাথাটা আজ ভালয় ভালয় ফিরলে বাঁচি।

ত্রিবিক্রম। সুজাতাকে কেড়ে নিয়ে গেল! এত সাহস তার ? তোমরা কি করছিলে ?

এনায়েৎ। জনাবজাদীর জন্তে জান কবুল করেছিলাম জনাব। কিন্তু রঘু ডাকাত যেন ভেল্কি লাগিয়ে দিলে। ভাল করে বুঝতে পর্যন্ত দিলে না।

ত্রিবিক্রম। মূর্খ। বিষাণ কোথায় ?

এনায়েৎ। জানি না। যুদ্ধক্ষেত্রেও তাঁকে দেখিনি।

ত্রিবিক্রম। যাও, যেখান থেকে পার তাকে এখনি খুঁজে নিয়ে এসো। যাও—

এনায়েৎ। যো হুকুম জনাব। সেলাম—

ত্রিবিক্রম। অপদার্থ কর্মচারীর শুষ্ক সেলামে আমার কোন প্রয়োজন নেই। লজ্জা হলো না তোমার পৃষ্ঠে ক্ষত নিয়ে ফিরে আসতে ?

এনায়েৎ। বিশ্বাস করুন জনাব, প্রাণের ভয়ে এনায়েৎ খাঁ জায়গীদারজাদীকে ডাকাতের হাতে তুলে দিয়ে ফিরে আসেনি। আমার এই রক্তাক্ত দেহ জবানের সাক্ষী। হয়তো ফিরেও আসতাম না। শুধু আহত ঘোড়াটা আমায় গভীর খাদে পড়ে গেল। একা আমি, অশ্বারোহী ডাকাতের পিছু নিতে পারলাম না। আফশোষ—হাজারো আফশোষ।

ত্রিবিক্রম। যথেষ্ট হয়েছে। আর আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিও না। যাও, যেখান থেকে হোক বিষাণকে খুঁজে নিয়ে এসো। আরো শুনে যাও, রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই সুজাতাকে ফিরিয়ে আনা চাই। নইলে আমার পিস্তলের গুলীর মুখে কারো নিস্তার নেই। যাও—

এনায়েৎ। বহুত আচ্ছা জনাব!

[প্রস্থান।

ত্রিবিক্রম। অপদার্থ—অকর্মণ্য সব। হাজার হাজার সেপাই-কোতোয়ালের পাহারা থেকে আমার নিজের এলাকার মধ্যে আমারই মেয়েটাকে লুটে নিয়ে গেল? ছি:-ছি:! এ অপমান—এ লজ্জা—

শিরোমণি। হুজুর! অত উতলা হবেন না। শান্ত হোন।

ত্রিবিক্রম। থামো শিরোমণি! ওঃ, আমার ইজ্জৎ সম্ভ্রম উঁচু মাথা সব একটা মুহূর্তেই মিশিয়ে গেল।

শিরোমণি। [স্বগত] হলো পাঁচ-পো এবার। ওর মান-ইজ্জৎ ধুলোয় যা গড়াবার তা তো গড়িয়েছে, এবার আমার কাঁচা মাথাটা ধড়ছাড়া হয়ে ধুলোয় পড়ে ধড়ফড় না করে! মানে মানে সরে পড়ি বাবা! [প্রকাশ্যে] হুজুর! তাহলে আমি এখন—

ত্রিবিক্রম। হ্যাঁ, এসো।

শিরোমণি। এখুনি বাড়ি গিয়েই—আমি বিপত্তারণ নারায়ণের কাছে সুজাতা-মার মঙ্গলকামনায় ধন্না দিয়ে পড়ছি। আসি হুজুর! প্রণাম।

[প্রস্থান।

ত্রিবিক্রম। ওঃ, এত সাহস? আমি জাগগীরদার ত্রিবিক্রম রায়, আমার একমাত্র কন্যা সুজাতা—আমার চোখের মণি, আঁধার ঘরের হাজার বাতির রংমশাল, সেই সুজাতাকে—ওঃ! কি করি, কি করি? [পদচারণা করিতে লাগিল]

ব্যস্তভাবে সুনীতির প্রবেশ।

সুনীতি। স্বামি! একি শুনছি, আমার সুজাতাকে নাকি ডাকাতে

পথ থেকে কেড়ে নিয়ে গেছে? চুপ করে থেকো না। বল—একথা সত্য নয়।

ত্রিবিক্রম। তুমি সত্য সংবাদই পেয়েছ সুনীতি!

সুনীতি। সত্য! তুমি—তুমি বলছো কী? একথা উচ্চারণ করতে তোমার দ্বিধা হচ্ছে না?

ত্রিবিক্রম। তুমি বুঝবে না সুনীতি, এ আমার কতবড় পরাজয়!

সুনীতি। তবু তুমি এখনো নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে আছো? তুমি না শাসক? তুমি না জায়গীরদার? তোমার কন্যা হলো লুণ্ঠিতা, আর তুমি এখনো সুরা আর নর্তকী নিয়ে—

ত্রিবিক্রম। থামো—থামো সুনীতি, আমায় একটু ভাবতে দাও। আর মিনতি করছি, তুমি এখন অন্তঃপুরে যাও। এ রংমহাল, অন্তঃপুরিকার যোগ্যস্থান এ নয়।

সুনীতি। এখনও সম্ভ্রমের প্রশ্ন? না-না, কোন কথা আমি শুনবো না; সুজাতাকে আমার চাই, সুজাতাকে আমার কাছে এনে দাও।

ত্রিবিক্রম। শান্ত হও সুনীতি। সুজাতা কি শুধু তোমার একারই কন্যা? আমার কি কেউ নয়?

সুনীতি। না, কেউ নয়। তোমার কন্যা হলে এইভাবে তুমি বসে থাকতে পারতে না। তুমি বিচারপতি, আমি তোমারই কাছে তোমারই বিরুদ্ধে আমার কন্যা-হরণের নালিশ করছি। বিচার করো।

ত্রিবিক্রম। হ্যাঁ, বিচার করবো। তবে এখন তুমি অন্তঃপুরে যাও।

সুনীতি। যাচ্ছি। কিন্তু শোন স্বামি, সুজাতাকে যদি আমি ফিরে না পাই, কাউকে আমি ক্ষমা করবো না। তোমাকেও না।

[প্রস্থান।

ত্রিবিক্রম। রঘু ডাকাত—রঘু ডাকাত। এমন শাস্তি আমি তাকে দেবো, যা স্মরণ করে কোনও উদ্ধত প্রজা আর কোনদিন জায়গীরদারের বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহস করবে না।

সুজাতা সহ ছদ্মবেশী রঘুর প্রবেশ।

সুজাতা। বাবা! বাবা! [জড়াইয়া ধরিল]

ত্রিবিক্রম। সুজাতা! মা আমার, ফিরে এসেছিস? ডাকাতটা তোকে ছেড়ে দিলে?

সুজাতা। না বাবা, ছেড়ে তারা দেয়নি। ইনিই নিজের জীবন বিপন্ন করে আমাকে উদ্ধার করে এনেছেন।

ত্রিবিক্রম। ইনি কে মা? এঁকে তো চিনি না।

রঘু। চেনা সম্ভবও নয়। আমি আপনার সামান্য একজন প্রজা।

ত্রিবিক্রম। তোমার নাম?

রঘু। সুন্দর।

সুজাতা। অদ্ভুত এঁর সাহস বাবা! তেমনি শৌর্য আর অসিচালনা।

রঘু। আমাকে অযথা লজ্জা দিচ্ছেন সুজাতা দেবী। আমার মত কত শত তাঁবেদার হয়তো জনাবের ফৌজে রয়েছে।

ত্রিবিক্রম। তা যদি থাকতো যুবক, তাহলে সেই ঘৃণ্য ডাকাতটার সাধ্য হতো না, আমার এলাকা থেকে আজ আমারই কন্যাকে হরণ করবার। তুমি আমার মুখরক্ষা করেছ, আমার হৃতসম্ভ্রম আবার ফিরিয়ে এনেছ। কি দিয়ে তোমার ঋণ শোধ করবো ভেবে পাচ্ছি না।

রঘু। জনাবের মনোরঞ্জনই আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। আর যা

আমি করেছি, সে তো প্রত্যেক মানুষেরই কর্তব্য। এখন আসি জনাব!

ত্রিবিক্রম। এরই মধ্যে যাবে? না-না, তোমায় আমি পুরস্কার দেবো। ধর যুবক আমার এই অঙ্গুরীয়। [অঙ্গুরীয় দানোদ্যত]

রঘু। মার্জনা করবেন জনাব! সুজাতা দেবীর জীবনরক্ষার জন্যে আপনার শুভেচ্ছা ছাড়া আর কোন পুরস্কার আমি গ্রহণ করতে পারবো না। আসি জনাব! আসি সুজাতা দেবি!

সুজাতা। মার সঙ্গে দেখা করবেন না?

রঘু। আর একদিন তাঁকে দর্শন করে ধন্য হবো। তাঁকে আমার প্রণাম দেবেন।

ত্রিবিক্রম। তোমার শৌর্য আর গুণে আমি মুগ্ধ যুবক! ভবিষ্যতে কোনদিন কোনও প্রয়োজন হলে দেখা করো—তোমার জন্যে এ প্রাসাদের দ্বার থাকবে চির-উন্মুক্ত।

রঘু। জনাব মহানুভব। দেখা আমাদের আবার হবে জনাব! তখন আমাকে চিনতে পারলে, আমি নিজেকে ধন্য মনে করবো। [প্রস্থানোদ্যত]

সুজাতা। শুনুন। [জনান্তিকে] কবে আসবেন আবার?

রঘু। আবার কেন দেবি! পথের পরিচয় পথের ধুলোয় মিশে যাক।

সুজাতা। না, আসতেই হবে। কথা দিন।

রঘু। কথা? বেশ, দিলাম।

সুজাতা। কাল?

রঘু। তাই হবে দেবী! বিদায়! সেলাম জনাব!

[প্রস্থান।

সুজাতা। [রঘুর গমনপথের দিকে চাহিয়া রহিল]

ত্রিবিক্রম। সুজাতা!

সুজাতা। [তন্দ্রাহতভাবে] এ্যাঁ! আমায় কিছু বলছো বাবা?

ত্রিবিক্রম। তোমার মার সঙ্গে দেখা করবে না?

সুজাতা। হাঁ, এই যাচ্ছি বাবা! [প্রস্থানোদ্যতা হইয়া স্বগত] বেশ লোক কিন্তু—

[প্রস্থান।

ত্রিবিক্রম। যাক, একটা বিষয়ে নিশ্চিন্ত। এইবার—এইবার সেই রঘু ডাকাতকে আমার চাই। তার স্পর্ধার যোগ্য প্রতিদান না দিলে, আমার এ জ্বালার উপশম হবে না।

এনায়েৎ ও বিষাণের প্রবেশ।

ত্রিবিক্রম। এই যে, কোথায় ছিলে তুমি?

বিষাণ। জায়গীরদারের খিদমতেই যার জীবন উৎসর্গ, তাকে বৃথা ও প্রশ্ন কেন জনাব?

ত্রিবিক্রম। চমৎকার তোমার খিদমৎগিরি! যে গুরুদায়িত্ব তোমার ওপর দিলাম, তা উপেক্ষা করে তুমি রইলে বিষয়ান্তরে মত্ত। আর তোমাদেরই অমনোযোগিতার ফলে আমার কন্যা হলো দস্যু-কবলিত। চমৎকার তোমার দায়িত্ব-জ্ঞান! ছিঃ—কোথাকার কে এক অজ্ঞাতনামা যুবক আজ রক্ষা করলে আমার ইজ্জৎ।

বিষাণ। যে যুবকের প্রশংসায় জনাব এখন পঞ্চমুখ, প্রকৃতপক্ষে সে আমারই নিযুক্ত ছদ্মবেশী সৈনিক।

ত্রিবিক্রম। তোমার নিয়োজিত সৈনিক?

বিষাণ। বিশ্বাস করা অসম্ভবই বটে। তবু সে আমারই লোক।

আগেই আমি এই বিপদের অনুমান করে সব ব্যবস্থাই করে রেখে-ছিলাম।

ত্রিবিক্রম। বিষাণ! তোমায় আমি ভুল বুঝেছিলাম, কিন্তু সেই রঘু ডাকাত কোথায়? তাকে এখনো গ্রেপ্তার করনি?

বিষাণ। আপনি বিশ্রাম করুন জনাব। শীঘ্রই সে দস্যুকে গ্রেপ্তার করতে পারবো। আমি আর এনায়েৎ খাঁ সেই আয়োজনই করছি।

ত্রিবিক্রম। হ্যাঁ, তাকে আমার চাই। জীবন্তে না হোক, তার মৃতদেহটা আমি দেখতে চাই। আমার পূর্ণ ক্ষমতা তোমায় দেওয়া রইল বিষাণ! কাল প্রাতে যেন তার বন্দি-সংবাদে আমার নিদ্রাভঙ্গ হয়।

[প্রস্থান।

এনায়েৎ। তারপর?

বিষাণ। ভাবছি—হিন্দু-মুসলমান সবাই ওকে ভালবাসে, দেবতার মত ভক্তি করে। ওর বিরুদ্ধে একটি কথাও কেউ বলতে চায় না। কোন উপায়ে যদি ওই ডাকাতটার দলে ভাঙন ধরানো যেতো—

এনায়েৎ। সাম্প্রদায়িকতার বিষ অজ্ঞাতে প্রবেশ করিয়ে। মনে করুন, যদি ওদের দলের জনকয়েক মুসলমান হঠাৎ নিহত হয়, আর বাকি সবার ধারণা হয়—দলস্থ হিন্দুদের মুসলমানবিদ্বেষের ফলেই এমনটা হয়েছে, তাহলে—

বিষাণ। সাবাস এনায়েৎ খাঁ! চমৎকার বুদ্ধি তোমার। হ্যাঁ, এই হলো একমাত্র পথ। কিন্তু কে নেবে এই মহাদায়িত্ব? জীবন তুচ্ছ করে কে যাবে বাঘের আস্তানায় ঢুকতে?

এনায়েৎ। হুকুম পেলে, এনায়েৎ খাঁ জানের মায়া করে না।

বিষাণ। তুমি! তুমি যাবে? তাই যাও বন্ধু! কিন্তু ছদ্মবেশে

কৌশলে ওর আস্তানায় প্রবেশ করে কাজ হাসিল করতে হবে। [এনায়েতের প্রস্থান।] এইবার রঘু ডাকাত! তোমার মারণ-মন্ত্র আমি খুঁজে পেয়েছি। আর তোমার নিস্তার নেই। এইবার তুমি আমার পায়ের তলায় নতজানু হয়ে অসহ্য যন্ত্রণায় প্রাণভিক্ষা চাইবে। আর আমি তোমায় হত্যা করবো তিলে তিলে খুঁচিয়ে, জুতোর তলায় পিষে—দলে। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

সুবেদারের প্রসাদ।

সুবেদার, ত্রিবিক্রম ও শিরোমণির প্রবেশ।

সুবেদার। না, না রায়সাহেব! আপনার কোন যুক্তিতে নির্ভর করে আর আমি আপনাকে জায়গীরদারের গদীতে গদীয়ান রাখতে পারি না। অর্থ সৈন্য অস্ত্র গোলাবারুদ কোন কিছুরই অভাব রাখিনি আপনার; তবু এতদিনের মধ্যেও সামান্য একটা ডাকাতকে গ্রেপ্তার করা সম্ভব হলো না, একথা আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে বলেন?

ত্রিবিক্রম। হুজুর! আর একটিবার আমায় সুযোগ দিন। এই শেষবার।

সুবেদার। না—না, প্রতিবারই আপনি ওই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বৃথাই আমাকে আশ্বস্ত করতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ধৈর্যের একটা সীমা আছে। আর আমারও একজন উপরওলা আছেন, যাঁর কাছে আমাকেও জবাবদিহি করতে হয়।

শিরোমণি। হুজুর! রায়সাহেবকে দয়া করে আর একবার সুযোগ দিন। রোঘোটা সত্যিই নেহাৎ পাজীর পাঝাড়া, বজ্জাতের একশেষ—মরণ-বাড় বেড়েছে। আমাদের শাস্ত্রে বলে—"বদসি মা কিঞ্চিদপি"—অর্থাৎ কিনা বদমাইসীর কাল পূর্ণ হলে কেঁচোটি হয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। রোঘোরও হয়েছে তাই।

সুবেদার। আপনার পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হলাম পণ্ডিতজি! কিন্তু নীরস

রাজকার্য শ্লোকে চলে না, চলে কাজে—শাসনে। রায়সাহেব বৃদ্ধ হয়েছেন। তাঁর কর্মশক্তি, মনের দৃঢ়তা ক্রমেই হ্রাস হয়ে পড়ছে, এ অবস্থায় যোগ্য ব্যক্তির হস্তে শাসনভার ছেড়ে দিয়ে—বিশ্রামলাভ করাই ওঁর পক্ষে যুক্তিযুক্ত।

ত্রিবিক্রম। আপনার কথাই আমি মেনে নেবো হুজুর! শুধু একটিবার আমাকে শেষ চেষ্টা করার সুযোগ দিন।

শিরোমণি। আমিও কথা দিচ্ছি হুজুর, নিষ্ঠাবান সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ আমি, বাড়ি ফিরেই অনাহারে ঠাকুরের কাছে হত্যে দেবো, ঠাকুরের দয়ায় বজ্জাতটা নির্ঘাৎ ধরা পড়বে।

সুবেদার। পণ্ডিতজি! আমি মুসলমান, আপনাদের ধর্মবিশ্বাস আর দেব-মাহাত্ম্য সম্পর্কে কিছু বলতে যাওয়া আমার পক্ষে ঔদ্ধত্য আর অনধিকারচর্চা। যাক, রায়সাহেব! শেষ সুযোগ আমি আপনাকে দেবো, তবে তার আগে আপনাকে ওয়াদা করতে হবে—আজ থেকে পক্ষকালের মধ্যে কৃতকার্য হতে না পারলে, গদী ত্যাগের অপ্রিয় অনুরোধ আমাকে যেন আর করতে না হয়।

ত্রিবিক্রম। হুজুর মেহেরবান।

শিরোমণি। হবে না? এতবড় দীল না হলে কি আর হুজুরের এতবড় নামডাক হয়? হেঁ-হেঁ-হেঁ, দর্পহারী মধুসূদন ওঁর যথাযোগ্য ব্যবস্থা করবেনই।

সুবেদার। রায়সাহেব, আমি এখন একটু ব্যস্ত থাকবো।

ত্রিবিক্রম। বিলক্ষণ! আমি চললাম হুজুর! সেলাম—সেলাম। এসো শিরোমণি—

শিরোমণি। কোটি কোটি আশীর্বাদ রইলো বড় হুজুরের জন্যে চলুন ছোট হুজুর! [ত্রিবিক্রম সহ প্রস্থান।

সুবেদার। [পদচারণা] কিসের এত শক্তি সেই ডাকাতের, যার জোরে সে আমার প্রতাপকেও তুচ্ছ করার স্পর্ধা রাখে! আশ্চর্য! নাঃ—এর শেষ কোথায় আমাকে দেখতে হবে। কোই হায়? কাপ্তেন টমাসকো সেলাম দেও জলদি। [পদচারণা]

কাপ্তেন টমাসের প্রবেশ।

টমাস। মর্নিং মি লর্ড—হামি আসিয়াছে।

সুবেদার। তোমাকেই খুঁজছিলাম কাপ্তেন। একটা গুরুদায়িত্বের ভার তোমাকে দিতে চাই।

টমাস। অলওয়েজ এ্যাট ইওর সার্ভিস মি লর্ড। হামি সে কাজ মাঠা পাটিয়া নিবে। অর্ডার করো—হামি টৈয়ার আছে। বোলো—কি করিটে হইবে?

সুবেদার। তোমাকে এখনি যাত্রা করতে হবে আমার সঙ্গে।

টমাস। যাইবে। বাট হোয়া'র? কোঠায় যাইবে?

সুবেদার। সেকথা পরে শুনবে। শুধু মনে রেখো, যাবো আমরা দুজনে, আর ছদ্মবেশে।

টমাস। মি গড! হাপনি কি সিরিয়াসলি বলিটে পারে মি লর্ড, হাপনার—হাপনার কি বলিবে—সিকনেস—ইউরেকা! আই মিন্ অসুখ করে নাই?

সুবেদার। সাহেব! আমার চেয়ে সুস্থ মানুষ সারা দুনিয়ায় এখন হয়তো আর একটাও নেই। শোন—আমরা যাবো রঘু ডাকাতের সন্ধানে।

টমাস। রঘু দি রবার। দি গ্রেট হিরো। ইউ মিন সাবাস লোক আছে এই রঘু। হামি টাহাকে বহুট লাইক করে। হাঁ,

একঠো মানুষ আছে সে। সারা পরগোণার এতো সেপাই-কোটোয়াল ট্রাই করলো, বাট ফুঃ! টাহাকে ঢরিটে পারিল না। বহুট হিরো আছে সে।

সুবেদার। তাকে গ্রেপ্তার করার জন্যে আমাদের এ অভিযান নয় কাপ্তেন!

টমাস। আউর কি করিবে?

সুবেদার। আমি শুধু একবার দেখতে চাই যে, এমন কি সম্পদের অধিকারী সে, যার বলে আমাকে বারবার তুচ্ছ হয়ে যেতে হয় তার কাছে?

টমাস। এ ফাইন আইডিয়া। হাপনার বরাবর মটলব করিয়াছে হাপনি মি লর্ড। বাট হামি কেনো যাইবে?

সুবেদার। তুমি শুধু আমার প্রধান দেহরক্ষীই নয় কাপ্তেন, তুমি আমার রাজ্যের সেরা গোয়েন্দা। তাই এ কাজে তোমার সাহায্য একান্ত প্রয়োজন।

টমাস। ওয়েল, হামি যাইবে। বাট এক সর্টে হামি যাইটে পারে। হাপনার উপর হামলা না হয়, সে হামি ডেখিবে · রঘুর আড্ডা হামি খুঁজিয়া ডিবে—হাপনার সাঠে সাঠে ঠাকিবে, বাট্ হামি টাহাকে এরেষ্ট করিবে না। ও, নো—নেভার। সে অর্ডার হাপনি হামায় করিটে পারিবে না। মি লর্ড অন ওয়ার্ড অফ অনার। রাজী আছো?

সুবেদার। তোমার স্পষ্টবাদিতার জন্যে আমি প্রশংসা করি সাহেব। কিন্তু তুমিও ভুলে যেও না, তুমি আমার বেতনভোগী। আইনত ধর্মত আমার হুকুম পালন করাই হলো তোমার কর্তব্য।

টমাস। রাইট ইউ আর মি লর্ড। বাট হামরা বিশোয়াস করে, হামার নিজের কাছেও হামার একটা ডিউটি—আই মিন কর্টব্য আছে।

হামাডের জনম সোলজার হইবার। সারা জীবন হামরা সেই একই স্বপনা ডেখে। এক্সকিউজ মি লর্ড! সাচ্চা সোলজার দুসরা এক বাহাডুর সোলজারকো সাঠ ডুয়েল লড়িবে—ফাইট করিবে—জান ডিবে; বাট চোরের মাফিক বণ্ডী করিয়া টাহার বে-ইজ্জত করিবে না। নো—নেভার।

সুবেদার। কিন্তু কাপ্তেন, হিন্দুস্থান দখলের সময় তোমরাই কি এই নীতির খেলাপ করনি? ইতিহাসে কি এমনি বন্দী করা আর অহেতুক হত্যার হাজার হাজার নজীর নেই?

টমাস। আছে—হামি মানিটেছে। লেকিন নোকরী ঔর পলিটিকস্ এক চিজ নহি আছে মি লর্ড! সাচ্চা ইংরাজ কোই ডিন্—কভি এইসব কাউয়ার্ডডের সুনাম করে নাই। হামাদের ইটিহাস পড়িলে সে-সবভি বহুট মিলিবে।

সুবেদার। সাহেব!

টমাস। বাট পারডন মি লর্ড! মাফ করো হামাকে—মাফ করো হামার গোস্টাকি। হাপনার নিমকের জন্য জান ডিটে হামি রাজী আছে, বাট যেতো নিগুার কাম করিয়াছে হামার দেশের লোগ, টাহার উপর আউর নিগুার কাম করিয়া হামার ডেশ, নেশন ঔর হামাকে খুদ্ বে-ইজ্জট করিটে পারিবে না। বহুট বাহাডুর আছে রঘু। ফিকির করিয়া—ভোল বডল করিয়া টাহাকে হামি বণ্ডী করিটে পারিবে না। সারা ডুনিয়া পাইলেও না।

সুবেদার। এই তোমার শেষ কথা সাহেব?

টমাস। ইয়েস মি লর্ড!

সুবেদার। জানো এর পরিণাম কি হতে পারে?

টমাস। হামায় বরখাস্ট করিবে? ও-কে! হামি খুদ ছাড়িয়া দিল।

সুবেদার। যদি তোমায় বন্দী করি?

টমাস। হোয়াট? বণ্ডী করিবে হামায়? হিয়ার ইউ আর। [তরবারি বাহির করিল]

সুবেদার। সাবাস কাপ্তেন! আমি তোমায় পরীক্ষা করছিলাম। অপূর্ব তোমার মনোবৃত্তি। তাই হবে সাহেব, রঘুকে বন্দী করার আদেশ কেন—কোন অনুরোধ পর্যন্ত আমি তোমায় করবো না। আমি শুধু লোকটাকে একবার কাছে থেকে যাচাই করতে চাই।

টমাস। মি লর্ড—

সুবেদার। তোমার সঙ্গে আমার পরিচয় আজকের নয়। দীর্ঘদিন ধরে তুমি আমার প্রধান দেহরক্ষী। কি করে তুমি ভাবতে পারলে কাপ্তেন যে, সবাই যাকে পূজো করে, আমি তাকে চোরের মত গোপনে বন্দী করতে চাইবো?

টমাস। [নতজানু] মি লর্ড! মাফ করো হামাকে! হামি ভুল বুঝিয়াছে।

সুবেদার। ওঠো—ওঠো সাহেব। তুমি অপরাধীই নও যখন, তখন আবার মার্জনা কিসের? কিন্তু আর নয় কাপ্তেন—এখুনি আমাদের যাত্রা করতে হবে। সাবধান! শুধু তুমি আমি ছাড়া আর কেউ যেন ঘূণাক্ষরেও একথা জানতে না পারে।

টমাস। ও-কে সায়ার! কাপ্টেন টমাস ইজ অলওয়েজ এ্যাট ইউর কম্যাণ্ড। চলো।

[উভয়ের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জায়গীরদারের প্রাসাদ।

সুজাতা ও ছদ্মবেশী রঘুর প্রবেশ।

সুজাতা। না—না—না। এর মধ্যে তোমার যাওয়া হবে না সুন্দর। আমি তোমায় যেতে দেবো না।

রঘু। কিসের জোরে তুমি আমায় এমন করে বাঁধতে চাও সুজাতা?

সুজাতা। তা কি তুমি জানো না? কিসের জোরে জগত-জোড়া মিতালি চলেছে আকাশ-মাটিতে, সাগর-নদীতে, সসীম আর অসীমে?

রঘু। সুজাতা!

সুজাতা। কি সুন্দর?

রঘু। এ তোমার দিবা-স্বপ্ন—আকাশ-কুসুম রচনা। এ হয় না; এ হতে পারে না সুজাতা!

সুজাতা। কেন পারে না?

রঘু। ক'টা দিনেরই বা পরিচয় আমাদের দুজনের! কতটুকু জানো তুমি আমার সম্বন্ধে!

সুজাতা। এ বাঁধন জানা-শোনার অপেক্ষা করে না। আমার কাছে তুমি সুন্দর—চিরসুন্দর—দেহে-মনে। এই তোমার সবচেয়ে বড় পরিচয়। আর কিছু চাই না।

রঘু। নিজের সম্বন্ধে অতটা দৃঢ় বিশ্বাস করো না সুজাতা! এমন দিন হয়তো আসবে, সেদিন তুমিই আমাকে ঘৃণায় দূরে সরিয়ে রাখতে চাইবে—আজকের এই স্বপ্ন-বিলাসের জন্যে আপশোষ করবে।

সুজাতা। সেদিন আসার আগেই যেন মাটির পৃথিবীর সঙ্গে আমার

সমস্ত সম্পর্ক মুছে যায়। কিন্তু তুমি—তুমি যেন আমাকে এড়িয়ে যেতে চাইছো! কেন?

রঘু কেন? দুনিয়ার সব-কিছুতে আমাদের অধিকার নেই। কেন জানো? আমাদের প্রধান অপরাধ সোনার ঝিনুক মুখে নিয়ে আমরা জন্মাইনি।

সুজাতা। [মর্মাহতস্বরে] সুন্দর!

রঘু। রাগ করলে সুজাতা?

সুজাতা। কেন—কেন তুমি বারবার ওকথা বলে আমায় অপমান করবে?

রঘু। এ তোমার মিছে অভিযোগ। অপমান যে তোমায় করতে চাই না, তা তো তুমি জানো।

সুজাতা। জানি। জানি আমি তোমার যোগ্যা নই, তাই তুমি আমায় চাও না—আমায় ঘৃণা করো, মিছে তর্কে ভুলিয়ে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখতে চাও।

রঘু। অবুঝ হয়ো না সুজাতা। অভিমান ত্যাগ করো।

সুজাতা। বলো আর কখনো অমন করে আমায় বলবে না?

রঘু। [হাসিয়া] তথাস্তু দেবি!

সুজাতা। সত্যি সুন্দর! তুমি জানো না, তুমি আমার কাছে কি—কতখানি? তুমি এলে—আমি জীবনে প্রথম টের পেলাম আমি নারী। সোনার কাঠির ছোঁয়া পেয়ে জেগে উঠলাম পাতালপুরীর রহস্য-ঘরে। চোখ মেলে দেখতে পেলাম তোমাকে—হারিয়ে ফেললাম নিজেকে, নতুন জন্ম হলো যেন আমার। সত্যি সুন্দর, তুমি যে আমার জীবনে কি সাড়া তুলছে, তা হয়তো কথায় বোঝানো যায় না।

রঘু। এতদূর? কিসে বোঝানো যায় তাহলে?

সুজাতা। শুনবে?

রঘু। দেবীর কৃপা হলে নিজেকে কৃতার্থ মনে করবো।

সুজাতা। ভক্তের আকুলতায় তুষ্ট হয়ে দেবী বরদানে স্বীকৃত হলেন। শোন—

গীত।

কল কল ছল ছল নদী বহে যায়।
দু-পারের আলোছায়া ডাকে দুজনায়॥
ভরা ভাদরে যৌবনা তটিনী,
রূপে গরবিনী কোন নটিনী,
সে যে নিতি নব করে কলরব কত শত গান গায়॥
য সোনার কাঠির পরশে আজ নদীতে জেগেছে ঢেউ,
আমি জানি না হায় মোর তনু-মনে সে কাঠি ছোঁয়ালো কেউ;
বসন্ত দিল ধরা মধুর ছন্দে,
সারা দিগন্ত ভরিল গন্ধে,
আমি কি করি ওগো বলো কাহারে পরাণ চায়॥

নেপথ্যে ত্রিবিক্রম। সুজাতা!

রঘু। ওই তোমার বাবা ডাকছেন। এখন আমায় বিদায় দাও সুজাতা!

সুজাতা। না-না, বিদায়ের কথা মুখে এনো না। তুমি একটু ওই পাশের ঘরে লুকিয়ে থাকো হঠাৎ ডেকে এনে বাবাকে আশ্চর্য করে দেবো। লক্ষ্মিটি! যাও। আঃ—যাও না! বাবা এসে পড়লো যে!

[উভয়ের প্রস্থান।

সুনীতি ও ত্রিবিক্রমের প্রবেশ।

সুনীতি। তুমি আর ভেবো না গো, ভাগ্যে যা আছে তাই হবে।

ত্রিবিক্রম। ভাববো না? তুমি কি বলো সুনীতি! এই বয়সে জায়গীরচ্যুত হওয়ার পরিণাম কি ভীষণ তা তুমি ধারণাও করতে পারবে না। এই প্রাসাদ, সাজসজ্জা, বিলাসসম্ভার, মান-সম্ভ্রম সব ত্যাগ করে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। শত্রুরা বিদ্রূপের হাসি হেসে মুখ ফিরিয়ে চলে যাবে। পারবে তা সহ্য করতে?

সুনীতি। তুমি যদি পার, তবে আমিই বা পারবো না কেন? আমি যে তোমার সহধর্মিনী।

ত্রিবিক্রম। তুমি পারলেও—আমি তা পারবো না। সারা জীবন অর্থের কামনা করেছি—পূজা করেছি লক্ষ্মীকে। লক্ষ্মীছাড়া হয়ে বেঁচে থাকার স্বপ্নও আমি সহ্য করতে পারবো না।

সুজাতার প্রবেশ।

সুজাতা। বাবা!

ত্রিবিক্রম। সুজাতা—মা আমার! একমাত্র সন্তান তুই আমাদের, জন্মাবধি বিলাসের মধ্যে বড় হয়েছিস। এ আঘাত—অদৃষ্টের এই নির্মম পরিহাস তুই কি করে সহ্য করবি মা?

সুজাতা। কেন তুমি অধীর হচ্ছো বাবা? রঘু ডাকাত ধরা পড়বেই। আমি তার ব্যবস্থা করছি।

সুনীতি। তুই! বলছিস কি সুজাতা?

সুজাতা। সুন্দরের কথা তুমি এরই মধ্যে ভুলে গেলে? সে জানে রঘু ডাকাতের গুপ্ত আড্ডার সন্ধান। তাকে দিয়েই কার্যোদ্ধার হবে।

ত্রিবিক্রম। ঠিক বলেছিস মা! আগে আমার এ কথাটা তো মনেই হয়নি। কিন্তু কোথায় সে? সেদিনের পর থেকে কই আর তো তাকে দেখিনি।

সুজাতা। দেখনি! আচ্ছা একটু অপেক্ষা কর, আমি তাকে এখুনি ডেকে আনছি।

[দ্রুত প্রস্থান।

ত্রিবিক্রম। এইবার রঘু ডাকাত! তোমার নিজের অস্ত্রেই তোমাকে ঘায়েল করবো।

সুনীতি। কিন্তু, কেন তোমরা তাকে ডাকাত বলো? শুনতে পাই, দীনদুঃখীর সে মা-বাপ, ডাকাতির অর্থ সে খরচ করে দুঃস্থজনের কল্যাণে তবু সে ডাকাত?

ত্রিবিক্রম। হ্যাঁ, তবু ডাকাত! ওগুলো তার একটা ছল মাত্র। এ হলো কূট রাজনীতি। এ রাজনীতি তুমি বুঝবে না সুনীতি—চেষ্টাও করো না। লুট করার নামই ডাকাতি। আর আইনত তাকে শাস্তি পেতে হবে।

বিষণ্ণ মুখে সুজাতার পুনঃ প্রবেশ।

সুজাতা। সে নেই বাবা! চলে গেছে।

ত্রিবিক্রম। চলে গেছে! তাহলে উপায়?

সুজাতা। আবার আসবে। তুমি ভেবো না বাবা! মা, বাবাকে তুমি নিয়ে যাও। সব ব্যবস্থা আমি করবো।

সুনীতি। সুজাতা, তুইও রঘুকে ডাকাত ভাবলি, তার মহত্বটুকুরও দাম দিলি না?

সুজাতা। দিতাম—যদি সে চোরের মত লুকিয়ে না থেকে বীরের মত আমার সামনে এসে দাঁড়াতো; আমায় একাকী অসহায় পেয়ে বন্দিনী অবস্থায় গুমোটঘরে আটকে না রাখতো। তুমি যাও বাবা, রঘুর ব্যবস্থা আমি করবো।

ত্রিবিক্রম। হ্যাঁ, যাচ্ছি মা! সে এলেই আমায় খবর দিস। মনে রাখিস এখন তুই আর সুন্দরই আমার শেষ ভরসা। চল সুনীতি!

[সুনীতি সহ প্রস্থান।

সুজাতা। চলে গেল, আমাকে না বলেই চলে গেল? এত মিনতি আমার সব ব্যর্থ হয়ে গেল! কেন গেল? আমি কি সত্যিই তার যোগ্যা নই? সে কি আমায় ভালবাসে না?

বিষাণের প্রবেশ।

বিষাণ। বন্দেগী জনাবজাদি!

সুজাতা। একি, বিষাণ! তুমি এ সময়ে এখানে কেন?

বিষাণ। জনাবজাদী কি জানেন না যে, আপনারই পিতার অনুগ্রহে প্রাসাদের সকল দ্বারই বান্দার জন্যে মুক্ত?

সুজাতা। কিন্তু বাবা তো এখানে নেই। এইমাত্র অন্দরে গেলেন।

বিষাণ। জানি। আর জানি বলেই এমন সুবর্ণ সুযোগ ছেড়ে দিতে মন চাইলো না।

সুজাতা। তুমি কি বলতে চাও বিষাণ? তোমার উদ্দেশ্য কি?

বিষাণ। তুমিও কি তা জানো না সুজাতা? আশ্চর্য! এতটুকু করুণাও তোমার কাছে প্রত্যাশা করতে পারি না আমি? দুদিন বাদে ধর্মসাক্ষী করে যাকে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে, সেই ভাবী বধূর সঙ্গে নিভৃতে একটু রহস্যালাপ কি এতই অন্যায়?

সুজাতা। এখনও কিন্তু তোমায় পতিত্বে বরণ করিনি।

বিষাণ। তার জন্যে দুঃখ আমারও কম নয় সুজাতা! আজ না হলেও দুদিন পরেও করতে হবে।

সুজাতা। হয়তো করতে না-ও পারি।

বিষাণ। সুজাতা! তোমার এ কথার অর্থ?

সুজাতা। খুবই প্রাঞ্জল। নিজের ভাবী পত্নীকে যে দস্যুর হাতে নির্বিকারে ছেড়ে দিয়ে প্রাণ নিয়ে পালাতে পারে, সুজাতা কখনো স্বেচ্ছায় সেই কাপুরুষের গলায় মালা দেবে না।

বিষাণ। তোমার উদ্ধারকর্তাও যে আমারই নিযুক্ত সৈনিক—তা কি ভুলে গেলে?

সুজাতা। জানি না, সত্যিই সে তোমার নিযুক্ত ব্যক্তি কিনা। আর হলেও—তার গৌরব তোমার প্রাপ্য নয়। সে যা করেছে, উচিত ছিল তোমার তাই করা; তা যখন করোনি—পুরস্কারও তুমি আশা করতে পারো না। দাবী যদি থাকে, তারই থাকবে—তোমার নয়।

বিষাণ। কিন্তু সুজাতা, তোমার পিতা সত্যবদ্ধ।

সুজাতা। হতে পারে—কিন্তু আমি তো নই।

বিষাণ। যদি শক্তির জোরে তোমায় আয়ত্ত করি? পারবে তুমি আত্মরক্ষা করতে?

সুজাতা। তোমার অসীম সৌভাগ্য বিষাণ, যে একথা উচ্চারণ করার পরেও অক্ষত দেহে আমার সামনে দাঁড়িয়ে আছো। ভবিষ্যতে আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত হয়ে একথা উচ্চারণ করো।

বিষাণ। [ধীরকণ্ঠে সুজাতা!

সুজাতা। বলো—জনাবজাদী। প্রভুকন্যার সঙ্গে কথা বলতেও শেখোনি বেয়াদব কর্মচারি!

বিষাণ। জনাবজাদী? হাঃ-হাঃ-হাঃ! উত্তম! শোন জনাবজাদি! আমার যা কাম্য তা আমি নেবোই। কারো সাধ্য নেই যে বাধা দেয়। আর সেইদিন এই ঔদ্ধত্যের যোগ্য জবাব দেবো— একথা মনে রেখো। সেলাম জনাবজাদি! [প্রস্থানোদ্যত]

সুজাতা। শোন—

বিষাণ। কি?

সুজাতা। যে দিনের সুখ-স্বপ্ন দেখছো তুমি—তা হয়তো এ জীবনে দেখা না-ও দিতে পারে। সেদিন হয়তো আফশোষ রাখবার জায়গাও থাকবে না। তাই—আজ তোমাকে কিছু আগাম দিতে চাই।

বিষাণ। সুজাতা! আমি জানতাম—তুমি আমার হবে। দাও তোমার ভালবাসার দান অগ্রিম উপহার।

সুজাতা। [পায়ের জুতা ছুঁড়িয়া দিল] এই নাও। মাথায় তুলে রাখো, আমার অবর্তমানে বুকে তুলে নিও।

[দম্ভভরে প্রস্থান।

বিষাণ। এতদূর! উত্তম! আমিও দেখবো দাম্ভিকা, তোমার মত ধনীর দুলালীকে কি করে আত্মসমর্পণ করাতে হয়। মূর্খা নারি! বিষধরের মাথায় পা দিয়েছ, সাবধান! বিষের জ্বালায় সর্বাঙ্গ যখন জ্বলতে থাকবে, তখন মার্জনা পাবে না। সেই ক্রুদ্ধ দলিত বিষধর সর্পের দংশনে আর্ত-চিৎকার করলেও কেউ পারবে না তোমায় রক্ষা করতে।

[প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

শিরোমণির গৃহ।

তলোয়ারের প্যাঁচ কষিতে কষিতে শিরোমণির প্রবেশ।

শিরোমণি। ঘ্যাচ্। এবার—এমনি করে ক্যাঁচ্। তারপর—এই এমনি করে কচ্। ঘ্যাঁচ্—ক্যাঁচ্—কচ্, ঘ্যাচ্—ক্যাঁচ্—কচ্! কচাকচ কচাকচ্ কচাকচ্—[আপনমনে তরবারি ঘোরাইতেছিল]

লাঠিহাতে আলালের প্রবেশ।

আলাল। [পিছন হইতে লাঠির গুঁতা মারিল] এই ভুম্!

শিরোমণি। কে—কে? কোন্ হ্যায়? ও—তুমি? সরে যাও। আমি এখন তলোয়ার ভাঁজছি। লেগে গেলে আর চোখে-কানে দেখতে হবে না। একেবারে ফর্সা—মানে, যাকে বলে জলবৎ তরলং—হ্যাঁ, খুব হুঁসিয়ার!

আলাল। হঠাৎ ঘণ্টানাড়া আর তোষামোদী ছেড়ে এ শখ হলো যে!

শিরোমণি। যুদ্ধে যাবো।

আলাল। উঃ! যুদ্ধে যাবে তুমি! মাইরি বাবা, তুমি একটি ডাহা পণ্ডিত-মূর্খ। ছেলের সঙ্গে কেউ এমনধারা ইয়ারকি করে না।

শিরোমণি। ছেলে বলে মানবো না। যুদ্ধে আমি যাবোই। যে বাধা দেবে, হয় ঘ্যাঁচ্ নয় ক্যাঁচ্—নয় তো কচাকচ্! কারো খাতির নেই। খবরদার!

আলাল। তা যুদ্ধযাত্রাটা কার বিরুদ্ধে শুনি?

শিরোমণি। রোঘো—রোঘো। দেখবো এবার সেই পাজী বজ্জাতটাকে। বড় বাড় বেড়েছে।

আলাল। ভালই হলো। দেখা যাবে—বাপ হারে কি ব্যাটা হারে।

শিরোমণি। মানে? কিং বদসি তুমি?

আলাল। বা-ঃর! আমিও যুদ্ধে যাবো যে! দেখছো না লাঠিতে তেল মাখিয়ে রেখেছি?

শিরোমণি। আহা, সুমতি হোক তোর। আশীর্বাদ করছি—মাভৈঃ! তা রোঘোর সঙ্গ ছেড়ে ভালই করেছিস।

আলাল। রঘুদার সঙ্গ ছাড়তে যাবো কেন, আমিও তো তার হয়েই জায়গীরদারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবো।

শিরোমণি। এ্যাঁ! সে কি রে আলালে, এত সাত-সকালে—অপঘাতে মরবার শখ হলো কেন তোর?

আলাল। দেখা যাবে রণক্ষেত্রে—কে হারে, কে জেতে। তবে হুঁসিয়ার থেকো! তখন যদি একবার দেখা পাই—বাপ বলে খাতির করবো না। এই এমনি করে একটি ঘায়ে—[লাঠি তুলিল]

শিরোমণি। থাম—থাম হারামজাদা! আর একটু হলে হয়ে গেছলো, যুদ্ধে আর যেতে হতো না। শোন, আমি তোর বাপ—জন্মদাতা পিতে—তোর ইহকাল-পরকালের জলজ্যান্ত দেবতা। আমি তোকে হুকুম করছি এ যুদ্ধে তুই যেতে পারিবনে। রঘুর দল ছাড়।

আলাল। না। কভ্‌ভি নেহি।

শিরোমণি। বটে! তবে বেরো—বেরো; এখুনি বেরো আমার বাড়ি থেকে। তুই আমার ত্যাজ্যপুত্তুর।

আলাল। বটে, আমাকে ত্যাজ্যপুত্তুর করার মজাটা এখুনি টের পাওয়াচ্ছি। মা—মা, ও মা! এসো তো একবার এদিকে।

বাতাসী। [নেপথ্যে] যাই বাবা আলু!

শিরোমণি। ও বাবা আলালে! বুঝতে পারিনি বাবা! ও যে ব্রহ্মাস্ত্র রে বাবা! ফেরত পাঠা বাবা, ওকে ফেরত পাঠা! গোঁত-গোঁত করে ছুটে আসছে যে রে!

আলাল। বোঝ এবার! হেঁ-হেঁ বাবা—যেমন বুনো ওল, তেমনি বাঘা তেঁতুল।

বাতাসীর প্রবেশ।

বাতাসী। কি হয়েছে বাবা আলুধন?

আলাল। সর্বনাশ হয়েছে মা! বাবার মাথায় রক্ত চড়ে গেছে—পাগল হলো বলে! হাত-পা খেঁচছে—চিকুর হানছে, বলে—যুদ্ধে যাবো! বোঝ কাণ্ড!

বাতাসী। এ্যাঁ! ওমা, বুড়ো বয়েসে আমার এ কি যন্ত্রণা হলো? অ-বাবা আলু! হাঁ করে দাঁড়িয়ে দেখছিস কি? বাঁধ – হাত-পা বেঁধে ফেল। এখনি যে আঁচড়ে কামড়ে তচনচ করবে! ধর বাবা তুই ওদিকে—আমি এদিকে দেখছি। বাঁধ—

শিরোমণি। খবরদার! খুনোখুনি হো যায়গা! মা-ব্যাটাকে এক ঘাটে তোলেগা। [বাধা দেবার চেষ্টা করিল। আলাল ও বাতাসী তাহাকে বাঁধিয়া শোয়াইয়া দিল।] উচ্ছন্নে যা—নিপাত যা। বজ্রাঘাত হোক তোদের মাথায়। সাপে ছোবলাক।

বাতাসী। মাথাটা এবার মুড়িয়ে দিলে হতো! পারবি তুই?

আলাল। খুব পারবো। তুমি গাঁয়ের লোকদের খবর দাও।

বাতাসী। তাই যাই। তা বাবা আলু, একা পারবি তো তুই ওই দস্যিকে সামলাতে?

আলাল। খুব পারবো মা! দেখছো হাতে আমার কী? বেশী ট্যা-ফোঁ করলে ছাড়বো এমন চৌচাপটে—দম ফেলতে হবে না আর। তুমি যাও। শীগগির—

বাতাসী। যাই। ওগো মা গো! এ মিনসে আমার আর কত খোয়ার করবে গো!

[প্রস্থান।

আলাল। বাবা! কি, কথা কইছো না যে এবার?

শিরোমণি। আমার খুব শিক্ষা হয়েছে মাণিক! এবার আমায় ছেড়ে দে আলালে! ব্যাগত্যা করছি।

আলাল। কিচ্ছু হয়নি এখনো তোমার। বলো—রঘুদার পেছনে আর তুমি লাগবে না?

শিরোমণি। আবার! তোর দিব্যি। ছেড়ে দে বাবা! মরে গেলুম রে!

আলাল। বেশ, দিলুম খুলে। [বাঁধন খুলিয়া] তোমাকে এবার একটা কাজ করতে হবে।

শিরোমণি। কি কাজ?

আলাল। এখুনি হাজার পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে, রঘুদার ভারী দরকার।

শিরোমণি। বটে! আমাকে কল্পতরু পেয়েছিস, না?

আলাল। তবে যে এইমাত্র তুমি দিব্যি করলে! টাকা দেবে না?

শিরোমণি। না।

আলাল। আচ্ছা, দাও কিনা দেখছি এবার!

[প্রস্থান।

কালো কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া রঘু ও কেরামতের প্রবেশ।

শিরোমণি। একি! কে—কে তোমরা? কি চাই?

রঘু। পঞ্চাশ হাজার টাকা।

শিরোমণি। এ্যাঁ! প-ঞ্চা-শ হা-জা-র টাকা?

কেরামৎ। এ আর এমন কি কবিরাজ মশাই! রোগীদের নাড়ী টিপে আর ধনী জায়গীরদারদের তোষামোদ করে অনেক গরীব ভাইদের বুকের রক্ত শোষণ করা টাকায় তো সিন্দুক ভরিয়েছেন, না হয় দিয়ে দিলেন দেশের উপকারে মাত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা।

শিরোমণি। না—না, আমি দেবো না।

রঘু। তোমাকে দিতেই হবে, নইলে রঘু ডাকাতকে জান?

শিরোমণি। [কম্পন] এ্যাঁ! র-ঘু-ডা-কা-ত—

কেরামৎ। হ্যাঁ কবিরাজ মশাই! ভালয় ভালয় দেবেন তো দিন, নইলে টাকা-পয়সা গয়না-গাঁটি ঘরে যা আছে সব লুট করে নেবো।

শিরোমণি। ওরে বাবা, বলে কি রে! সব লুট করে নেবে!

রঘু। হ্যাঁ। বিলম্ব করো না, আমি এক দুই তিন বলার মধ্যে যদি স্বীকার না কর, তাহলে রঘু ডাকাতের কথার সঙ্গে কাজের মিল দেখতে পাবে। এই এক—দুই—[পিস্তল তুলিল]

শিরোমণি। না, না বাবা, আমি দিচ্ছি।

রঘু। তবে দাও।

কেরামৎ। জলদি জলদি দিন কবিরাজ মশাই!

শিরোমণি। দিচ্ছি রে বাবা! ও হো-হো-হো, আমার বুকের রক্ত জল করে দিলে রে বাবা! হায়-হায়-হায়! পঞ্চাশ হাজার টাকা! [প্রস্থানোদ্যত]

রঘু। বাইরে পালিয়ে গিয়ে কোতোয়ালকে সংবাদ দেবার চেষ্টা করলে আমার দলের লোকেরা তোমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেবে কবিরাজ!

শিরোমণি। না—না বাবা, কোতায়ালকে সংবাদ দেবার চিন্তাও মনের কোণে ঠাঁই দেবো না। [প্রস্থান।

রঘু। আলাল দৈত্যবংশের প্রহ্লাদ, শয়তান বাপের দেবতা ছেলে।

কেরামৎ। আলালের মত ছেলে দেশের গৌরব।

টাকার তোড়া লইয়া শিরোমণির পুনঃ প্রবেশ।

শিরোমণি। তা বৈকি! কুলাঙ্গার ছেলে বাপের সর্বনাশ করতে ঘরে ডাকাত ঢুকিয়ে—

রঘু। [ধমক দিয়া] চোপ!

শিরোমণি। না, না বাবা, আর কিছু বলবো না।

কেরামৎ। দাও—টাকা দাও!

শিরোমণি। এই নাও বাবারা! [টাকার তোড়া রঘুকে দিল]

রঘু। ধন্যবাদ! কিছু মনে করো না কবিরাজ মশাই! তোমার টাকা একটিও অপচয় হবে না। একটা গরীব চাষীর গ্রামে দুর্ভিক্ষ লেগেছে এই টাকা দিয়ে তাদের জীবনরক্ষা হবে।

[কেরামৎ সহ প্রস্থান।

শিরোমণি। গুষ্টির পিণ্ডি চটকাবে ব্যাটারা। হায়-হায়-হায়, আমার অত কষ্টের জমানো টাকা! হায়-হায়-হায়, আমার কি সর্বনাশ হলো রে!

[কপালে করাঘাত করিতে করিতে প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

কালাচাঁদের কুটীর।

সন্তর্পণে বিষাণের প্রবেশ।

বিষাণ। কোথায় গেল? প্রাসাদ থেকে এ পর্যন্ত সারা পথ অনুসরণ করে এলাম, হঠাৎ কোথায় লুকিয়ে পড়লো গাছের আড়ালে? এখানে যে এসেছে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে সে কি করতে আসে? জায়গীরদার-নন্দিনীরই বা কি প্রয়োজন থাকতে পারে এই চাষার ঘরে? তবে কি—অভিসার? অসম্ভব নয়। হয়তো এই ওদের নিভৃত মিলন-স্থান। নাঃ, দেখতে হবে।

[প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে কাজলীর প্রবেশ।

কাজলী :— গীত।

সোনার হরিণ দেয়নি ধরা, সুদূরে লুকালো সে।
জীবন-বীণায় বিরহ-রাগিণী ধ্বনিয়া তুলিল কে?
ফাগুন আসেনি ভুবনে আমার,
নিভেছে আলোক, নেমেছে আঁধার,
মুরতি-বিনা হায় দেবতা-দেউলে গুমরে কাঁদিছে যে।

ইস! এখনো এরা কেউ ফিরলো না। আজও দেখছি খাবার পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে।

সুজাতার প্রবেশ।

সুজাতা। কাজলি! এই যে কাজলী। সুন্দর কোথায়?

কাজলী। [সাশ্চর্যে] সুন্দর! আপনি কার কথা বলছেন?

সুজাতা। সুন্দর—সুন্দর; তোমার দাদা। কি রকম বোন তুমি?

কাজলী। ও, দাদার কথা জিজ্ঞাসা করছেন? আপন দাদা তো নন—পাতানো সম্পর্ক। নামটা তাই সব সময় মনে থাকে না।

সুজাতা। পাতানো সম্পর্ক! সুন্দর তোমার আপন ভাই নয়? তোমার সঙ্গে তবে তার এমন কি সম্পর্ক—

কাজলী। আজ থাক, সেকথা পরে একদিন জানাবো। কিন্তু দাদা তো বাড়ি নেই।

সুজাতা। কোথায় গেছে?

কাজলী। ঠিক জানি না। পুরুষেরা তাদের গতিবিধির খবর আমাদের তো দেয় না।

সুজাতা। কিন্তু তাকে যে আমার বিশেষ দরকার!

কাজলী। কি দরকার জানতে পারি?

সুজাতা। দরকার তারই সঙ্গে, আর কাকেও বলা চলে না।

কাজলী। ও! জানতাম না তো আমার দাদার সঙ্গে দুদিনের আলাপেই কারো এমন গোপনীয় দরকার থাকতে পারে, যা আমারও শোনা চলে না।

সুজাতা। কাজলী, মনে রেখো—কার সঙ্গে কথা কইছো তুমি। আমি তোমার রহস্যের পাত্রী নই।

কাজলী। জানি, আপনি আমাদের ভাগ্যবিধাতা ত্রিবিক্রম রায়ের একমাত্র কন্যা সুজাতা দেবী। আপনার পায়ের ধুলোয় আমাদের কুটির যে পবিত্র হয়েছে, এ কথাটা আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। এজন্যে আপনি আমায় ক্ষমা করুন।

সুজাতা। ওকথা থাক। তোমার দাদার খবর না হয় নাই বললে, কিন্তু আমার আসার খবরটাও কি পৌঁছে দিতে পার না?

কাজলী। হ্যাঁ—তা হয়তো পারি।

সুজাতা। তাই দাও, বলবে—আমি নিজেই এসেছি; বিশেষ দরকার তার সঙ্গে।

কাজলী। যথাস্তু দেবি! [যাইতে যাইতে পুনঃ ফিরিয়া] হ্যাঁ, ভাল কথা। এখানে একা থাকতে আপনার ভয় করবে না তো?

সুজাতা। এত অল্পে ভয় পাওয়ার পাত্রী আমি নই।

কাজলী। ভুলে যাবেন না, এই বনের মাঝে হিংস্র জন্তু-জানোয়ার থাকাও যেমন সম্ভব, তেমনি ঠিক তাদেরই মত এক শ্রেণীর মানুষের দেখা পাওয়াও এখানে অসম্ভব নয়।

সুজাতা। সেজন্যে তোমার উতলা হওয়ার কোন কারণ নেই; তুমি যেতে পারো।

কাজলী। বেশ! তাই যাচ্ছি।   [প্রস্থান।

সুজাতা। পাতানো সম্পর্ক। দুজনে নিরালা কুটিরে থাকে। অথচ—[চিন্তা] এ্যাঁ—তাই কি সুন্দর আমায় এড়িয়ে চলতে চায়? আশ্চর্য! কিছুই তো ভেবে পাচ্ছি না।

বিষাণের প্রবেশ।

বিষাণ। আমিও কিছুই ভেবে পাচ্ছি না।

সুজাতা। [সবিস্ময়ে] তুমি! তুমি এখানে কেন? কি চাও?

বিষাণ। সেকথা কি আমিও প্রশ্নকর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করতে পারি না? যাক ওসব বাজে কথা। এখন কি সম্বোধনে ডাকবো? অনাবজ্ঞাদী, না অভিসারিকা?

সুজাতা। অভিসারিকা! কোতোয়াল বিষাণ! মনে রেখো, ধৈর্যের একটা সীমা আছে।

বিষাণ। নিশ্চয়ই। ধৈর্যের সীমা আছে বলেই তোমার এই গোপন অভিসারের কথা প্রকাশ হলে, একমাত্র আমি ছাড়া কেউ তা সহ্য করবে না; এমন কি তোমার পিতাও না।

সুজাতা। এতক্ষণে তোমার প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছি। কিন্তু বৃথা আশা তোমার বিষাণ! আমার পথ থেকে সরে দাঁড়াও।

বিষাণ। সরে দাঁড়াবো? হাঃ-হাঃ-হাঃ! সেইজন্যেই কি এত পথ নিঃশব্দে তোমার অনুসরণ করে এসেছি সুন্দরি? ওকি, ভয় পাচ্ছো? ছিঃ, তুমি না বীরাঙ্গনা? ভয় কি? প্রেমাস্পদকে ভয় করতে তো নারীকে কেউ দেখেনি। সুজাতা! [সুজাতার দিকে অগ্রসর]

সুজাতা। সাবধান বাতুল! নিজের মঙ্গল চাও তো আমায় অঙ্গ-স্পর্শ করার চেষ্টা করো না।

বিষাণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! প্রেয়সী মানসীকে লোকে কামনা করে কেন? মঙ্গলের জন্যে নয়? তবে আমাকে কেন নিরস্ত থাকতে বলছো দেবি? আমি তোমায় ভালবাসি; পূজা করি তোমার ওই দেববাঞ্ছিত রূপরাশিকে, সে কি আমার অপরাধ? সুজাতা! [ধরিতে উদ্যত]

সুজাতা। সাবধান বিষাণ! আর এক পা-ও এগিও না।

বিষাণ। সুজাতা, বৃথা বাধা দেবার চেষ্টা করে আমাকে আরো উত্তেজিত করে তোলো না। আজ তোমায় আত্মসমর্পণ করতেই হবে। কারো সাধ্য নেই তোমাকে রক্ষা করে। ছিঃ সুজাতা, কথা শোন, ধরা দাও। তোমার প্রেমে আমি উন্মাদ। তোমাকে আমার চাই-ই চাই। [অগ্রসর হইতে লাগিল]

সুজাতা। [আত্মরক্ষার জন্য সরিয়া যাইতেছিল] বিষাণ! সরে যাও উন্মাদ! আগুন নিয়ে খেলা করো না, সর্বাঙ্গ ঝলসে যাবে!

বিষাণ হাঃ-হাঃ-হাঃ! আগুন! তুমি ঠিক বলেছো সুজাতা! ও তোমার রূপ নয়, আগুন। যেদিন তোমায় প্রথম দেখেছি, আমার দেহ মন ঝলসে গেছে সেইদিন। আমায় ধরা দাও। এসো সুজাতা! [হাত ধরিয়া] হাঃ-হাঃ-হাঃ! এইবার—

সুজাতা। কে কোথায় আছো? রক্ষা করো—রক্ষা করো আমায় এই পিশাচের হাত থেকে।

বিষাণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! কে তোমায় রক্ষা করবে সুন্দরি! এই নির্জন বনমধ্যে সারা পরগণায় বিষাণকে ভয় করে না—এমন দুঃসাহসী কে আছে?

মুখোসপরিহিত রঘুর প্রবেশ।

রঘু। আমি আছি কোতোয়াল সাহেব!

বিষাণ। কে তুমি দুঃসাহসী?

রঘু। পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। ওঁকে ছেড়ে দাও।

বিষাণ। অনধিকারচর্চা করে নিজের মৃত্যুকে ডেকে এনো না ছদ্মবেশী।

রঘু। মৃত্যুর সঙ্গে কোলাকুলি করাই আমার নিত্যদিনের খেলা। বৃথা ভয় দেখাবার চেষ্টা করো না শয়তান। মনে রেখো, মরণ একদিন তোমারও হবে।

বিষাণ। ভাল, আজই তার পরীক্ষা হোক।

[উভয়ের যুদ্ধ, কিছুক্ষণ পর বিষাণের তরবারি পড়িয়া গেল; রঘু তাহার হাত বাঁধিয়া ফেলিল; ইতিমধ্যে রঘুর মুখের কালো

আবরণ সরিয়া যাইবামাত্র বিষাণ চিৎকার করিয়া উঠিল
এবং সুজাতা নির্বাক-বিস্ময়ে চাহিয়া রহিল।]

বিষাণ। তুমি—তুমি রঘু ডাকাত?

রঘু। তাহলে চিনতে পেরেছো আমায়? বুঝতে পেরেছো এ তোমারই অত্যাচারের স্বরূপ? তোমাদেরই হস্তে নিহত বৃদ্ধ অসহায় কৃষকের সন্তান রঘু আজ ডাকাতে রূপান্তরিত। "রঘু ডাকাত" তোমারই সৃষ্টি। [সুজাতাকে] ভয় পাবেন না দেবি! বলছি আপনাকে সব কথা—আগে বন্ধুর একটা ব্যবস্থা করে আসি!

[শৃঙ্খলিত বিষাণকে লইয়া প্রস্থান।

সুজাতা। [বিস্ময়ে] রঘু ডাকাত! সুন্দর হলো রঘু ডাকাত! এ আমি কি স্বপ্ন দেখছি? না—না, এ সত্য নয়, সত্য হতে পারে না। আমি ভুল দেখেছি—মিথ্যা দেখেছি—

রঘুর পুনঃ প্রবেশ।

রঘু। মিথ্যা নয় দেবি! সত্যিই আমি রঘু ডাকাত। পরিচয় গোপন করার জন্যে আমি একান্ত লজ্জিত। কিন্তু বিশ্বাস কর সুজাতা, এ প্রতারণা ছাড়া আর আমার কোন উপায় ছিল না।

সুজাতা। তুমিই রঘু ডাকাত? অথচ—অথচ তোমাকেই আমি সরল মনে বিশ্বাস করে—ওঃ, বিশ্বাসঘাতক—প্রতারক—মিথ্যাবাদী!

রঘু। আমি জানতাম সুজাতা, একদিন তোমার কাছে এই হবে আমার প্রাপ্য—পুরস্কার। যাক সেকথা। চল তোমায় পৌছে দিয়ে আসি।

সুজাতা। না—না, কাছে এসো না—স্পর্শ করো না আমায়। তুমি ডাকাত—নরঘাতক; তোমার স্পর্শে পাপ, নিশ্বাসে বিষ, আলিঙ্গনে

মৃত্যুর বিভীষিকা! তুমি যাও—যাও। আর কোনদিন আমার কাছে এসো না। কখনও না—কখনও না—

[সক্রন্দনে দ্রুত প্রস্থান।

রঘু। সুজাতা! সুজাতা! শুনে যাও—শুনে যাও। চলে গেল, আমায় কথা বলার কোন সুযোগ না দিয়েই চলে গেল। চমৎকার, [ম্লানহাস্যে] নারি! চমৎকার তোমার স্নেহ—প্রেম—অনুরাগ! এতটুকুও আঘাত সহ্য করতে পারো না। তবু তোমরা বিধাতার অপূর্ব সৃষ্টি।

[প্রস্থান।

———

পঞ্চম দৃশ্য।

রঘু ডাকাতের গুপ্ত আস্তানা।

কালাচাঁদ ও কেরামতের প্রবেশ।

কালা। আরে ছিঃ ছিঃ! তুমি বলছো কি সর্দার, শত্রুকে আবার কে কবে কইমাছের মত জীইয়ে রাখে? তাও আবার যে-সে নয়—খোদ বিষাণ কোতোয়াল।

কেরামৎ। তুমি ভুল করছো কালাচাঁদ। রঘু ভাইয়ের বুদ্ধির নাগাল আমরা পাবো কি করে? এমনও তো হতে পারে, শত্রুকে মিত্র করে তুলে তাকে কাজে লাগানোই ওর ইচ্ছা।

কালা। যা-তা একটা ইচ্ছা হলেই হলো? রঘু এখনও মানুষ চেনে না। কি বলবো সর্দার, এই বিষাণই না ওর রুগ্ন বৃদ্ধ পিতাকে

কশাঘাতে জর্জ্জরিত করে হত্যা করেছিল। কি করে ভুলে যেতে পারে মানুষ সেকথা? আমার বাবাকে যদি ও-ভাবে কেউ হত্যা করতো, তাহলে আমি জ্যান্তে তার গায়ের চামড়া ছাড়িয়ে নিতুম।

গীতকণ্ঠে চারণের প্রবেশ।

চারণ।—

গীত।

ওরে, মুক্তি এ তো নয়।
প্রাণের শোধে প্রাণ নিলে যে সৃষ্টি হবে লয়।

কেরামৎ। ঠিক বলেছ চারণ! তোমার কথাই সত্যি। কালাচাঁদ, শুনছো তো?

কালা। আমি মানি না, বিশ্বাস করি না এসব বড় বড় কথা।

চারণ।— পূর্ব-গীতাংশ।

তোরে সইতে হবে সবি,
সুখে-দুঃখে অটল রবি,
আলো-ছায়ার সকল মায়ায় করতে হবে জয়॥
যদি স্বর্গ গড়তে চাস,
তোরে ছাড়তে হবে আশ,
নির্বিকারে করবি কর্ম, দেখবি কত সয়॥

[প্রস্থান।

কেরামৎ। কি ভাবছো কালাচাঁদ?

কালা। সত্যিই চারণ আমায় ভাবিয়ে তুলেছে সর্দার! তবু এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না। খুন যার টগবগিয়ে ফোটে, সেই শুধু জানে সে জ্বালা কত তীব্র! অন্যে কি করে বুঝবে তার ব্যথা, তার জ্বালা?

কেরামৎ। মিছে মাথা গরম করে আমাদের লাভ কি কালাচাঁদ! যে ভাববার সেই ভাবুক; তুমি বরং বন্দীকে এখানেই আনাও।

কালা। উদ্ধব! বন্দী বিষাণ কোতোয়াল। কিন্তু সর্দার! রঘুই বা গেল কোথায়? এতক্ষণ তো তার আসা উচিৎ ছিল।

বন্দী বিষাণকে লইয়া উদ্ধবের প্রবেশ।

উদ্ধব। আসামী হাজির সর্দার!

কেরামৎ। বেঁধে রেখে যাও ওইখানে।

[বিষাণকে বাঁধিয়া রাখিয়া উদ্ধবের প্রস্থান।

কালা। তারপর কোতোয়াল সাহেব! মেজাজ শরিফ? আশা করি অতিথিসৎকারের কোন ত্রুটি হচ্ছে না।

বিষাণ। আমায়—আমায় কি তোমরা হত্যা করতে চাও?

কেরামৎ। এখনও সেটা ঠিক হয়নি। দরকার হলে ব্যবস্থা হবে।

বিষাণ। তবে—তবে তাই করো। এ কষ্ট আর আমার সহ্য হয় না। আজ দু'দিন আমি অনাহারে বন্দী। ওঃ—

কালা। মোটে দুদিন, তাতেই এই? আরো কতদিন থাকতে হবে কে জানে।

বিষাণ। না—না, দোহাই তোমাদের! আমায় মুক্তি দাও, দয়া করো।

কালা। দয়া? হাঃ-হাঃ-হাঃ! তুমি তো ভীষণ নেমকহারাম! এত যত্ন করে তোমায় ধরে রেখেছি, দিবারাত্র চোখের আড়াল করি না, তবু মন পেলাম না?

বিষাণ। আমি স্বীকার করছি—আমি অপরাধী। মার্জনা চাইছি, দয়া করো।

কেরামৎ। তোমায় মার্জনা করতে পারেন, যার কাছে তুমি অপরাধী, সেই রঘুভাই—আমরা নই।

বিষাণ। কোথায়—কোথায় রঘু? ডাকো তাকে। আমি নতজানু হয়ে তার কাছে মার্জনা চাইবো।

কালা। মনে রেখো কোতোয়াল বিষাণ, রঘু তোমার সেপাই নয় যে, তোমার হুকুমমত তাকে এখানে আসতে হবে; বরং তারই নির্দেশে তোমার ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবে।

বৃদ্ধের ছদ্মবেশী এনায়েতকে চোখ বাঁধা অবস্থায় লইয়া উদ্ধবের প্রবেশ।

কেরামৎ। কি সংবাদ উদ্ধব? তোমার সঙ্গে ও কে?

উদ্ধব। চিনি না সর্দার। জঙ্গলের দক্ষিণ দিকে সরু পথটায় ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আমার সন্দেহ হতেই আমি ধরে এনেছি। [চোখের বাঁধন খুলিয়া দিল]

কেরামৎ। কে তুমি বৃদ্ধ?

এনায়েৎ। ভিন্‌দেশী তীর্থযাত্রী আমি। পথ ভুল করে বনের মধ্যে এসে পড়েছিলাম।

কালা। এ পথ দিয়ে কোন তীর্থে যাচ্ছিলেন আপনি?

এনায়েৎ। দারুকেশ্বরের মন্দির আমার লক্ষ্যস্থল।

কালা। ও, ভাল—ভাল। তুমি যাও উদ্ধব! [উদ্ধবের প্রস্থান।] তীর্থযাত্রি, আমাদের অনুচরের ব্যবহারের জন্যে সত্যিই আমরা লজ্জিত, ক্ষমা করবেন।

এনায়েৎ। কিন্তু এ আমি কোথায় এসেছি? তোমরা কে?

কালা। আমরা ডাকাত। এটা আমাদের একটা গুপ্ত আড্ডা।

এনায়েৎ। ডাকাত? ডাকাতের হাতে পড়েছি আমি? আমায়—আমায় ছেড়ে দাও।

কেরামৎ। ভয় কি বুড়ো চাচা! আপনাকে খুন করার মজুরী পোষাবে না। কেন না, তীর্থযাত্রীর কাছে মূল্যবান সম্পদ কিছুই মেলে না তা আমরা জানি।

এনায়েৎ। [বিষাণকে দেখিয়া] ও কে? ওকে তোমরা অমন করে বেঁধে রেখেছ কেন?

কেরামৎ। তুমি বিদেশী—তাই ওকে চেনো না। জানো না, কি ভীষণ অত্যাচারী—প্রজাপীড়ক এই কোতোয়াল বিষাণ। আজ চাকা ঘুরে গেছে; তাই দোর্দণ্ড-প্রতাপ প্রজাশাসকের বিচার হচ্ছে এখানে।

এনায়েৎ। বুঝলাম। এবার আমায় যেতে দাও। এ দৃশ্য আমি সহ্য করতে পারবো না।

কালা। তা হয় না তীর্থযাত্রি! ডাকাতরাও মানুষ। অহেতুক জুলুম তারা করে না। ইচ্ছায় হোক—অনিচ্ছায় হোক, যখন এসে পড়েছেন, আজকের রাতটুকুর মত আমাদের আতিথ্যগ্রহণ করে আমাদের ধন্য করতেই হবে।

কেরামৎ। ছেড়ে দিলেও এত রাতে পথ তো তুমি খুঁজে পাবে না। একে অন্ধকার রাত—পথে বাঘ-ভালুকের ভয়, থেকে যাও বুড়ো চাচা। একটা রাত বই তো নয়!

এনায়েৎ। উপায় যখন নেই, অগত্যা থেকেই যেতে হবে।

কালা। কৃতার্থ হলাম আমরা।

বিষাণ। ওঃ, আর পারি না! আর কত কষ্ট দেবে তোমরা?

এনায়েৎ। কি কষ্ট তোমার বন্দি?

বিষাণ। ক্ষুধা—তীব্র ক্ষুধা। সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসছে। আমায় বাঁচাও।

এনায়েৎ। বন্দীর সম্বন্ধে আপনারা কী ব্যবস্থা করলেন?

কেরামৎ। ওর সম্বন্ধে দলপতির কোন নির্দেশ এখনও আমরা পাইনি।

কালা। একটা কাজ করা যাক সর্দার। তীর্থযাত্রী! আপনার ওপর এই দুর্বৃত্তের বিচারের ভার দিলাম, আপনার রায়ই আমরা মেনে নেবো।

এনায়েৎ। না-না, আমি কেন বিচার করবো? আমাকে আর ওর মধ্যে টেনো না।

কালা। ভগবানই আপনাকে টেনে এনেছেন; আমাদের অনুরোধে এ বিচার আপনাকেই করতে হবে।

এনায়েৎ। কিন্তু, আমি তো এক তরফা অভিযোগ শুনেছি; আসামীর বক্তব্য কি তা তো জানি না।

কেরামৎ। বেশ, ওকে জিজ্ঞাসা করুন; আমরা অন্য কক্ষে যাচ্ছি। চল কালাচাঁদ।

কালা। তীর্থযাত্রি! কিছুক্ষণ পরেই আবার আমরা উপস্থিত হবো। এসো সর্দার! [কেরামৎ সহ প্রস্থান।

এনায়েৎ। [চাপা কণ্ঠস্বরে] কোতোয়াল সাহেব!

বিষাণ। কে? কে তুমি? এনায়েৎ খাঁ! তুমি—

এনায়েৎ। চুপ! কোন কথা নয়। আপনার নির্দেশমত আমি ছদ্মবেশে এসেছি। কি কর্তব্য এখন?

বিষাণ। কোনরকমে আমার বাঁধন মুক্ত করে দাও।

এনায়েৎ। কিন্তু ওরা যদি এসে পড়ে?

বিষাণ। আসুক। এইভাবে তিলে তিলে শুকিয়ে মরার চেয়ে যুদ্ধ করে মরা ভাল। আর দেরী করো না এনায়েৎ, আমার বাঁধন খুলে দাও।

এনায়েৎ। ব্যস্ত হবেন না—দিচ্ছি। [বিষাণের বাঁধন খুলিতে উদ্যত হইল]

কালা। [নেপথ্যে] তীর্থযাত্রি! আসতে পারি কি আমরা?

এনায়েৎ। [বিরত হইয়া] হলো না, ওরা এসে পড়লো বলে! আপনি এই ছোরাটা রাখুন, পরে অবস্থা অনুযায়ী ব্যবস্থা করা যাবে। [বিষাণকে ছোরা দিল]

কালাচাঁদ ও কেরামতের পুনঃ প্রবেশ।

কালা। প্রশ্ন আপনার শেষ হলো তীর্থযাত্রি?

এনায়েৎ। এ্যাঁ? হ্যাঁ, তা—শেষ হলো।

কালা। বেশ। এবার বন্দীর সম্বন্ধে আপনার রায় কি?

এনায়েৎ। আমার মতে বন্দীর শাস্তি—মুক্তি।

কেরামৎ। মুক্তি? এতবড় অত্যাচারীর শাস্তি—মুক্তি?

এনায়েৎ। হ্যাঁ, এ আমার সিদ্ধান্ত। অত্যাচারের প্রতিশোধ অত্যাচারে নয়- ক্ষমায়। তা ছাড়া বন্দী যখন কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত, তখন ভগবানই ওকে মার্জনা করেছেন।

কালা। হুঁ! সর্দার! [ইঙ্গিত করিতেই কেরামৎ এনায়েতের ঘাড় ধরিল]

এনায়েৎ। একি ব্যবহার তোমাদের?

কালা। হাঃ-হাঃ হঃ! তীর্থযাত্রি, ভুলো না, তুমি ডাকাতের আড্ডায় প্রবেশ করেছ।

এনায়েৎ। কিন্তু তোমরাই তো আমায় অভয় দিলে।

কালা। তার দরকার হয়েছিল এনায়েৎ খাঁ।

এনায়েৎ। এনায়েৎ খাঁ! কে সে? আমি তো—

কেরামৎ। চোপরও শয়তান! এখনও মিথ্যা কথা? [এনায়েতের দাড়ি ধরিয়া টান দিবামাত্র তাহার স্বরূপ প্রকাশ পাইল]

কালা। কি তীর্থযাত্রি! স্বরূপ তাহলে চাপা রইলো না। আপশোষ করো বন্ধু! সত্যিই তোমায় তীর্থযাত্রী মনে করে যথাযোগ্য অতিথি-সেবাই করতাম, কিন্তু ধরা পড়ে গেলে তুমি নিজের কথায়।

কেরামৎ। দারুকেশ্বর যাচ্ছো? কিন্তু দারুকেশ্বর মন্দির দক্ষিণে নয়, উত্তরে। একথা সবাই জানে—আর তুমি জানো না বুড়ো মিঞা?

কালা। শোন এনায়েৎ! দূর থেকে বন্দীকে তোমার জেরা করা, বন্দীর হাতে ছুরি ধরিয়ে দেওয়াটাও আমরা লক্ষ্য করেছি। সর্দার! বাঁধো দুজনকে একসঙ্গে। এক যাত্রায় পৃথক ফল ভাল দেখায় না। [বিষাণের হাত হইতে ধস্তাধস্তি করিয়া ছুরি কাড়িয়া লইল]

কেরামৎ। [বিষাণকে বন্দী করিল] এইবার এসো বন্ধু!

কালা। বাহবা! জায়গীরদারের দুই কোতোয়ালই আজ একসঙ্গে ইঁদুর-কলে ধরা পড়েছে। ইচ্ছে করছে সারা পরগণার লোককে ডেকে এনে এই দৃশ্য দেখাই।

এনায়েৎ। এর যোগ্য শাস্তি পাবে তোমরা। ভেবেছ জায়গীরদার নীরবে এই অপমান সহ্য করবে?

কালা। এখনও তেজ! [গালে চড় মারিল]

বিষাণ। উঃ! একটু জল দাও—তৃষ্ণায় ছাতি ফেটে গেল!

কালা। উদ্ধব! জল নিয়ে এসো শীগগির।

বিষাণ। দারুণ তৃষ্ণা। গলা বুক শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে!

ওঃ, আর সহ্য হয় না! জল—জল—[উদ্ধব জল লইয়া আসিল, বিষাণ জলপাত্র দেখিয়া ঠোঁটের উপর জিভ বুলাইতেছিল] দাও—দাও, আমাকে দাও। দোহাই তোমার!

কেরামৎ। ওকে জল পান করিয়ে দাও উদ্ধব!

[উদ্ধব বিষাণকে জলপান করাইতে উদ্যত হইল]

কালা। দাঁড়াও উদ্ধব! জলপাত্রটা আমাকে দাও। [জলপাত্র লইয়া আলগোছে নিজের মুখে ঢালিল, উদ্ধবের প্রস্থান।] মিটেছে তৃষ্ণা? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

কেরামৎ। কালাচাঁদ! এ কি নিষ্ঠুরতা তোমার? ওকে জল দাও।

বিষাণ দেবে না? একফোঁটা জল আমায় দেবে না? আমার যা কিছু আছে তোমায় দিচ্ছি, শুধু একফোঁটা জল আমাকে দাও।

কালা। জল? হাঃ-হাঃ-হাঃ! এই নাও।

[জলের পাত্র বিষাণের সম্মুখে ধরিবামাত্র বিষাণ লোলুপ দৃষ্টিতে মুখ বাড়াইল, কালাচাঁদ বারবার তাহাকে জলপাত্র দেখাইয়া নিজে পান করিল, বিষাণ অস্ফুট চিৎকারে যন্ত্রণাসূচক শব্দ করিতেছিল।]

কেরামৎ। ছিঃ-ছিঃ কালাচাঁদ, তুমি এত নিষ্ঠুর! যা কোন মানুষে পারে না, তা তুমি কি করে পারলে?

এনায়েৎ। শয়তান—

কালা। শয়তান? হাঃ-হাঃ-হাঃ! ঠিক বলেছ এনায়েৎ। শয়তানই বটে! সর্দার, জিজ্ঞাসা করছিলে না—এ আমি কেমন করে পারলুম? ওকে জিজ্ঞাসা কর, এমনি করে দিনের পর দিন হাজার হাজার মানুষের মুখের গ্রাস, তৃষ্ণার জল জোর করে—জুলুম করে কেড়ে নিয়ে ওরা

পাশবিক উল্লাসে অত্যাচারের স্রোত বইয়ে দিয়েছে কিনা? আজ বুঝুক, ক্ষুধার জ্বালা কি ভীষণ—তৃষ্ণার উৎকণ্ঠা কি তীব্র! দয়া? কাকে তুমি দয়া করতে বলছো সর্দার? ক্ষমা দয়ার মর্ম মানুষে বোঝে—মানুষরূপী হিংস্র জানোয়ারের নয়।

বিষাণ। ক্ষমা করো, দয়া করো! আমি শপথ করছি—ভবিষ্যতে আর কোনদিন কারো ওপর অত্যাচার করবো না। আমায়—আমায় প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও আমার পাপের। দোহাই তোমাদের! মুক্তি দাও।

পত্রহস্তে উদ্ধবের পুনঃ প্রবেশ।

উদ্ধব। সর্দার! রঘু-ভাইয়ের চিঠি। গুপ্তচর দিয়ে গেল।

কালা। দেখি। [পত্রগ্রহণ ও পাঠ] হুঁ! [পত্র কেরামতকে দিল] কোতোয়াল বিষাণ!

বিষাণ। এ্যাঁ, ডাকছো?

কালা। মুক্তি চাও?

বিষাণ। হ্যাঁ—হ্যাঁ, চাই। দয়া করো।

কালা। মুক্তি পেলে তোমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করবে?

বিষাণ। হ্যাঁ—করবো।

কালা। তোমায় বিশ্বাস করি কি করে?

বিষাণ। আঃ—আজ আমি বন্দী। আমার মুখের কথা আর ভগবানকে সাক্ষ্য করা ছাড়া বিশ্বাস করার কি থাকতে পারে?

কালা। ভাল। আমি জানি তোমার প্রতিশ্রুতির মূল্য কতখানি, তবু বিশ্বাস করে তোমায় মুক্তি দিলাম। ভবিষ্যতে আবার যেন না কোনদিন আমাদের শত্রুরূপে সামনা-সামনি দাঁড়াতে দেখি। উদ্ধব,

ওদের নিয়ে যাও। চোখে কাপড় বেঁধে যথাস্থানে ছেড়ে দিয়ে এসো।

[বিষাণ ও এনায়েতের চোখে কাপড় বাঁধিল উদ্ধব]

কেরামৎ। এনায়েতকেও কি তুমি মুক্তি দিচ্ছো কালাচাঁদ? রঘু-ভাই তো ওর কথা জানায়নি।

কালা। তবুও ওকে মুক্তি দিচ্ছি। সর্দার, বাঘকে যারা ভয় করে না, বাঁদরকে তারা ডরাবে কেন? ওদের নিয়ে যাও উদ্ধব! [এনায়েৎ ও বিষাণকে লইয়া উদ্ধব যাইতেছিল] হ্যাঁ—শুনে যাও কোতোয়াল বিষাণ আর সহকারী এনায়েৎ খাঁ! তোমাদের মুক্তিদাতা আমি নই। একদিন যার রুগ্ন বৃদ্ধ পিতাকে অত্যাচারে জর্জরিত করে হত্যা করতেও তোমাদের বাধেনি, যার কুঁড়েঘরে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছিলে, তোমরা মুক্তি পেলে সেই ডাকাতরূপী দেবতার কৃপায়। শিক্ষা কর—সত্যিকারের মানবতা কাকে বলে।

কেরামৎ। শোন উদ্ধব! ওদের বিদায় দেবার আগে পানাহারের ব্যবস্থা করে দিও। যাও।

উদ্ধব। তাই হবে সর্দার। এসো।

[বিষাণ ও এনায়েতকে লইয়া প্রস্থান।

কালা। সর্দার!

কেরামৎ। কি কালাচাঁদ?

কালা। বলতে পার সর্দার, মানুষ আর দেবতার মধ্যে প্রভেদ কি?

কেরামৎ। বড় শক্ত সওয়াল করেছো কালাচাঁদ! আমি মূর্খ লেঠেল, এর জবাব কি করে দেবো?

কালা। হয়তো এর জবাব নেই। তবু একটা কথা আমার শুনে

রাখো সর্দার! মানুষের মাঝে বিষাণের মত যেমন অজস্র জানোয়ার আছে, তেমনি খুঁজে দেখলে এমন মানুষও অজস্র পাওয়া যায়, যারা দেবতার চেয়েও মহান। এদেরই পুণ্যে আজও পৃথিবীটা পাপের ভারে টলমল করলেও, নরকের পথে নেমে যায়নি। তাই এদেরই একজন সাহস পেয়েছিল দেবশ্রেষ্ঠ নারায়ণের বুকে পদাঘাত করার। তেমন মানুষ আজও রয়েছে দুনিয়ায়। দূরে নয়—কাছে, তোমার আমার মধ্যেই। এসো সর্দার!

[উভয়ের প্রস্থান।

———

চতুর্থ অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

জায়গীরদারের কক্ষ।

চিন্তিতভাবে সুজাতার প্রবেশ।

সুজাতা। মিথ্যা—মিথ্যা। একটি পুরুষকেও বিশ্বাস করা চলে না। সব শঠ, প্রবঞ্চক, মিথ্যাবাদী। ওঃ, এ লজ্জা আমি রাখবো কোথায়? ভাই-বোন! অনাত্মীয়া বয়স্থা যুবতী—চোখে মুখে তার অনুরাগের ছাপ। [অধৈর্যভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি করিল] ওঃ—কি করি আমি? নিদ্রায় জাগরণে একটি মুহূর্তের জন্যেও কেন আমি তাকে কিছুতেই ভুলতে পারছি না? কে সে আমার? কেউ নয়—কেউ নয়—সে আমার কেউ নয়। [মুখ গুঁজিয়া আসনে বসিয়া কাঁদিতেছিল]

কাজলীর প্রবেশ।

কাজলী। জায়গীরদার-নন্দিনী!

সুজাতা। [মুখ তুলিয়া] ও, তুমি? এসো।

কাজলী। জানতে পারি কি সুজাতা দেবি, কোন অপরাধে পাইক পাঠিয়ে আজ আমাকে এখানে জোর করে আনা হয়েছে?

সুজাতা। দরকার আছে। আর তোমাকে আনিয়েছি আমিই।

কাজলী। ধন্যবাদ। কিন্তু আমি যখন জায়গীরদার-নন্দিনীর

বেতনভোগী বাঁদী নই, তখন আমার ওপর হুকুমজারী করার স্পর্ধা হলো কি সাহসে বুঝতে পারলাম না।

সুজাতা। পারবেও না। হুকুমজারী করার অধিকার ধনীরই থাকে—গরীবের নয়। আর সমাজে এই নীতিই চলে আসছে এতকাল, এখনও চলবে।

কাজলী। ধন্যবাদ। এখন দয়া করে বলুন, আমাকে এখানে আনালেন কেন?

সুজাতা। তোমার সেই পাতানো দাদাটি কোথায়?

কাজলী। জানি না; জানলেও বলবো না।

সুজাতা। বলবে না তুমি—সে তোমার কে?

কাজলী। আমার কেউ না হলেও সে আমার প্রিয়—আপনার।

সুজাতা। আমি যদি তোমার সেই প্রিয় বান্ধবকে ছিনিয়ে নিই, পারবে তুমি তাকে জোর করে ধরে রাখতে?

কাজলী। জানতে পারি কি সুজাতা দেবি, এ দাবী আপনার কিসের?

সুজাতা। যোগ্যতার। অর্থ সম্মান প্রতিপত্তি রূপ—যা-কিছু মানুষের কাম্য, তার একটাও তোমার নেই। অথচ আমার আছে সব। তাই তোমার চেয়ে আমার দাবী অনেক বেশী।

কাজলী। শুনেছি—ভালবাসা সার্থক হয় পাওয়ায় নয়, দেওয়ায়; দাবীতে নয়, উৎসর্গে; ভোগে নয়, ত্যাগে। যাক, আপনি ধনী—রূপসী, আপনার সঙ্গে তর্ক করার যোগ্যতা আমার নেই। আমি যাই—[প্রস্থানোদ্যতা]

সুজাতা। দাঁড়াও। যাওয়া তোমার হবে না। যেতে আমি দেবো না।

কাজলী। তবে কি আমি বন্দিনী?

সুজাতা। না; তবে দরকার হলে তাতেও আটকাবে না।

কাজলী। আমাকে বন্দী করলেই আপনার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে?

সুজাতা। মুক্তি তোমায় দিতে পারি। প্রতিজ্ঞা করতে হবে—রঘুর কাছ থেকে তুমি সরে দাঁড়াবে! বলো—রাজী?

কাজলী। এটা আপনার দাবী, না ভিক্ষা?

সুজাতা। দাবী। আমার অধিকারের—আমার যোগ্যতার।

কাজলী। তবে আমাকে মিনতি জানানো কেন? সামর্থ্য থাকে, জয় করে নিন।

সুজাতা। বেশ, তাই নেবো, পারো—বাধা দিও। তবে পারবে না। কাঁদতে হবে একদিন আমারই কাছে, এই অহঙ্কারের জন্যে। এতটুকু দয়াও সেদিন পাবে না—যাও।

কাজলী। বন্দিত্ব তাহলে ঘুচলো আমার?

সুজাতা। তোমায় বন্দী করে দুর্নাম কেনবার ইচ্ছা নেই। যাকে ইচ্ছা করলেই পিষে মারতে পারি, তাকে বন্দী করলে তারই মর্যাদা বাড়ানো হয়। যাও—

কাজলী। জায়গীরদার-নন্দিনী মহীয়সী।

[প্রস্থান।

সুজাতা। ওঃ, কি দম্ভ! দেখবো আমি কিসের এত দম্ভ ওর? কিন্তু—কেনই বা আমার এই অভিযান? যাকে আমি জয় করতে চাই, কে সে আমার? কেউ না—কেউ না।

নিঃশব্দে রঘুর প্রবেশ।

রঘু। কাজলী কোথায়?

সুজাতা। কে? ও, তুমি! কেন তুমি এখানে আবার এসেছো?

রঘু। কাজলীর জন্যে। কেন তাকে তুমি জোর করে ধরে এনেছ?

সুজাতা। তাই বুঝি তার মুক্তিদাতা হয়ে ছুটে এসেছ? অনুমান দেখছি তাহলে আমার মিথ্যা নয়।

রঘু। জানি না কি তোমার অনুমান। কিন্তু কাজলীকে তোমায় ছেড়ে দিতেই হবে—এখুনি।

সুজাতা। যদি না দিই?

রঘু। তাহলে জোর করে নিয়ে যেতে বাধ্য হবো।

সুজাতা। পারবে? যদি তার মত তোমাকেও বন্দী করি?

রঘু। এতকাল ধরে চেষ্টা করেও যা তোমরা পারোনি, আজও তা পারবে না। যাক—এখন বল, কাজলী কোথায়?

সুজাতা। কাজলী—কাজলী—হ্যাঁ, চলে গেছে একটু আগেই। কিন্তু জগতে কাজলী আছে বলে কি সুজাতা থাকতে নেই?

রঘু। তোমার এ কথার অর্থ কি সুজাতা?

সুজাতা। সেকথা আজ আমায় বলে দিতে হবে? এই যদি তোমার মনে ছিল, তবে কেন সেকথা আগে বলনি? তুমি—তুমি শুধু ডাকাতই নও, তুমি মিথ্যাবাদী—প্রবঞ্চক; তোমায় আমি ঘৃণা করি।

রঘু। সুজাতা! কি বলছো?

সুজাতা। তুমি যদি ভালবাস কাজলীকে, তবে কেন আমার জীবনটাকে নিয়ে ছেলেখেলা করলে? নিষ্ঠুর! লম্পট!

রঘু। সুজাতা! শোন—

সুজাতা। না—না, কোন কথা নয়। তুমি চলে যাও। আমি তোমায় সহ্য করতে পারছি না। তোমায় আমি ঘৃণা করি—ঘৃণা করি।

রঘু। সুজাতা! শোন—[সুজাতাকে ধরিল]

সুজাতা। না—না—না। আমায় স্পর্শ করো না তুমি। ছেড়ে দাও।

রঘু। [সুজাতার গালে মৃদু চড় মারিল] শুনতে তোমায় হবেই। আর তোমার মত খেয়ালী ধনীর দুলালীকে শোনাতে হয় এমনি করেই। শোন, অনুমান তোমার মিথ্যা। ঈর্ষায় অন্ধ তুমি, তাই টের পাওনি। কাজলীর সম্বন্ধে তোমার এ ধারণা ভুল। সে আমার বোন। নিজের বোন না থাকলেও কাজলীর চেয়ে বেশী প্রিয় সে আমার হতে পারতো না। অতি নীচ জঘন্য তোমার মনোবৃত্তি। এমন মহান সম্পর্ককে এত কদর্যতার চোখে দেখতে এতটুকু তোমার বাধেনি। ছিঃ-ছিঃ! [সুজাতাকে ছড়িয়া দিয়া গমনোদ্যত]

সুজাতা। [রঘুর পা জড়াইয়া ধরিল] যেও না—শোন, আমায় শাস্তি দাও—আমার অপরাধের শাস্তি দাও।

রঘু। ওঠো সুজাতা—কেঁদো না। [সুজাতাকে পদতল হইতে হস্তধারণ করিয়া তুলিয়া চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছিল]

সুজাতা। তবু চলে যাচ্ছো? আমায় ক্ষমা করবে না?

রঘু। যেতে এখন আমায় হবেই। কাজ আমায় ডাকছে। আর ক্ষমা? ছিঃ সুজাতা! আজ ওকথা কেন, আজও কি অবুঝ থাকবে তুমি? তুমি কি জানো না যে, উচিত না হলেও ভাল তোমায় আমিও বেসেছি। [হস্তচুম্বন করিয়া প্রস্থান।

সুজাতা। [তন্ময়ভাবে] এত সুন্দর—এত সুন্দর তোমার স্পর্শ [চক্ষু চাহিয়া] সুন্দর! চলে গেল। সুন্দর---সুন্দর! [কিছুদূর দৌড়াইয়া গিয়া] না—না, সে আমার কেউ নয়, তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধই নেই। আমার ব্যথা বোঝার মত কেউ নেই—কেউ নেই।

[মর্মাহত অবস্থায় প্রস্থান।

দ্বিতীয় দৃশ্য।

রঘু ডাকাতের গুপ্ত আস্তানা।

নেপথ্যে চারণ গাহিতেছিল।

চারণ।—

গীত।

আজি বসন্ত আইল বনে বনে।
অনন্ত অসীম গগন ভুবন মগন সুখ-স্বপনে॥

রঘুর প্রবেশ।

রঘু। ওরে, বসন্ত আসেনি তোর জন্যে। কোন অধিকার নেই তোর তার ফুলে, রঙে, মনোহর পরিবেশে। বৃথা আশা। কে?

বিদেশী সওদাগরের ছদ্মবেশী সুবেদার ও টমাসকে
লইয়া কালাচাঁদের প্রবেশ।

রঘু। কি সংবাদ বন্ধু? এঁরা কারা?

কালা। বলে, বিদেশী ব্যবসায়ী। রাতটুকুর জন্যে আশ্রয় চায়।

রঘু। সত্যিই এঁদের পথশ্রান্ত মনে হচ্ছে। বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দাও।

কালা। কিন্তু, এঁরা যদি সেদিনের এনায়েতের মত ছদ্মবেশী কেউ—

রঘু। তাতেই বা আমাদের দুঃখের কি আছে কালাচাঁদ। সব সমস্যার নিষ্পত্তির জন্যেই তো আগামী কাল আমি ধরা দিচ্ছি।

হ্যাঁ, অতিথি! অপরাধ নেবেন না। আপনার সঙ্গে এই ফিরিঙ্গি কে?

টমাস। হামি সওডাগরের বডিগার্ড আছে। নাম আছে টমাস। বাট্ টুমি কে আছে?

রঘু। আমি অতি নগণ্য লোক। নাম রঘু। লোকে বলে—রঘু ডাকাত।

টমাস। হোয়াট্? রঘু দি রবার টুমি? টোমার নাম হামি খুব শুনিয়াছে। হাণ্ডস্ প্লীজ! [রঘুর সহিত করমর্দন করিয়া] বহুট বহুট বাহাডুর আছে টুমি।

রঘু। ধন্যবাদ সাহেব! [সুবেদারের প্রতি] আপনি?

সুবেদার। ইরাণের ব্যবসাদার, নাম—শেখ ইফতিয়ার জালাল। দেশে দেশে সওগাত ফেরি করে আমার দিন কাটে। আমার দেহরক্ষীকে দেখে অনেকেই বিস্মিত হন, সন্দেহও হয় অনেকের। কিন্তু এই সাহেব ছাড়া দ্বিতীয় কোন বিশ্বাসী মানুষ আমি খুঁজে পাইনি।

কালা। তোমরা সবাই গল্পে মাতো, আর আমি এখানে মন্দির-দরজার পাথরের ষাঁড়ের মত হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকি। কোথাকার কে তার ঠিক নেই, সত্যি বলছে না মিথ্যে বলছে—পেটে ডুবুরী নামালেও জানবার উপায় নেই; অতিথি এসেছেন—নারায়ণ! তারপর শামুকের শালগ্রামশিলা যখন তাল বুঝে গুটগুট করে হাঁটতে শুরু করবে, তখন তাল সামলাবে কে?

টমাস। হেই! টুমি কেনো লম্বা লম্বা কঠা বলিটেছে?

কালা। বেশ করছি। আরে মলো যা, আমার ইচ্ছা। সাহেব হয়েছো তো পীর না কি?

রঘু। ছিঃ বন্ধু! ওদের অমন করে বলা উচিত নয়। হাজার হোক অতিথি!

কালা। তাহলে ওই ওলমুখোকে বলে দাও—আমায় যেন চোখ না রাঙায়।

টমাস। কেনো বলিবে না? টুমি খালি হামাডের ডোষ ডিবে। বাট্ হামাদের যে চরিয়া আনিল টোমাদের আড্ডায়—কে বলিটে পারে টোমার মনে কোনো ব্যাড আইডিয়া—আই মিন খারাব মটলব নাই? হামারা টো টুমিকে না জানিয়াই ডোষ ডিটেছে না।

কালা। তা সে আপশোষে অত গজগজ করছো কেন? দোষ দিয়ে দেখই না একবার বন্ধু! ওই লালমুখ একেবার থেঁতো করে দেবো।

টমাস। হোয়াট! টুমি হামাকে চ্যালেঞ্জ করিটেছে?

কালা। তা ইটটি মারলে তোমায় পাটকেল-পেটা না করে মুখে কি মধুর বাটি ধরবো?

টমাস। চ্যালেঞ্জ! ওয়েল হামি রাজী আছে লড়িটে। কাম অন। [তলোয়ার বাহির করিল, কালাচাঁদ লাঠি তুলিল]

রঘু। কালাচাঁদ! টমাস! [উভয়ে সংযত হইল]

সুবেদার। তোমার মনে রাখা উচিত সাহেব, আমি তোমার মনিব। এ-ছাড়া আমি কোন আদেশও দিইনি।

রঘু। মনিব না হলেও দলের একজন উপদেষ্টা হিসাবে আমিও কি তোমাকে এই কথাই বলতে পারি না কালাচাঁদ? ছিঃ!

টমাস। হামি মানিটেছে—অন্যায় করিয়াছে হামি। মাফ কোরো!

কালা। রঘু! আমায় ক্ষমা কর বন্ধু!

রঘু। ক্ষমা তোমায় করতে পারি, এক সর্তে

কালা। কি?

রঘু। সাহেব!

টমাস। ইয়েস রঘু দি গ্রেট, বোলো।

রঘু। মনে রেখো, তোমার মনিব ছাড়াও আমার কাছে তুমি অপরাধী। তোমার উচিত হয়নি আমার লোকার মধ্যে আমারই সামনে অস্ত্র বার করা। এখানকার বিচারক আমি। যদি শাস্তি দিই?

টমাস। আসামি ডোষ কবুল করিটেছে।

রঘু। উঁহুম! শাস্তি তোমাদের দুজনকেই আমি দেবো। সাহেব! কালাচাঁদ! যে অপরাধ তোমরা করেছ, তার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ তোমাদের শত্রুতাকে নিজেদেরই চেষ্টায় মিত্রতায় রূপান্তরিত করে নিতে হবে। আর আমিও তাই দেখতে চাই।

টমাস। ও-কে। ব্রাদার কালাচাঁও, প্লীজ শেক-হ্যাণ্ডস। [হাত বাড়াইল, কালাচাঁদ তাহাকে বক্ষে টানিয়া লইল]

রঘু। কালাচাঁদ! অতিথিদের বিশ্রাম ও আহারের ব্যবস্থা করে দাও। [সুবেদার ও টমাসকে লইয়া কালাচাঁদের প্রস্থান] কে জানে রাত্রি কত হলো? মাত্র আর একটি প্রহর, তারপর আত্মসমর্পণ। কে জানে রাতের অন্ধকারের মত ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে?

কেরামতের প্রবেশ।

কেরামৎ। রঘুভাই!

রঘু। এসেছো সর্দার?

কেরামৎ। হ্যাঁ রঘুভাই! কিন্তু—

রঘু। থামলে কেন সর্দার, কি যেন বলবে মনে হচ্ছে।

কেরামৎ। সত্যিই কি তুমি কাল ধরা দিচ্ছ?

রঘু। হ্যাঁ সর্দার!

কেরামৎ। কিন্তু তোমার নিজের কথাটা কি একবার ভাল করে ভেবে দেখেছ রঘুভাই?

রঘু। দেখেছি বৈকি! আমারই বা কিসের ভাবনা?

কেরামৎ। খোদা না করুন, এটা যদি শয়তানের ফাঁদ হয়, মিথ্যা প্রচারের বলে তারা তোমায় গ্রেপ্তার করে?

রঘু। এ তোমাদের অমূলক আশঙ্কা সর্দার!

কেরামৎ। খোদা করুন—তোমার কথাই যেন সত্যি হয়।

রঘু। আর আশঙ্কাই যদি তোমাদের সত্যি হয়, তাতেই বা ভাবনা কি? আমি যেদিন থাকবো না, আমার আরব্ধ কাজ সেদিন তো তোমাদেরই চালিয়ে যেতে হবে সর্দার!

কেরামৎ। চুপ করো রঘুভাই, চুপ করো। সে-দিনটা আসার আগেই যেন এই বুড়ো কেরামৎ সর্দারের গোরে মাটি পড়ে

রঘু। সত্যিই যদি এটা শয়তানের ফাঁদই হয়, আমি জানি কেরামৎ, কালাচাঁদের মত হাজার হাজার ভাই আমার বর্তমান থাকতে, সে ফাঁদ ওদের টিকবে না। পাথরের গারদ গুঁড়ো করেও তারা আমায় বার করে আনবে।

কেরামৎ। নিশ্চয়ই। দেখিয়ে দেবো এই শয়তানের দলকে, রঘু ছাড়াও তার দলের প্রতিহিংসা কি ভয়ানক! পাথরের গারদ তো ছার, পাতালের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেও—পাতাল ফুঁড়ে তোমায় আমরা উদ্ধার করে আনবো; কারো সাধ্য নেই, আমরা বেঁচে থাকতে তোমার ওপর এতটুকু জুলুম করে।

রঘু। তোমাদের এই স্নেহ-ভালবাসাই আমার প্রধান অস্ত্র সর্দার!

কেরামৎ। বিদায় রঘুভাই! খোদা তোমার মঙ্গল করুন।

[প্রস্থান।

কালাচাঁদ, সুবেদার ও টমাসের পুনঃ প্রবেশ।

কালা। দেখলে সাহেব, প্রমাণ পেলে শেখজী?

টমাস। বহুট খুব! ও, রঘু দি গ্রেট। আই অ্যাম সরি! হামি আগে কাম কবুল করিয়াছে, কি করিবে? অর এলস, হামি টোমার সারভিস কবুল করিট। টুমি—টুমি ডাকাইট না আছে, রাজা আছে—সাচ্চা রাজা আছে। হামি যো কুছ বলিয়াছে—হামাকে মাফ করো রঘু! [নতজানু হইয়া অভিবাদন]

রঘু। [তুলিয়া ওঠো—ওঠো সাহেব! তুমি যে আমাদের অতিথি। হিন্দুর কাছে অতিথি নারায়ণ।

সুবেদার। রঘু! আমাকে মাফ করো ভাই! দূর থেকে শুনে-ছিলাম—তুমি নির্মম নিষ্ঠুর নরঘাতক ডাকাত। কিন্তু কাছে এসে বুঝলাম যে, সে সবই দুষ্টের মিথ্যা রটনা। তুমি দুনিয়ার মাটিতে বেহেস্তের আশীর্বাদ। আর ডাকাতই যদি তোমার সত্য পরিচয় হয়, খোদা করুন—হিন্দুস্থানের ঘরে ঘরে যেন তোমার মত ডাকাতের জন্ম হয়।

রঘু। আর আমাকে লজ্জা দেবেন না শেখজী! কালাচাঁদ! যাও ভাই, অতিথিদের উপযুক্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা করে দাও।

কালা। এসো শেখজী! এসো সাহেব!

রঘু। আদাব শেখজী!

টমাস। ও-কে রঘু, থ্যাঙ্কস। বহুট বহুট ধন্যবাড আবার ডেখা হইবে। গুড নাইট!

[সুবেদার ও টমাসকে লইয়া কালাচাঁদের প্রস্থান।

রঘু যাইবার উপক্রম করিতেছিল, এমন সময় কাজলীর প্রবেশ।

কাজলী। রঘুদা! রঘুদা! কোথায় যাচ্ছো? না-না, যেতে পাবে না তুমি।

রঘু। ছিঃ কাজলি! অমন করে কি বাধা দিতে আছে?

কাজলী। দোহাই তোমার রঘুদা, তুমি যেও না। ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখে উঠে আসছি আমি। ডান অঙ্গ, ডান চোখ আমার কাঁপছে। বুঝতে পারছি, কি যেন একটা মহা-অমঙ্গল তোমাকে গ্রাস করবার জন্যে ছুটে আসছে। রঘুদা! কখনও কোনদিন তোমার কাছে কিছু চাইনি, আজ চাইছি, শুধু এইটুকু ভিক্ষা তুমি আমায় দাও।

রঘু। তা হয় না কাজলি! আমি কথা দিয়েছি। না গেলে সবাই যে আমাকে কাপুরুষ ভাববে।

কাজলী। ভাবুক; ক্ষতি নেই তাতে। কথা শোন রঘুদা, কথা শোন। একান্তই যদি যেতে চাও, পরে যেও—কাল নয়। বলো, তুমি যাবে না, বলো। [কাঁদিয়া ফেলিল]

রঘু। কেঁদো না কাজলি! চোখের জলে আমার যাত্রাপথ পিছল করে দিও না। ভেবো না বোন! আবার আমি আসবো—আমাদের অসম্পূর্ণ কাজ আমিই এসে পূর্ণ করবো তোমাদের পুরোভাগে থেকে।

[প্রস্থান।

কাজলী। [কিছুক্ষণ রঘুর গমন-পথের দিকে লক্ষ্য করিয়া থাকার পর] চলে গেল? দেখতে দেখতে চোখের আলো নিভে গেল। যাকে অবলম্বন করে স্বপ্নরাজ্যের মণিকোঠা গাঁথার সঙ্কল্প করেছিলাম, স্বপন-

পুরের সেই রাজকুমার আমার সব আশা-আকাঙ্ক্ষার সমাধি দিয়ে চলে গেল! উঃ, আর সে আসবে না, দেবতা আমায় প্রত্যাখ্যান করে চলে গেল।

[চোখে বস্ত্রাঞ্চল দিয়া প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

জায়গীরদারের দরবার।

ত্রিবিক্রম, বিষাণ ও শিরোমণির প্রবেশ।

ত্রিবিক্রম। দিবা দ্বিপ্রহর অতীত হতে চললো, এখনো তার দেখা নেই কেন?

বিষাণ। অধীর হবেন না জনাব! আমি সংবাদ পেয়েছি, আত্ম-সমর্পণ করতে সে আসবেই।

শিরোমণি। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—"অস্তি গোদাবরী তীরে।" অর্থাৎ কিনা—তীরই ছোঁড় আর গদাই ঘোরাও, শেষ পর্যন্ত তোমায় আসতে হবেই। হেঁ-হেঁ-হেঁ!

ত্রিবিক্রম। রঘু না আসা পর্যন্ত তোমাদের কোন কথাই আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

নিরস্ত্র রঘুসহ এনায়েতের প্রবেশ।

বিষাণ। আসুন—আসুন অতিথি! দরবারের পক্ষ থেকে আপনাকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাচ্ছি।

শিরোমণি। আজ বড় আনন্দ দিলে বাবা রঘু! ধর্মে মতি হোক। কটা দিন আগে যদি ছ্যাঁচড়ামোগুলো ছাড়তে বাবা, এত কাণ্ড করতে হতো না তাহলে।

রঘু। আপনাদের সৌজন্যে ধন্য হলাম। এখন আমার প্রতি জায়গীরদার সাহেবের নির্দেশ কি জানতে পারলে বাধিত হবো।

ত্রিবিক্রম। তুমি কি স্বেচ্ছায় ধরা দিচ্ছো রঘু?

রঘু। এ প্রশ্ন কি এখানে অবান্তর নয়?

শিরোমণি। আ-হা-হা, চটছো কেন বাবাজি! হুজুর যা বলছেন—জবাবটুকু দাও না।

রঘু। আপনিই তাহলে আপনার হুজুরকে জানিয়ে দিন যে, এতদিন সহস্র চেষ্টাতেও যাকে ধরা যায়নি, স্বেচ্ছায় ধরা না দিলে, আজও তাকে ধরার মত সাধ্য কারো ছিল না।

ত্রিবিক্রম। ভাল। শুনে সুখী হলাম। কিন্তু আমি যেন তোমায় কোথায় দেখেছি। যেন চেনা-চেনা মনে হচ্ছে তোমার মুখ; অথচ ঠিক স্মরণ করতে পাচ্ছি না।

রঘু। স্মরণ করতে না পারাই স্বাভাবিক। আমি জানতাম—কিন্তু সেকথা যাক। আর কিছু জিজ্ঞাস্য আছে?

ত্রিবিক্রম। তোমাদের দলের আর সকলে কোথায়?

রঘু। এ প্রশ্নও এক্ষণে অবান্তর। ঘোষণায় শুধু আমারই আত্মসমর্পণের কথা উল্লেখ ছিল; দলস্থ সকলের নয়।

ত্রিবিক্রম। তাহলে তাদের কথা বলবে না?

রঘু। না।

ত্রিবিক্রম। উত্তম! বিষাণ! সভাস্থ সকলকে রঘুর সম্বন্ধে আমার হুকুমনামা পাঠ করে শুনিয়ে দাও।

বিষাণ। যো হুকুম জনাব! [পাঠ] আত্মসমর্পণকারী রঘু ডাকাতের কার্যাবলী আলোচনা করিয়া এবং মহামান্য সুবেদার বাহাদুরের নির্দেশক্রমে আমি জায়গীরদার শ্রীত্রিবিক্রম রায়, আমার অধীনস্থ বিচারক ও প্রজাসাধারণের উপদেশ ও আবেদনক্রমে স্থিরচিত্তে বিচার করিয়া, রঘু ডাকাতের আত্মসমর্পণের সৎসাহসের জন্যে, তাহাকে সপ্রশংস সাধুবাদ জ্ঞাপন করিয়া ঘোষণা করিতেছি যে, আসামী রঘু ডাকাতকে গ্রেপ্তার করা হোক।

[বিষাণ পাঠে বিরত হইয়া এনায়েতকে ইঙ্গিত করিবামাত্র রঘু ধৈর্যহারাভাবে উভয়ের মুখের দিকে তাকাইল]

রঘু। [সাশ্চর্যে] গ্রেপ্তার! [বিস্ময়ে পশ্চাতে তাকাইয়া দেখিল উন্মুক্ত তরবারি হস্তে এনায়েৎ ও সম্মুখে পিস্তল হাতে বিষাণ] চমৎকার! আত্মসমর্পণকারী একজন নিরস্ত্র ব্যক্তিকে বন্দী করার জন্যে জায়গীরদারের বিরাট ফৌজ আজ সশস্ত্র। অপূর্ব তোমার বিচার ত্রিবিক্রম রায়! আর সাবাস বীর তুমি কোতোয়াল বিষাণ!

বিষাণ। ব্যস—ব্যস, বন্দীর মুখে এতবড় কথা শোভা পায় না। মনে রেখো, ইচ্ছা করলে তিলে তিলে তোমাকে হত্যা করতে পারি।

রঘু। ভুল বুঝেছ কোতোয়াল সাহেব! তোমার ওই অর্থপিশাচ অত্যাচারী মনিবের রক্তচক্ষু আর তোমার মত চাটুকার শৃগালের পিস্তলের গুলীকে রঘু ডাকাত সমানই তুচ্ছ মনে করে।

বিষাণ। রঘু ডাকাত!

রঘু। হুঁ—ডাকাত। সরকারী সনদ আর গদীর বলে তোমরা সাধু, আর আমি ডাকাত। তোমরা বিচারক, আর আমি আসামী। চমৎকার!

বিষাণ। শোন ডাকাত! জায়গীরদার রাজার প্রতিভূ—তাঁর বিচার উপেক্ষা করো না।

রঘু। রাজা—জানি না সে কেমন, তবু তোমাদের সুবেদারকে আমি বিশ্বাস করেছিলাম; শুধু তাঁরই প্রচারের ফলে আজ আমি আত্মসমর্পণ করতে এসেছিলাম। আর বিচার? আমার বিচার করার স্পর্ধা তোমাদের নেই মূর্খ অত্যাচারীর দল! এই বিদ্রোহী বাঙালীর বিচার করবে বাংলার জনসাধারণ, বিচার করবে ভবিষ্যৎ, বিচার করবে মহাকাল আর ইতিহাস।

ত্রিবিক্রম। উদ্ধত বিদ্রোহী বাঙালি, স্তব্ধ হও। এনায়েৎ খাঁ! বন্দী কর দস্যুকে। [এনায়েৎ রঘুকে বন্দী করিল]

শিরোমণি। বাঁচলুম বাবা! বেশ হয়েছে, খাসা হয়েছে। ব্যাটা, আমার বুকের রক্ত জল করা পঞ্চাশ হাজার টাকা ডাকাতি করে নিয়ে গিয়েছিলে। এইবার হুজুর, ব্যাটার মাথাটা একেবারে উড়িয়ে দিন, একেবারে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে।

রঘু। সাবাস এনায়েৎ খাঁ! অপূর্ব উদাহরণ দেখালে তুমি জগতকে। দোষ অবশ্য তোমার দিই না, কারণ তুমি বেতনভুক। একটা কথা শুধু মনে রেখো—কোন একজন মানুষের সর্বনাশ করতে জাতির সর্বনাশ করো না। জেনে রেখো, দেশ বা জাতির বিভেদ মানুষ গড়েছে, ধর্ম নয়—ভগবান নয়। দোহাই তোমার এনায়েৎ খাঁ, দুনিয়ায় আর যেখানে যাই হোক, ভারতের হিন্দু-মুসলমান একই মায়ের যমজ সন্তান—তাদের সর্বনাশ করো না—শিখিয়ো না এই বিভেদের মারণমন্ত্র।

ত্রিবিক্রম। এনায়েৎ খাঁ! বন্দীকে অন্ধকার কারাগারে নিয়ে যাও।

বিষাণ। দাঁড়াও এনায়েৎ। বন্দী রঘু ডাকাত! সেদিনের কথা মনে আছে? ভুলিনি আমি, কি অত্যাচার আমার ওপর করেছিলে।

আজ আমি তোমায় তিলে তিলে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করবো। সেদিনের সেই অপমানের চরম প্রতিশোধ নেবো।

রঘু। তুমি মূর্খ! আমায় তুমি হত্যা করতে পারো, কিন্তু উর্বরা বাংলার মাটিতে যে বীজ আমি নিজের হাতে ছড়িয়ে দিয়েছি—তা থেকে জন্ম নিয়েছে হাজার হাজার বিদ্রোহী। তাদের মিলিত নিশ্বাসে একদিন তোমরা সবাই শুকনো পাতার মত মহাশূন্যে মিলিয়ে যাবে।

শিরোমণি। ও বাবা! এ আবার বলে কি গো? একটাতেই প্রাণ ওষ্ঠাগত, আবার বলে হাজার হাজার!

বিষাণ। উত্তম! দেখা যাক, কেমন শক্তিমান বিপ্লবীদল। ওকে নিয়ে যাও এনায়েৎ খাঁ! [এনায়েৎ রঘুকে লইয় গমনোদ্যত হইল]

সুজাতার প্রবেশ।

সুজাতা। দাঁড়াও। বাবা, এর অর্থ কি?

ত্রিবিক্রম। এ রাজনীতি কন্যা।

সুজাতা। রাজনীতি? মিথ্যার ওপর যার প্রতিষ্ঠা, অন্যায়ের আবরণে যা ঢাকা, বিশ্বাসঘাতকতার ক্লেদে যার সর্বাঙ্গ সিক্ত, তাকে তুমি রাজনীতি বলো বাবা? ছিঃ-ছিঃ! মনুষ্যত্ব আর বিবেককে এমনি করেই কি মানুষে হত্যা করবে? ওকে মুক্তি দাও বাবা।

ত্রিবিক্রম। তা হয় না সুজাতা! অপরাধীর মুক্তি নেই।

রঘু। সুজাতা দেবি! আমার অনুরোধ—আমার জন্যে নিজেকে আর এভাবে অপমানিত হতে দেবেন না।

ত্রিবিক্রম। আমি যা করেছি সুজাতা, তা আমার কর্ত্তব্য।

সুজাতা। বাবা! একটিবার আমার দিকে মুখ তুলে চাও, আমি মিনতি করছি—ওকে তুমি মুক্তি দাও। [নতজানু হইল]

সুনীতির প্রবেশ।

সুনীতি। উঠে আয় সুজাতা! ওদের কাছে মিছে মাথা হেঁট করিসনে। মানুষ দেবতার কাছে মিনতি জানায়, মানুষকে অনুরোধ করে—পাষাণের কাছে নয়, ঘাতকের কাছে নয়।

সুজাতা। মা! [সুনীতির বুকে মুখ লুকাইল।

সুনীতি। কাঁদিসনে মা, আমার সঙ্গে আয়। কাঁদতে হয়, মন্দিরের ঠাকুরের কাছে কাঁদবি চল—এদের কাছে নয়।

[সুজাতা সহ প্রস্থান।

বিষাণ। মহামান্য অতিথি! আর কেন, উপস্থিত খোসমহলে বিশ্রাম করবেন চলুন।

রঘু। ধন্যবাদ কোতোয়াল সাহেব! হাজার হাজার ধন্যবাদ জায়গীরদার ত্রিবিক্রম রায়! [এনায়েৎ সহ প্রস্থান।

বিষাণ। এতবড় সাফল্যের পরও আর কি ভাবছেন জনাব?

ত্রিবিক্রম। বড় ভাবিয়ে দিয়ে গেল এই সুজাতা আর সুনীতি। আমি যাই বিষাণ! বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। এসো শিরোমণি!

শিরোমণি। হ্যাঁ হুজুর, চলুন—চলুন।

[ত্রিবিক্রম সহ প্রস্থান।

বিষাণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ভাবো বৃদ্ধ, ভাবো। আজন্ম ভেবেও কিছুই স্থির করতে পারবে না। শুধু ভাববে আর ভাববে। তারপর একদিন চমকে উঠে দেখবে, তোমার ওই গদীতে বসে আছে কোতোয়াল বিষাণ; আর—আর তার পাশে তোমারই কন্যা সুজাতা। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।

প্রথম দৃশ্য।

রঘুর গুপ্ত আস্তানা।

কথা বলিতে বলিতে কালাচাঁদ ও কেরামতের প্রবেশ।

কেরামৎ। না—না কালাচাঁদ, আর কোন কথা নয়। রঘুভাইকে যে করেই হোক ওদের খপ্পর থেকে ছিনিয়ে আনতে হবে।

কালা। কিন্তু কী করে সর্দার?

কেরামৎ। জান দিয়ে কেল্লা ওদের ধূলো করে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে।

কালা। রঘুভাইয়ের জন্যে দরকার হলে দলের প্রত্যেকেই জান দিতে পারে, কিন্তু তাতেই কি রঘুভাইয়ের জান বাঁচবে? ওই মতলব-বাজদের সঙ্গে সোজা রাস্তায় কাজ হবে না সর্দার!

কেরামৎ। মতলববাজ শয়তান মিথ্যাবাদীর দল আশা দিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে গিয়ে শেষে বন্দী করলে? ওরা মানুষ নয়, কুত্তা—কুত্তা।

কালা। তাই কুত্তার সঙ্গে মানুষের ব্যবহার করে কোনও লাভ হবে না।

কেরামৎ। বাছা বাছা লোক পাঠাও। তারা চেষ্টা করুক, পাহারা-দারদের ঘুস দিয়ে রঘুভাইকে যাতে খালাস করতে পারে।

কালা। লোক আমি আগেই লাগিয়েছি। জানি না, কতদূর কি

হবে। তবে আশা কম। শয়তান বিষাণ নিজেই কেল্লার ওপর খুব কড়া নজর রেখেছে।

কেরামৎ। তবুও কাল আমাদের শেষ বোঝাপড়া হবে।

কালা। সেটা কি ভাবে হবে সর্দার?

কেরামৎ। আগামী কাল বধ্যভূমি থেকে রঘুভাইকে ছিনিয়ে আনবার চেষ্টা করতে হবে।

কালা। পারবে?

কেরামৎ। কালাচাঁদ! তুমি না মরদ, তুমি না রঘুভাইয়ের দোস্ত? একথা তুমি মুখে আনতে পারলে? পারি ভাল—নয় তো মরবো। রঘুভাইকে যদি বাঁচাতে না পারি, তবে আমাদেরই বা বেঁচে থেকে লাভ কি?

কালা। তুমি আমায় ভুল বুঝেছ সর্দার! জানের মায়া আর আমি করি না। এ জান যদি রঘুর জন্যে দিতে পারি, তাহলে সে তো হবে আমার বহু পুণ্যের ফল। আমি বলছিলাম কি, কাল বধ্যভূমিতে গেলেই যে ওরা আমাদেরও বন্দী করবে।

কেরামৎ। যেতে হবে ছদ্মবেশে। প্রকাশ্য স্থানে ঘটা করে লোক জড়ো করে ওরা রঘুভাইকে হত্যা করতে চায়। আমাদের লোক ছদ্মবেশে সেই ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকবে—তোমার বা আমার সঙ্কেতের অপেক্ষায়। সঙ্কেত পাওয়া মাত্র বাঘের মত তারা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে জায়গীরদারের ফৌজের ওপর। বুঝেছ?

কালা। বুঝেছি সর্দার।

কেরামৎ। সবাই যখন লড়াইয়ে ব্যস্ত থাকবে, সেই ফাঁকে শুধু তোমার কাজ হবে রঘুভাইকে ছিনিয়ে নিয়ে পালানো—রাজী আছো?

কালা। একশোবার।

কেরামৎ। আমাদের কারো জন্যে তোমায় অপেক্ষা করতে হবে না। আমরা পারি আবার ফিরে আসবো, নয়তো মরবো? রঘুভাই আর তুমি বেঁচে থাকলে এমন হাজার হাজার দল আবার গড়ে উঠবে। বল—পারবে না?

কালা। মানুষের যা সাধ্য, কালাচাঁদ তা করতে কসুর করবে না সর্দার! সত্যই যদি রঘুভাইকে বাঁচাতে না পারি, আর তোমরা ফিরে না আসো, তাহলে সর্দার, ওই শয়তান নেমকহারামের দলকে এমন শাস্তি দেবো, যা মনে করে দুনিয়ার কেউ কোনদিন নিরীহের ওপর অত্যাচার করতে সাহস করবে না। ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখে তারা আঁৎকে উঠবে, জেগে দেখবে বিভীষিকা। এই কালাচাঁদ হয়ে উঠবে সেদিনের সেই কালাপাহাড়ের মতই অত্যাচারী—দুর্বার—হিংস্র।

[উভয়ের প্রস্থান।

গীতকণ্ঠে কাজলীর পুনঃ প্রবেশ।

কাজলী—

গীত।

আমার পূজা সে দিয়াছে ফিরায়ে, ডালিভরা কাঁদে উপচার।
দেউল-দুয়ার বন্ধ হয়েছে, আমার দেবতা নহে আমার।
যে ছিল আমার ধ্যানের ছবিটি,
হিয়ার কাঁপন, মুখের হাসিটি,
যার লাগি গাহি মিলনের গান, সে দিল বিরহ উপহার।

[দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া] মিছে—মিছে আশা, মিছে কল্পনার জাল বোনা।

চারণের প্রবেশ।

চারণ। না।

কাজলী। কে? ও, আপনি?

চারণ। হ্যাঁ, আমি মা! লজ্জা কি? সব শুনেছি আমি। [মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে] দুঃখ করো না মা!

কাজলী। [কাঁদিয়া] কিন্তু আমি যে—আমি যে আর—

চারণ। জানি; তবু সইতে হয়। এই তো প্রেমের স্বরূপ! প্রেম পাওয়ায় নয়, দেওয়ায়। মিলনে নয়, বিরহে। এই প্রেমই তো নশ্বর জগতে অবিনশ্বর হয়ে থাকবে।

কাজলী। [সক্রন্দনে] কিন্তু কেন আমি এত সইবো, এত করবো তার জন্যে? কে সে আমার? কে?

চারণ। শ্রীরাধাও শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে এই প্রশ্নই করেছিলেন।

কাজলী। সে তো আমায় চায় না! আমায় তো ভুলেই গেছে।

চারণ। কৃষ্ণও মথুরায় গিয়ে রাইধনিকে ভুলেই গিয়েছিলেন। রাধা কেঁদেছিলেন, দূতী পাঠিয়েছিলেন, মান করেছিলেন ঠিক তোমারই মতন। কেঁদে বলেছিলেন—

গীত।

সখি, আমার বঁধুয়া আন ঘরে যায় আমার আঙ্গিনা দিয়া।
মরম-কুসুম গিয়াছে দলিয়া আমি কেমনে বাঁধিব হিয়া॥

[গীতান্তে] কেঁদো না মা, ছিঃ! এই কি তোমার কান্নার সময়? তোমার বন্দী প্রিয়র জন্যে তোমারও যে দায়িত্ব রয়েছে।

কাজলী। হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমারও দায়িত্ব আছে। কাজের ডাক এসেছে, আমাকেও যেতে হবে।

চারণ। কোথায় যাবে মা!

কাজলী। জায়গীরদার-প্রাসাদে। শয়তানদের শয়তানিচক্র ভেদ করে রঘুদাকে মুক্ত করে আনতে।

[প্রস্থান।

চারণ।—

গীত।

জাগো হে সুন্দর, জাগো জাগো জাগো হে।
অন্ধকারের তমসা নিশি, আনো আলো আনো হে।

গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় দৃশ্য।

জায়গীরদার-প্রাসাদ।

সুজাতা ও কাজলীর প্রবেশ।

সুজাতা। এইবার বল—তুমি এখানে কেন?

কাজলী। দেখতে এলাম সুজাতা দেবীকে।

সুজাতা। কি চাও তুমি?

কাজলী। দিতে পারবে? যদি বলি, বন্দীর মুক্তি চাই? ওকি, চুপ করে রইলে যে? বুঝেছি, বন্দী যে তোমারও প্রাণেশ্বর।

সুজাতা। একদিন তোমায় বলেছিলাম না যে, ওকে আমি ছিনিয়ে নেবোই।

কাজলী। প্রিয়জনকে ছিনিয়ে নেবার মানে যে তাকে বন্দী করে হত্যা করা—প্রেমের এ পাঠ আমার জানা ছিল না।

সুজাতা। তুমি চলে যাও এখান থেকে। যাও—

কাজলী। অত সহজে যাবো বলে তো আসিনি সুজাতা দেবী। বলেছি তো, আজ তুমি দাতা—আমি প্রার্থী।

সুজাতা। কি তোমার প্রার্থনা?

কাজলী। এখনি তো বললাম—বন্দীর মুক্তি।

সুজাতা। অসম্ভব।

কাজলী। মুক্তি দেবার সামর্থ্য যার নেই, বন্দী করার স্পর্ধা তার কেন?

সুজাতা। ওকে মুক্তি দিয়ে আমার লাভ?

কাজলী। লাভ তোমারই সবচেয়ে বেশী।

সুজাতা। তুমি কি বলতে চাও?

কাজলী। বলতে চাই—মুক্তির পর থেকে ও থাকবে তোমারই প্রিয়; আমি সরে দাঁড়াবো। ঈশ্বরের দোহাই, ওর ওপর আর কোন দাবী থাকবে না আমার।

সুজাতা। হঠাৎ এত উদারতা? ও। দয়া?

কাজলী। না। আজ ভিক্ষা চাইতে এসেছি আমিই, জিত হয়েছে তোমারই। তাই ফিরিয়ে দিতে চাই যার জিনিস তাকেই।

সুজাতা। কারণ?

কাজলী। এতদিনে বুঝেছি, ওর ওপর সত্যিই আমার কোনও দাবী, কোনও অধিকার নেই। এতদিন আমি শুধু ভুল বুঝেছিলাম—মনে মনে মালা গেঁথেছিলাম আকাশ-কুসুমের। মিথ্যা স্বপ্নকে সত্য মনে করেছিলাম। হঠাৎ একটা প্রবল ঝড়ে আমার যত-কিছু আশা,

আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন—সব উড়ে গেল। টের পেলাম, আমাকে ও ভালবাসে না—বাসে তোমাকে।

সুজাতা। [সবিস্ময়ে] কি বলছো তুমি কাজলি!

কাজলী। যা বলছি, তার একটি কথাও মিথ্যা নয়।

সুজাতা। ওঃ—দুদিন আগে তুমি একথা জানালে না কেন? তাহলে—তাহলে হয়তো এভাবে আজ ওকে বন্দী হতে হতো না।

কাজলী। তোমার নিজেরই বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু—ভালবেসে তুমি যে শুধু চেয়েছিলে, দাওনি কিছুই। সম্মান আর ঐশ্বর্যের চমকে চোখ তোমার ধাঁধিয়ে আছে, তাই সত্যটুকু তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। সেকথা যাক, এসব নিয়ে আজ আমি তর্ক করতে আসিনি। এসেছি ভিক্ষা চাইতে। বলো—ভিক্ষা দেবে?

সুজাতা। এ ভিক্ষায় তোমার স্বার্থ কি কাজলি?

কাজলী। যাকে ভালবেসেছি, তার ভাল হোক। সে যাকে ভালবাসে, মিলন হোক সেই দুজনের; তাতেই আমি সুখী হবো। আমার ভালবাসা নাই বা পেলে প্রতিদান! দুঃখ নেই। শুধু আমার ভালবাসা যেন প্রিয়র ভাল করতে পারে। আর কিছু চাই না আমি। [সহসা সুজাতার পদধারণ] সুজাতা দেবি! আমায় বিশ্বাস করো—এই শেষ ভিক্ষাটুকু আমায় দাও। তোমরা জয়ী হও—সুখী হও; আমি চলে যাবো তোমাদের কাছ থেকে দূরে—অনেক দূরে, আর কোনদিনই দেখা দেবো না।

সুজাতা। [কাজলীর হাত ধরিয়া] ছিঃ-ছিঃ! একি করছো কাজলি! ওঠো।

কাজলী। না—না, আমি উঠবো না। আগে আমায় কথা দাও।

সুজাতা। [কাজলীর হাত ধরিয়া তুলিয়া সস্নেহে] ওঠো বোন। আমার সাধ্যে যতটুকু সম্ভব তা আমি করবোই—কথা দিলাম। কাজলি! আমায় ক্ষমা কর বোন! তোমায় আমি ভুল বুঝেছিলাম—ওকেও! ভুল আমি করেছি, তুমিও করেছ। তোমায় আমায় আজ আর কোন প্রভেদ নেই।

কাজলী। বন্দী তাহলে মুক্তি পাবে তো বোন?

সুজাতা। জানি না ভগবান আমার মুখ রাখবেন কিনা! হাতের তীর হাত থেকে অনেক দূরে চলে গেছে কাজলি!

কাজলী। কি হবে তাহলে?

সুজাতা। বাঁচাতে না পারি, তার জন্যে মরতে তো পারবো?

কাজলী। ব্যস, আর আমার কোন দুর্ভাবনা রইলো না। এবার আমি যাই বোন!

সুজাতা। যাবে? কেন কাজলি? আজ এই পরম ভুল ভাঙার ক্ষণেও কি তুমি আমায় ক্ষমা করতে পারলে না বোন? নারী হয়ে তুমিও বুঝবে না—কেন আমি এত অন্যায় করেছি? তুমি কি জান না—কী জ্বালা ভালবাসার?

কাজলী। জানি; তাইতো নিজেকে আর বিশ্বাস করতে পারছি না বোন! ভয় হয়—আমি যে সর্বনাশী। আমার নিশ্বাসে বিষ আছে—সুখের সংসার পুড়ে ছাই হয়ে যায়। আমি যাই, তোমরা সুখী হও—জয়ী হও; এই আমার শেষ কামনা। আর—তুমি আমায় ভুলে যেও বোন—ওঁকেও বলো ভুলে যেতে।

[প্রস্থান।

সুজাতা। কাজলি! কাজলি! না, চলে গেল। অভিমানে চলে গেল। জয়ী আমি নই কাজলি! তুমিই আমাকে জয় করে

অদৃশ্য বাঁধনে বেঁধে রেখে গেলে। কিন্তু—ওঃ, কি ভুল আমি করেছি! কিসে তার প্রায়শ্চিত্ত হবে? কি করি—এখন আমি কি করি?

এনায়েতের প্রবেশ।

এনায়েৎ। সেলাম জনাবজাদি!

সুজাতা। কে? এনায়েৎ খাঁ! তুমি এখানে কেন, কি চাও?

এনায়েৎ। জনাবজাদীর মনস্কামনা পূরণে সাহায্য করতে গোলাম হয়তো পারে।

সুজাতা। [অপ্রতিভভাবে] কি বলতে চাও তুমি?

এনায়েৎ। জনাবজাদীর বাসনা গোলামের অজানা নয়। আমাকে বিশ্বাস করতে অনুরোধ করছি।

সুজাতা। মিথ্যাবাদী—শঠ! সত্য বলো, কি উদ্দেশ্য তোমার?

এনায়েৎ। জীবনে মিথ্যা অনেক বলেছি জনাবজাদি! লাভ কিছু হয়নি। আজ তাই সব মিথ্যার মুখোশ খুলে রেখে একান্ত সত্য কথাই পেশ করতে এসেছি। আমায় বিশ্বাস করুন জনাবজাদি! আমার কথা সত্য; যেমন সত্য আলো বাতাস আসমান জমীন আমি আপনি। আমার কথা সত্য, বন্দীর মুক্তি আমারও কামনা।

সুজাতা। যে তোমাদের পরম শত্রু, যাকে বন্দী করার জন্যে তোমাদের এতদিনের এত আয়োজন, আজ হঠাৎ তাকে মুক্তি দিতে চাও কেন এনায়েৎ খাঁ?

এনায়েৎ। নিজের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করে খোদার দোয়া ভিক্ষা করতে।

সুজাতা। ও। অনুশোচনা?

এনায়েৎ। হ্যাঁ জনাবজাদি!

সুজাতা। দস্যু আর শত্রুর ওপর হঠাৎ এ ভাবান্তরের কারণ?

এনায়েৎ। রঘু দস্যু কিনা জানি না। তাকে দস্যু বলেছি গোলামির খাতিরে। আর শত্রু? হ্যাঁ, রঘু শত্রুই বটে। তার লোকেরা অসহ্য অত্যাচার করেছে আমার ওপর; তবু বাহাদুর শত্রু সে। এমন শত্রুর সাথে লড়াই করায় ইজ্জৎ আছে, কিন্তু বন্দী করে সুখ নেই জনাবজাদি! সুখ আছে বন্দী হয়ে। সেই বন্ধনই আমার প্রায়শ্চিত্ত।

সুজাতা। কিন্তু কেন যে তোমার এ ভাবান্তর তা তো বললে না।

এনায়েৎ। যাকে দূর থেকে শত্রু বলে এতদিন ঘৃণা করে এসেছিলাম, কাছে দাঁড়িয়ে দেখলাম, সে মানুষ নয়—পরশ-পাথর। তার ছোঁয়া পেলে লোহা সোনা হয়, জানোয়ার মানুষ হয়, মানুষ হয়ে ওঠে বেহেস্তের দেবতা। হয়েছেও তাই। আমি নিজে তা স্বচক্ষে দেখে এসেছি। শত্রুকে ক্ষমা করতে তিনিই শিখিয়েছেন। আর শিখিয়েছেন—ওঃ, খোদা! রহম করো খোদা। দোয়া করো!

সুজাতা। আর কি তিনি তোমায় শিখিয়েছেন এনায়েৎ খাঁ?

এনায়েৎ। শিখিয়েছেন—মানুষের চেয়ে ধর্ম বড় নয়, হিন্দু আর ইসলাম পরস্পরের দুষমন নয়, তারা সবাই এক—সবাই মানুষ—সবাই ভাই। মানুষ হয়েও এ জ্ঞান আমার এতদিন হয়নি—তিনিই আমার চোখ খুলে দিলেন। তিনিই আমার গুরু, আমার দেবতা। তাই আমিও চাই তাঁর মুক্তি। তাই আপনার কাছে ছুটে এসেছি জনাবজাদি!

সুজাতা। কিন্তু ভেবে দেখেছ কি এনায়েৎ খাঁ, এ ষড়যন্ত্র প্রকাশ পেলে তোমার শির যেতে পারে?

এনায়েৎ। জানি। জনাবের হুকুমে এতকাল বিনাতর্কে—বিনা বিচারে—অন্যায় অত্যাচারে বহু গরীবের ধড় থেকে শির নামিয়ে নিয়েছি,

আজ না হয় সত্যিকার প্রায়শ্চিত্ত করতে জনাবজাদীর খিদমতে নিজের শিরই দেবো।

সুজাতা। অভিনয় তোমার মন্দ হয়নি এনায়েৎ খাঁ!

এনায়েৎ। অভিনয়? না, আমায় বিশ্বাস করুন জনাবজাদি!

সুজাতা। বিশ্বাস তোমায় আমি করি না।

এনায়েৎ। জনাবজাদি! আমি মুসলমান, খোদার নামে শপথ করে বলছি—আমি যা বলছি, তার এক বর্ণও মিথ্যা নয়।

সুজাতা। শয়তানের আবার শপথ! তার আবার ধর্ম!

এনায়েৎ। তবুও বিশ্বাস হলো না? জনাবজাদি, এই ছোরা নিন—আমার বুকে বসিয়ে দিন। আপনার অবিশ্বাসী হওয়ার চেয়ে সে জ্বালা অনেক আরামের।

সুজাতা। তোমাদের মত আমি নরঘাতক নই।

এনায়েৎ। কি করে তবে আপনাকে বিশ্বাস করাই? খোদা! আমার প্রায়শ্চিত্তের কি কোন পথই মিলবে না মেহেরবান! [কিছু চিন্তার পর] হ্যাঁ, হয়েছে। [ছোরা বাহির করিয়া বাম হাতের আঙুল কাটিয়া ফেলিল] জনাবজাদি! এই নিন আমার সততার প্রমাণ।

সুজাতা। একি! নিজের আঙুল কেটে দিচ্ছো? করলে কি এনায়েৎ খাঁ? ওঃ—কত রক্ত!

এনায়েৎ। আমার শরীরে শয়তানের রক্ত যতটুকু ছিল, তা বেরিয়ে গেল। যাক, হাল্কা হোক—পবিত্র হোক আমার দেহ-মন। ডান হাতটা কেটে জখম করতে পারলাম না; ও-হাতটাকে এখনো আমার দরকার আছে—আপনারই খিদমতের জন্যে।

সুজাতা। আমার অবিশ্বাসের জন্যে মাফ চাইছি এনায়েৎ খাঁ! আজ হিন্দুর ভ্রাতৃদ্বিতীয়া। আজকের দিনে তোমারই রক্তে দিলাম

তোমারই কপালে ভাইফোঁটা। [এনায়েতের হাতের রক্ত লইয়া তাহার কপালে তিলক অঙ্কিত করিয়া দিল]

এনায়েৎ। জনাবজাদি!

সুজাতা। জনাবজাদী নয়, ভাই। আজ থেকে আমি তোমার হিন্দুবোন সুজাতা।

এনায়েৎ। গোলামের ওপর হিন্দু বহিনের বহুৎ মেহেরবানী। কিন্তু আর দেরী নয় বহিন! প্রতিটি মুহূর্ত এখন আমাদের কাছে মূল্যবান। কার্যসিদ্ধির জন্যে এখুনি ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে।

সুজাতা। কি ব্যবস্থা করবে ভাই! বিদ্রোহ?

এনায়েৎ। না বহিন! বিদ্রোহ করবার মত ফৌজ আমার তাঁবে নেই।

সুজাতা। তবে?

এনায়েৎ। ফিকির করে কাজ হাসিল করতে হবে। অন্য কোন উপায় নেই। আর সে কাজে তোমাকেও করতে হবে আমার সাহায্য।

সুজাতা। আমার সাহায্য? কিছুই বুঝতে পারছি না ভাই! কি করতে চাও তুমি?

এনায়েৎ। আমার সঙ্গে এসো বহিন! এখানে বলতে সাহস হয় না; কেউ হয়তো শুনে ফেলবে। এসো। ওকি! সাহস হচ্ছে না বহিন আমার সঙ্গে আসতে? এখনও অবিশ্বাস?

সুজাতা। তা নয় ভাই! তুমি জানো না হিন্দুনারীর কাছে ভাইয়ের মর্যাদা কত বেশী। তারা স্বামীসেবা করে অক্ষয় স্বর্গবাসের আশায়, কিন্তু—ভাইকে ফোঁটা দেয়, তাকে যমের হাত থেকে ছিনিয়ে আনবার তপস্যায়; ভাইয়ের জন্যে নরকে যেতেও তাদের বাধে না। চলো ভাই—

[উভয়ের প্রস্থান।

———

তৃতীয় দৃশ্য।

কারাগার।

রঘুকে প্রহার করিতে করিতে বিষাণ ও ত্রিবিক্রমের প্রবেশ।

বিষাণ। এখনও সম্মত হও।

রঘু। না।

ত্রিবিক্রম। তোমাদের দলের লোকের নাম আর গুপ্ত আড্ডার সন্ধান দাও—মুক্তি পাবে।

রঘু। চাই না মুক্তি।

ত্রিবিক্রম। প্রচুর পুরস্কার পাবে।

রঘু। তবুও না। না—না।

বিষাণ। জনাব! যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়। অযাচিত দয়ার মর্যাদা যারা বোঝে না, তাদের অভ্যর্থনা জানাতে হয় চাবুকের মুখে।

ত্রিবিক্রম। রঘু! শেষ সুযোগ দিচ্ছি তোমায়। একদিকে অর্থ সম্মান প্রতিপত্তি, অন্যদিকে অন্ধকার কারাগার। বেছে নাও কোনটা তোমার কাম্য।

রঘু। দানব-অধিকৃত স্বর্গের চেয়ে অরণ্যচারী ভিখারীর জীবনযাত্রাই আমার কাম্য। অর্থ আর প্রতিপত্তির লোভ দেখিয়ে আমাকে আদর্শ-চ্যুত করার চেষ্টা করাটাই হবে তোমাদের বৃথা।

ত্রিবিক্রম। তবে আর আমার কোন দোষ নেই। বিষাণ! [ইঙ্গিত করিল]

বিষাণ। প্রস্তুত হও দস্যু! [চাবুক উত্তোলন]

রঘু। আমি প্রস্তুত।

[বিষাণ চাবুকের পর চাবুক মারিয়া চলিল]

ত্রিবিক্রম। ভেবেছিলে—সুজাতার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা স্থাপন করে নিষ্কৃতি পাবে—কেমন ?

রঘু। মূর্খ! পিতার রক্তচক্ষু আর অনুকম্পাকে যে ঘৃণায় উপেক্ষা করে, কন্যার দয়ার প্রত্যাশী সে নয়।

ত্রিবিক্রম। তবে ?

রঘু। কারণটা তোমার আদরিণী কন্যাকেই জিজ্ঞাসা করো।

বিষাণ। আমি জানি।

রঘু। জানো না—শুধু জালা ভোগ করো।

বিষাণ। এতও ধৃষ্টতা ? [চাবুক মারিল]

ত্রিবিক্রম। থামো।

বিষাণ। [চাবুক থামাইল] কি হলো জনাব ?

ত্রিবিক্রম। ওকে এখানে থেকে নিয়ে যাও। নতুন কোন শাস্তির ব্যবস্থা করো, যেমন করে হোক সম্মত করা চাই।

বিষাণ। উত্তম। এসো বন্দি! চরম শাস্তির জন্যে প্রস্তুত হবে ; দেখি তুমি বশ্যতা স্বীকার কর কি না!

রঘু। প্রাণ থাকতে নয়।

[বিষাণ সহ প্রস্থান।

ত্রিবিক্রম। স্পর্ধা! এত অত্যাচারেও সম্মত হলো না!

ডাকিতে ডাকিতে সুজাতার প্রবেশ।

সুজাতা। বাবা—বাবা! এই যে বাবা! আমি তোমায় কত খুঁজছি।

ত্রিবিক্রম। কেন মা? একি! এতদিন পরে আজ দেখছি আমার সুজাতা মার মুখে হাসি দেখা দিয়েছে।

সুজাতা। আজ আমার বড় আনন্দ বাবা!

ত্রিবিক্রম। কেন মা?

সুজাতা। কেন আনন্দ হবে না? অতবড় একটা ডাকাত ধরা পড়লো, সমস্ত পরগণায় কোনদিন আর লুটপাট হবে না, তোমার জায়গীর নিষ্কণ্টক হলো, আনন্দ হবে না আমার?

ত্রিবিক্রম। কিন্তু সেদিন তো তুইও আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে চেয়েছিলি মা?

সুজাতা। সেদিন বুঝতে পারিনি; আজ বুঝতে পাচ্ছি, সেদিন আমার অন্যায়ই হয়েছিল। আচ্ছা বাবা, ডাকাতটা পোষ মানলে?

ত্রিবিক্রম। না মা। বিষাণ তাকে নিয়ে গেছে আবার নতুন করে বশে আনবার চেষ্টা করতে।

সুজাতা: একটা কথা বলবো বাবা?

ত্রিবিক্রম। কি মা?

সুজাতা। আমি একবার চেষ্টা করে দেখবো বাবা?

ত্রিবিক্রম। তুই? তুই কি চেষ্টা করবি মা?

সুজাতা। মার-ধোরে যখন বশ হচ্ছে না, তখন একবার মিষ্টি কথা বলা যাক না। আমি চেষ্টা করলে হয়তো কাজ কিছু হলেও হতে পারে।

ত্রিবিক্রম। হুঁ! কিন্তু তুই একা যাবি ওই ডাকাতটার কাছে, শেষে যদি আক্রোশের মাথায় একটা কিছু করে বসে?

সুজাতা। বেশ, তাহলে না হয় কাকেও সঙ্গে দাও।

ত্রিবিক্রম। এই—কে আছ ওখানে?

এনায়েতের প্রবেশ।

এনায়েৎ। জনাব!

ত্রিবিক্রম। এই যে এনায়েৎ। ভালই হলো। বিষাণ কোথায়?

এনায়েৎ। তিনি এখুনি বন্দীর ঘর থেকে বেরিয়ে কোথায় গেলেন, আর বলে গেলেন—একটু পরেই আবার চেষ্টা করে দেখবেন।

ত্রিবিক্রম। কি করছে বন্দী?

এনায়েৎ। অবসন্ন অচৈতন্যের মত পড়ে আছে।

ত্রিবিক্রম। ভাল। তুমি যাও সুজাতার সঙ্গে। খুব হুঁসিয়ার থাকবে। যেন কোনমতে ডাকাতটা ওর অনিষ্ট করতে না পারে।

এনায়েৎ। জনাবজাদীর রক্ষণাবেক্ষণে গোলামের কোন ত্রুটি হবে না। আসুন জনাবজাদি! আসুন—

[সুজাতা সহ প্রস্থান।

ত্রিবিক্রম। আশ্চর্য ক্ষমতা এই বন্দীর। কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করলে না। জায়গীরদার ত্রিবিক্রম রায়ের জীবনে এতবড় বিস্ময় আর কখনো আসেনি। আশ্চর্য!

সুনীতির প্রবেশ।

সুনীতি। এমন একটা আশ্চর্য সম্পদকে তবু তোমরা এমনি ভাবে অত্যাচারে নিঃশেষ করে ফেলবে?

ত্রিবিক্রম। মুক্তি যে চায় না, তার জন্যে আমরা কি করতে পারি সুনীতি?

সুনীতি। সর্তহীন মুক্তি দিয়ে নিজেদের পৈশাচিক কলঙ্কের হাত থেকে বাঁচাতে পারো।

ত্রিবিক্রম। শত্রুকে মুক্তি দেবো?

সুনীতি। দেবে! এখনও তোমরা বুঝতে পাচ্ছো না—যাকে শাস্তি দিয়ে বশ করা যায় না, তাকে জয় করতে হয় ভালবেসে। শেকলের বাঁধনকে যে তুচ্ছ করতে পারে, তাকে বাঁধতে হয় প্রীতির বাঁধনে।

ত্রিবিক্রম। সুনীতি! রাজকার্য নীতিবোধের মাপকাঠিতে চলে না, চলে শাসনে।

সুনীতি। কিন্তু—নিরপরাধের শাসনও ন্যায়বিচার নয়।

ত্রিবিক্রম। রঘু ডাকাত নিরপরাধ? অপরাধী তবে কে?

সুনীতি। তুমি—তোমরা সবাই।

ত্রিবিক্রম। সুনীতি! ভুলে যেও না—তোমার অধিকার কতটুকু।

সুনীতি। যা সত্য, তা স্বীকার করার অধিকার সকলেরই আছে। কোন দোষে রঘু আজ অপরাধী? প্রজার মঙ্গলসাধনের জন্যে তুমি জায়গীরদারের গদীতে বসেছ, তোমার সে কর্তব্য তুমি কি পালন করেছ? না। শাসনের নামে শোষণ করেছ, চিরকাল বিচারের প্রহসনে করেছ স্বেচ্ছাচার। তোমার অসমাপ্ত কর্তব্য সমাপন করতে চেয়েছে ওই রঘু ডাকাত। সে কি তার অপরাধ? দস্যু-অপহৃতা তোমার কন্যাকে মহাসম্মানে যে তোমার গৃহে ফিরিয়ে দিয়ে গেছে, সে কি বিনিময়ে পাবে রক্তাঞ্জলির পুরস্কার? চমৎকার বিচার তোমাদের।

ত্রিবিক্রম। ভুলে যাচ্ছো সুনীতি, সুজাতাকে অপহরণ করেছিল রঘুরই অনুচরেরা।

সুনীতি। তাই সুজাতার ওপর সহৃদয় হয়ে, লুণ্ঠন আর অত্যাচার করে সে তোমার বংশে কলঙ্ক আরোপ করেনি; নিজে সহযাত্রী হয়ে বিপদ তুচ্ছ করে তোমার কন্যাকে সসম্মানে ফিরিয়ে দিয়েছে তোমার প্রাসাদে। তাকে তোমরা দস্যু বলো? তোমাদের ঘোষণায় বিশ্বাস

করে একা অস্ত্রহীন অবস্থায় যে তোমাদের আনুগত্য স্বীকার করতে আসে, তাকে প্রবঞ্চনা করে বন্দী করাটাকে কি রাজনীতি বলে?

ত্রিবিক্রম। হ্যাঁ—বলি। রাজনীতি তুমি বুঝবে না—বুঝতে চেষ্টাও করো না।

সুনীতি। বুঝতেও চাই না তোমাদের ওই ঘৃণ্য রাজনীতি। শুধু এইটুকু বুঝি—ক্ষমতার গর্বে অন্ধ হয়ে আজ যারা রঘুর বিচার করতে চায়, একদিন তাদেরও মাথা পেতে নিতে হবে ভগবানের বিচার।

[প্রস্থান।

ত্রিবিক্রম। ভগবানের বিচার? হাঃ-হাঃ-হাঃ! উন্মাদ—উন্মাদ। সুনীতি উন্মাদ হয়ে গেছে। বৈদ্যকে সংবাদ পাঠাতে হবে! হাঃ-হাঃ-হাঃ!

সুজাতা সহ এনায়েতের ছদ্মবেশে রঘুর প্রবেশ।

ত্রিবিক্রম। এই যে সুজাতা! কিছু হলো মা?

সুজাতা। [ত্রস্তকণ্ঠে] না বাবা, পারলাম না। ভীষণ একগুঁয়ে—কিছুতেই রাজী হলো না। আমি যাচ্ছি বাবা! এসো এনায়েৎ খাঁ! আমায় পৌঁছে দাও। [রঘু সহ প্রস্থানোদ্যতা]

উদ্যত রিভলভার হস্তে বিষাণের প্রবেশ।

বিষাণ। ব্যস! আর এক পাও অগ্রসর হবার চেষ্টা করবেন না। হুঁসিয়ার!

সুজাতা। একি! কেন তুমি হঠাৎ এভাবে আমাকে—

বিষাণ। [শ্লেষমিশ্রিত স্বরে] কেন? তা তো আপনার অজানা নয় জনাবজাদি!

ত্রিবিক্রম। তোমার এই অদ্ভুত আচরণের অর্থ আমিও কিছু বুঝতে পারছি না বিষাণ!

বিষাণ। এখনি পারবেন জনাব! এই, কে আছো? [রঘু প্রস্থানোদ্যত হইতেই বিষাণ পিস্তল সম্মুখে উদ্যত করিয়া ধরিল] খবরদার! পালাবার চেষ্টা করে কোন ফল নেই। চারিদিকে সশস্ত্র প্রহরী তোমার অভ্যর্থনার জন্যে অপেক্ষা কচ্ছে। [টান দিয়া রঘুর দাড়ি খুলিয়া] দেখুন জনাব!

ত্রিবিক্রম। কি আশ্চর্য! এসব কি বিষাণ?

বিষাণ। জনাবজাদীর কীর্তি। স্নেহাতুর পিতাকে ছলনায় ভুলিয়ে আমার চোখে ধুলো দিয়ে বন্দীকে মুক্তি দেবার কৌশল। কে আছো? [প্রহরীর প্রবেশ।] এই, বন্দী করো এই ডাকাতটাকে। [প্রহরী রঘুকে বন্দী করিতে উদ্যত]

সুজাতা। না-না, ওকে তোমরা বন্দী করতে পারবে না। ছেড়ে দাও—

রঘু। সুজাতা! তোমার শুভেচ্ছার জন্যে বন্দী চিরকৃতজ্ঞ, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তোমার ঋণের কথা স্মরণ করবো। চলো প্রহরি—কোথায় আমায় নিয়ে যাবে। [প্রহরী সহ প্রস্থানোদ্যত]

সুজাতা। [ছুরিকাহস্তে বাধা দিল] খবরদার! ছেড়ে দাও ওকে। নইলে তোমাদের হত্যা করতেও আমি কুণ্ঠিত হবো না।

বিষাণ। অস্ত্র ফেলে দিন জনাবজাদি!

সুজাতা। না।

বিষাণ। আমি অনুরোধ করছি জনাবজাদি, আমার কার্যে বাধা দিয়ে অহেতুক আমায় বলপ্রয়োগ করতে বাধ্য করবেন না। অস্ত্র ত্যাগ করুন।

সুজাতা। না—না।

বিষাণ। ভাল, তবে আর আমার দোষ নেই। [বলপূর্বক ছুরি

কাড়িয়া লইল] প্রহরি! একেও বন্দী করে ডাকাতটার সঙ্গে নিয়ে যাও। হাঁ করে দেখছো কি মূর্খ! আদেশ পালন কর। নিয়ে যাও।

[প্রহরী সুজাতাকে বন্দী করিল]

সুজাতা। বাবা! বাবা!

ত্রিবিক্রম। [সক্রোধে] বিষাণ!

বিষাণ। জনাব!

ত্রিবিক্রম। আমি এতক্ষণ অবাক-বিস্ময়ে তোমার ঔদ্ধত্য লক্ষ্য করছিলাম। স্পর্ধা বটে! আমার চোখের ওপর আমারই বেতনভুক কর্মচারী হয়ে তুমি আমার কন্যার অঙ্গস্পর্শ করে তাকে বন্দী করতে সাহস করো?

বিষাণ। রাজনীতিতে বাধ্য হয়ে অনেক সময় অপ্রিয় কাজ করতে হয় জনাব!

ত্রিবিক্রম। কিন্তু এ কাজ তুমি করতে পারে না। এখুনি ছেড়ে দাও সুজাতাকে। ক্ষমা চাও ওর কাছে নতজানু হয়ে।

বিষাণ। ক্ষমা বিষাণ চাইবে না। সুজাতা তো তুচ্ছ, জনাবের কাছেও নয়।

ত্রিবিক্রম। চাইতে হবে তোমায়। আমি হুকুম কচ্ছি।

বিষাণ। হুকুম! হাঃ-হাঃ-হাঃ! দরকার হলে আপনার সম্পর্কেও অপ্রিয় কর্তব্য পালন করতে আমার বাধবে না জনাব!

ত্রিবিক্রম। বটে! এত সাহস? এই, বন্দী কর এই উদ্ধত কর্মচারীকে। ওকি! দাঁড়িয়ে আছো কেন? বন্দী করো। আমি হুকুম দিচ্ছি—বাঁধো ওকে। আমার হুকুম শুনতে পাসনি মূর্খ? ও, বুঝেছি—তোরা সবাই ষড়যন্ত্র করেছিস আমার বিরুদ্ধে।

বিষাণ। এতক্ষণে ঠিক ধরেছেন জনাব ত্রিবিক্রম রায়। আরও দেখতে চান? এই—বন্দী করো এই বৃদ্ধকে।

[প্রহরী জায়গীরদারকে বন্দী করিল]

ত্রিবিক্রম। একি, এসব কি সত্য? আমি কি জেগে আছি!

বিষাণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! জেগে আছেন বৈকি ভূতপূর্ব জনাব ত্রিবিক্রম রায়। বহাল তবিয়তে জেগে আছেন। চাকা ঘুরে গেছে জনাব! তাই ওপরে যে ছিল—সে আজ নিচে পড়েছে। মূর্খ বৃদ্ধ! ভেবেছিলে তোমার গোলামির জন্যেই বিষাণ চিরকাল তোমার হুকুম মানতে পড়ে থাকবে। মূর্খ! গোলামি নয়—বিষাণ চেয়েছিল গদী। আর তা সে এতদিনে লাভ করলো। হাঃ-হাঃ-হাঃ! নিয়ে যাও এদের। একসঙ্গে অন্ধকার কারাগারে বন্দী করে রাখো। যাও।

ত্রিবিক্রম। [যাইতে যাইতে] এর প্রতিফল তুমি পাবে পিশাচ! এই বিশ্বাসঘাতকতার জন্যে একদিন আমার কাছে তোমায় নতজানু হয়ে মার্জনা ভিক্ষা করতে হবে। সেদিন আমি তোমায় মার্জনা করবো না—পদাঘাতে দূর করে দেবো। বিশ্বাসঘাতক—শয়তান!

বিষাণ। যাও—নিয়ে যাও। [বন্দীত্রয়কে লইয়া প্রহরীর প্রস্থান।] বৃদ্ধ অসহায় বন্দীর কাছে মার্জনা ভিক্ষা? হাঃ-হাঃ-হাঃ! শুধু গদীই আমার কাম্য নয় বৃদ্ধ! আমি চাই—তোমার ওই সুন্দরী আদরিণী কন্যাকে আমার অঙ্কশায়িনী করতে। তোমারই সম্মুখে জোর করে তা করবো; তুমি বাধা দিতে পারবে না। হাঃ-হাঃ-হাঃ!

[প্রস্থান।

———

চতুর্থ দৃশ্য।

কারা-প্রাঙ্গণ।

ছদ্মবেশে কেরামৎ, কালাচাঁদ, চারণ, বন্দী রঘু, এনায়েৎ ও প্রহরী, পরে শিরোমণির প্রবেশ।

শিরোমণি। কথায় বলে 'অতি বাড় বেড়ো না ঝড়ে ভেঙে যাবে, আর অতি ছোট হয়ো না পায়ে থেঁৎলে যাবে'। অতি শব্দটাই খারাপ, মহাজনেরা বলেছেন, যে যার ওজন বুঝে চললে শেষটায় পস্তাতে হয় না। যেমন অপকর্মগুলো করেছিলে—তেমনি এবার কাঁচা মাথাটা দাও।

রঘু। এনায়েৎ! ভাই!

এনায়েৎ। কেন রঘুভাই!

রঘু। মৃত্যুর আগে একি ঋণে তুমি আমায় বেঁধে রাখলে ভাই?

এনায়েৎ। তুমি যে তারও আগে হতে আমায় বেঁধেছ রঘুভাই।

শিরোমণি। জ্বরের ঘোরে মানুষ ভুল বকে। আর যমের পরোয়ানা এলে বকবে না? কেঁদে কূল পাবে না মাণিকজোড়! বড় বাড় হয়েছিল যে। লঘু-গুরু মানো না তোমরা। আস্পর্দ্ধা! [অদূরে বিষাণকে আসিতে দেখিয়া] ওই এলো তোদের মুগুর। এবার থেঁতো করবে, আর দেরী নেই।

বিষাণের প্রবেশ।

বিষাণ। সমবেত জনসাধারণ! অত্যাচারী রঘু ডাকাত আজ বন্দী অবস্থায় শাস্তির অপেক্ষা করছে। জায়গীরদার অসুস্থ, শুধু তাঁরই আদেশে আমি আমার অপ্রিয় কর্তব্য সম্পাদন করতে এসেছি। আপনারা সকলে

শুনুন—[শাস্তিনামা পাঠ] আমি খোদ জায়গীরদার শ্রীল শ্রীযুক্ত ত্রিবিক্রম রায় স্থিরচিত্তে ও আইনসম্মতভাবে অত্যাচারী প্রজাপীড়ক ও বিদ্রোহী রঘু ডাকাতের বিচার করিয়া তাহার মস্তক ছেদন করিয়া প্রাণদণ্ডের আদেশ দিতেছি। আমার মনে হয়, কৃত পাপের তুলনায় আসামীর এ শাস্তি অতি লঘু—অতি অকিঞ্চিৎকর। ঈশ্বর তাহার আত্মার মঙ্গল করুন।

শিরোমণি। হ্যাঁ—হ্যাঁ, অতি উত্তম বিচার হয়েছে হুজুরের। আহা! হুজুর আমাদের সাক্ষাৎ ধর্মরাজ। তা—আর দেরী কেন? ঘেচাংটা এবার সেরে ফেলা হোক; আমরাও হাঁপ ছেড়ে বাঁচি, সারা পরগণাটা নিষ্কণ্টক হোক।

কেরামৎ। [জনান্তিকে] হুঁসিয়ার কালাচাঁদ!

কালা। [জনান্তিকে] আমি তৈরি আছি সর্দার! দলের আর সবাইকে ইসারা করে দাও।

[চারণকে ইসারা করিবামাত্র এক একে কালাচাঁদ,
কেরামৎ ও চারণের প্রস্থান।]

বিষাণ। এনায়েৎ খাঁ! তোমায় শাস্তি—রঘু ডাকাতের শিরশ্ছেদ করতে হবে তোমাকেই স্বহস্তে। খড়্গ তুলে নাও।

এনায়েৎ। তুমি কি ভুলে গেছ বেইমান কোতোয়াল বিষাণ! যে, এনায়েৎ খাঁ আজ আর তোমার তাঁবেদার নয়! তোমার হুকুমের সে আর পরোয়া করে না।

বিষাণ। খড়্গ তুলে নাও।

এনায়েৎ। না।

বিষাণ। অবাধ্য হয়ো না এনায়েৎ খাঁ! কঠিন শাস্তি পাবে। বিষাণের ক্রোধের স্বরূপ তোমার অজানা নয়।

এনায়েৎ। খোদার কাছে যে আত্মসমর্পণ করেছে, বিষাণের হুকুমে

সে পদাঘাত করে। আর বিষাণকে সে আজ একটা কুত্তার চেয়ে হেয় মনে করে।

বিষাণ। হুঁসিয়ার! জানো, তোমার ওই অসংযত জিভখানা কেটে এখুনি টুকরো টুকরো করে কুকুর দিয়ে খাওয়াতে পারি?

এনায়েৎ। [তাচ্ছিল্যের হাসি] হাঃ-হাঃ-হাঃ!

রঘু। এনায়েৎ! ভাই! শেষ সময়ে কেন এ বিবাদ, কেন এ কলহ? তুলে নাও খড়্গ। ওই ঘৃণিত ঘাতকের হাতে মরার চেয়ে তোমার হাতে মরণ আমার অনেক সুখের—অনেক গৌরবের। আমার জন্যে তুমিই বা কেন বৃথা প্রাণ দেবে?

এনায়েৎ। তোমার জন্যে নয় রঘুভাই। আমি প্রাণ দিচ্ছি আমার দেশের জন্যে—সমাজের জন্যে। মিলিত হিন্দু-মুসলমান উভয়েই দেখুক, তারা পর নয়—পৃথক নয়। একই মাটিতে তাদের জন্ম। একই সাথে হাত ধরাধরি করে মৃত্যুকে পর্যন্ত বরণ করতে তারা দ্বিধাবোধ করে না। হিন্দু-মুসলমানের যত দ্বন্দ্ব, যত বিভেদ—সব ঘুচে যাক আজ। আমাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা করুক তারা—একই দেশমাতার যুগল সন্তান আমরা দুটি ভাই—হিন্দু-মুসলমান।

রঘু। এনায়েৎ, চঞ্চল হয়ো না ভাই!

এনায়েৎ। না—না রঘুভাই! ও আদেশ আমায় করো না। আমি পারবো না।

বিষাণ। পারতে আমি তোমায় বাধ্য করবো।

এনায়েৎ। তুমি আমায় হত্যা করতে পারো বিষাণ, কিন্তু আর কোনও আদেশ তুমি আমাকে দিয়ে পালন করাতে পারবে না।

বিষাণ। বটে! তবে দুজনেই মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হও। স্মরণ করো ইষ্টনাম।

প্রহরী। [নেপথ্যে] সরে দাঁড়াও—সরে দাঁড়াও, মহামান্য সুবেদার বাহাদুর আসছেন।

শিরোমণি। ও বাবা! একি কাণ্ড! স্বয়ং সুবেদার এদিকে আসছেন যে! মরেছে!

বিষাণ। একি? সুবেদার আসছেন? তাইতো!

সুবেদারের প্রবেশ।

বিষাণ। আসুন—আসুন জনাব! আপনার পদধূলি পড়ে পরগণা আজ ধন্য হলো—সার্থক হলো। [কুনিশ করিল]

রঘু। [স্বগত] এই সুবেদার? আশ্চর্য! শয়তান!

সুবেদার। তোমার বিনয়ে বহুৎ বহুৎ খুশ হলাম কোতোয়াল! জায়গীরদার কই?

বিষাণ। [অপ্রতিভ ভাবে] আজ্ঞে—আজ্ঞে হুজুর, তিনি কাল থেকে সামান্য অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তাই আমার ওপরেই এই অপ্রিয় কর্তব্য পালনের ভার পড়েছে।

সুবেদার। যোগ্যপাত্রেই রায়-সাহেব ভার অর্পণ করেছেন। আচ্ছা, তুমি যাও, রায়-সাহেবকে সেলাম দাও আমার।

বিষাণ। কিন্তু জনাব, এদিকে যে—

সুবেদার। কোন চিন্তা নেই। আমি আছি। তুমি যাও—

বিষাণ। যে আজ্ঞা জনাব!

[প্রস্থান।

শিরোমণি। কোটি কোটি সেলাম বড় হুজুর। মেজাজ গতিক ভাল?

সুবেদার। ভাল। বহুৎ বহুৎ শুক্রিয়া। আপনার?

শিরোমণি। বড় হুজুরের নেকনজরে কারো কি ভাল না থাকার উপায় আছে? হেঁ-হেঁ-হেঁ!

সুবেদার। বন্দী রঘু ডাকাত!

রঘু। বলো।

সুবেদার। ধরা তাহলে শেষ পর্যন্ত দিতেই হলো। আফশোষ!

রঘু। বেইমান!

সুবেদার। মেজাজ বেশ শরিফ নেই মনে হচ্ছে!

রঘু। কারণ জানতে চাও?

সুবেদার। মেহেরবানী করে যদি জানাও।

রঘু। পারবে সহ্য করতে?

সুবেদার। কোসিস করবো।

রঘু। তবে এই নাও তাহলে আমার জবাব। [সুবেদারের গালে চড় মারিতে উদ্যত]

শিরোমণি। [সুবেদারকে সরাইয়া লইল] সরে আসুন হুজুর, সরে আসুন। ওর কি আর মাথার ঠিক আছে? এখনই হয়তো ধাঁ করে একটা চড়ই বসিয়ে দেবে।

রঘু। বিশ্বাসঘাতক! একদিন না পথভ্রান্ত তোমাকে আর তোমার সঙ্গীকে এই বন্দী রঘু ডাকাতই পরম সমাদরে পরিচর্যা করেছিল? ইচ্ছা করলে আমার আস্তানা হতে তোমাদের বাইরে আসবার পথ সেইদিনই চিরকালের মত বন্ধ করে দিতে পারতাম। কিন্তু তা না করে সেদিন তোমায় অকপট বিশ্বাসে, অতিথি-নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করেছিলাম। এই কি তার প্রতিদান? এই কি তার পুরস্কার?

সুবেদার। আর কিছু বলবার নেই তোমার বন্দি?

রঘু। তোমারই প্রচারিত ইস্তাহারে বিশ্বাস করে যে একা নিরস্ত্র

অবস্থায় সরল মনে তোমাদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে এলো, তাকে বন্দী করে হত্যা করতে এতটুকু বাধছে না তোমাদের বিবেকে? তোমরাই আবার শাসক, বিচারক, বীরপুরুষ। চমৎকার!

সুবেদার। আর কিছু বলবে না?

রঘু। না। ঘৃণা হয় তোমাদের সঙ্গে কথা কইতে।

সুবেদার। আমার কিন্তু এখনও তোমার কাছে একটা আর্জি ছিল রঘু ডাকাত।

রঘু। ছিঃ-ছিঃ! তোমরা কি মানুষ? মরণের তীরে দাঁড়িয়ে যে মৃত্যুর আগমন প্রতীক্ষায় আছে, তার সঙ্গে পরিহাস করতে বিবেকে আঘাত করছে না?

সুবেদার। কিন্তু আমার আর্জি যে তোমাকে মঞ্জুর করতেই হবে।

রঘু। বল কি বলতে চাও।

সুবেদার। তুমি আমায় চড় মারতে এসেছিলে—পারনি। আমি তোমার বাঁধন খুলে দিচ্ছি, তুমি আমায় ইচ্ছামত চড় মারো। কারণ এই চড়ের চেয়েও অনেক বেশী কিছু আমার পাওনা। মারো—মারো।

শিরোমণি। হাঁ-হাঁ-হাঁ, করছেন কি বড় হুজুর? ওর কি এখন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান আছে? হয়তো সত্যি-সত্যিই এখুনি চড় মেরে বসবে।

সুবেদার। আমিও তাই চাই পণ্ডিতজি! রঘু, আর্জি আমার মঞ্জুর করো।

রঘু। তোমার কথার অর্থ কি? আবার কি কোন নতুন মতলব এঁটেছ?

সুবেদার। না রঘু! আমার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে—তোমার দেওয়া শাস্তি মাথা পেতে নিতে চাই। যে সুবেদার চোখ বুজে সুবা

শাসন করে, যার অন্ধ বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে তার নিম্ন কর্মচারীরা তারই নাম করে মিথ্যা প্রচার করতে পারে, যার সুবায় শাসনের নামে কুশাসনের আকাশ-জোড়া ঝড় উঠেছে অত্যাচারিত দরিদ্র অসহায় প্রজাপুঞ্জের বুক চিরে, তার ওইভাবেই শিক্ষা হওয়া উচিত। এ যে আমারই পাপ, আমারই অন্যায়, আমারই গাফিলতি। আজি আমার মঞ্জুর করো রঘু ডাকাত।

রঘু। [সবিস্ময়ে] জনাব! আমি—আমি বুঝতে পারিনি আপনার কথার তাৎপর্য। আমায় বুঝিয়ে বলুন জনাব!

সুবেদার। জনাব আমি নই রঘু ডাকাত! আজ হতে তুমি আমার জনাব—তুমি আমার বিচারক। তুমি আমায় ক্ষমা করো। আর তা যদি না পারো, আমার বিচার করো—শাস্তি দাও। যত কঠিন শাস্তিই হোক, আমি তা শির পেতে নেবো। শুধু আমায় প্রায়শ্চিত্ত করতে দাও—শুদ্ধ হতে দাও।

রঘু। জনাব! মেহেরবান! আমায়—আমায় ক্ষমা করুন জনাব! [পায়ের কাছে বসিয়া] আমায় ক্ষমা করুন। আমি মূর্খ। তাই বুঝতে পারিনি—চিনতে পারিনি আপনাকে। ওঃ! আমার অপরাধের বুঝি ক্ষমা নেই—আমার ভুলের বুঝি প্রায়শ্চিত্ত নেই। [দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠিল]

সুবেদার। [রঘুর হাত ধরিয়া] ওখানে নয় রঘু ডাকাত, ওখানে নয়। তোমার ঠাঁই এইখানে। [বন্ধন মুক্ত করিয়া আলিঙ্গন]

শিরোমণি। [স্বগত] মরেছে! এ আবার কি কাণ্ড! গোবিন্দ! শ্রীহরি! এ্যাঁ, ভূতের মুখে রামনাম? এ যে দেখছি তেলে-জলে একেবারে মিশ খেয়ে গেল।

সুবেদার। খুবই আশ্চর্য ঠেকছে, না পণ্ডিতজি! আমারও ঠেকে-

ছিল একদিন। সঙ্গগুণ যদি থাকে, সঙ্গদোষই বা তাহলে থাকবে না কেন? আমার খুশ নসিব যে, সে ভুল ভাঙতে আমার দেরী হয়নি।

এনায়েৎ। জনাব! আমার বিচার?

সুবেদার। বন্দী যে বিচারকের কৈফিয়ৎ তলব করতে পারে না—সেটা তার মনে থাকা উচিত এনায়েৎ! সবুর করো।

ব্যস্তভাবে ত্রিবিক্রম ও সুজাতার প্রবেশ।

ত্রিবিক্রম। জনাব! জনাব! আপনি এসেছেন! [কুনিশ] আমার নালিশ আছে জনাব!

সুবেদার। তোমার বিরুদ্ধেও অজস্র নালিশ আমার আছে রায়সাহেব!

সবার অলক্ষ্যে বিষাণ আসিয়া আত্মগোপন করিল।

ত্রিবিক্রম। জানি। তার শাস্তি আজ আমি মাথা পেতে নেবো। কিন্তু তার আগে ওই বিশ্বাসঘাতক বিদ্রোহী বিষাণের বিচার আপনাকে করতেই হবে জনাব! এত স্পর্ধা তার যে, সে আমার আর আমার কন্যাকে বন্দী করে!

সুবেদার। জানি রায়সাহেব। সব জানি আমি। উতলা হবেন না।

ত্রিবিক্রম। উতলা হবো না? কিন্তু এখুনি তাকে গ্রেপ্তার না করলে আর কি তাকে ধরতে পারবেন?

সুবেদার। কোথাও পালাতে পারবে না সে। সারা এলাকা ঘিরে আছে আমার রক্ষিদল। তার বিচার হবে পরে। এখন আপনি স্বীকার করছেন তো আপনার অপরাধ?

ত্রিবিক্রম। করছি জনাব!

সুবেদার। শাস্তি নিতে হবে।

ত্রিবিক্রম। নেবো জনাব!

সুবেদার। গদীত্যাগ করতে হবে। ওই গদীতে এখন থেকে বসবে রঘু ডাকাত।

রঘু। না—না জনাব! এ আদেশ করবেন না। এ শাস্তি।

সুবেদার। গদী চাও না?

রঘু। না জনাব! সে লোভ আমার কোনদিনই নেই। আমি সাধারণ গৃহস্থ-সন্তান, গেঁয়ো চাষার ছেলে। রাজ্যশাসন আর রাজনীতি-চর্চা আমার ক্ষমতার বাইরে। আমার অনুরোধ জনাব! অনুতপ্ত রায়জীই গদীয়ান থাকুন। আমি বরং—

সুবেদার। আবার ডাকাতি ধরবে?

রঘু। না জনাব, ডাকাতির প্রয়োজন আজ ফুরিয়েছে। আমি বরং আপনাদের দুজনের তাঁবেদার হয়ে থাকবো।

সুবেদার। রঘু, সত্যিই তুমি মহান। বেশ—মঞ্জুর হলো তোমার আর্জি। রায়জি, গদী আপনারই বহাল রইলো, তবে আমার জন্যে নয়, এই রঘু ডাকাতের সুপারিশে।

ত্রিবিক্রম। [অনুতপ্ত স্বরে] রঘু! আমায়—আমায় কি তুমি ক্ষমা করতে পারবে না?

রঘু। মিলনের এই শুভ মুহূর্তে ওকথা নয় রায়জি! আজ সবার পাপ, সবার অন্যায় ভুলে লাভ হোক আমাদের নব-জীবন।

সুবেদার। বন্দী এনায়েৎ খাঁ!

এনায়েৎ। জনাব!

সুবেদার। কসুর তুমিও কম করনি। শাস্তি তোমারও প্রাপ্য

ছিল। কিন্তু নিজেই তুমি তার প্রায়শ্চিত্ত করেছ। [বাঁধন খুলিয়া দিল] তাই তুমিও মুক্তি পেলে।

এনায়েৎ। জনাবের বহুৎ বহুৎ মেহেরবানী।

সুবেদার। তোমার পূর্ব পদ-মর্যাদায় তুমি বহাল রইলে এনায়েৎ খাঁ! তবে এবার আর ওপরওয়ালা বিষাণ নয়।

এনায়েৎ। তবে কে জনাব?

সুবেদার। আজ থেকে আমার হুকুমে নতুন কোতোয়াল হলো রঘু ডাকাত।

রঘু। জনাব! [নতজানু হইল]

এনায়েৎ। খোদা! মাটির দুনিয়ায় যে আজো বেহেস্ত নেমে আসে, সেকথা তুমি আমায় আরো কটা দিন আগে জানতে দাওনি কেন মেহেরবান?

সুবেদার। এই নাও রঘু, তোমার অস্ত্র। [নিজের অস্ত্র দিল]

রঘু। [অস্ত্র চুম্বন করিয়া] ওপরে আকাশের দেবতা—আর নীচে দেবতার প্রতিনিধি আপনাকে স্মরণ করে আমি শপথ করছি জনাব! আমার দেহে একবিন্দু রক্ত থাকতে কোনদিন এ তরবারির অমর্যাদা হতে দেবো না। আপনার সুযশ - সুনামরক্ষাই হবে আমার এই নবজীবনের ব্রত ও কামনা।

সুবেদার। সাবাস! এবার ওঠো বীর! [হাত ধরিয়া তুলিল]

শিরোমণি। আহা, সাধু—সাধু! এ না হলে বিচার? এ না হলে রাজা? ওহো! মনে হচ্ছে যেন স্বয়ং ধর্মরাজ লীলাচ্ছলে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে নেমে এসেছেন।

সুবেদার। রায়জি!

ত্রিবিক্রম। জনাব!

সুবেদার। অপরাধের খেসারত দেবেন না?

ত্রিবিক্রম। হুকুম করুন জনাব!

সুবেদার। করছি। [সুজাতার প্রতি] আয় তো বেটি, একটিবার আমার কাছে আয় তো। লজ্জা কি! [সুজাতা আসিল] বাঃ—বাঃ! বেটি আমার সত্যিই যে আসমানের হুরী, যেন আঁধার রাতের হাজার বাতির রংমশাল, একটু সবুর কর বেটি! পণ্ডিতজি, শোন।

শিরোমণি। আজ্ঞা করুন ধর্মাবতার বড় হুজুর!

সুবেদার। সাদি দিতে জানো?

শিরোমণি। কার সাদি দিতে হবে, হুকুম করুন জনাব! হুকুম হলে মানুষ তো ছার, বাঘ-ছাগলের বিয়ে দেওয়াতে পারি।

সুবেদার। সাবাস! বিয়ে দেবে আমার এই বেটির!

শিরোমণি। সুজাতা-মার বিয়ে দেবো, এ তো অতি আনন্দের কথা বড় হুজুর! কিন্তু—পাত্তরটি কে? মানে—বিয়েটা হচ্ছে কার সঙ্গে? পাত্তর পাই কোথায়?

সুবেদার। আমি দিলাম এদের লৌকিক বিবাহ। [সুজাতা ও রঘুর হাত মিলাইয়া দিল; শিরোমণির প্রতি] তুমি মন্ত্রপাঠ করো পণ্ডিতজি!

[সবার অলক্ষ্যে রঘুকে লক্ষ্য করিয়া বিষাণ পিস্তল উদ্যত করিল]

উন্মাদিনীর ন্যায় কাজলীর প্রবেশ।

কাজলী। [রঘুর সম্মুখে দাঁড়াইয়া] সরে যাও—সরে যাও তোমরা। সরে—[বিষাণের পিস্তল গর্জিয়া কাজলীর বক্ষ বিদ্ধ করিল] ওঃ—[রঘুর পায়ের তলায় ঢলিয়া পড়িল]

[অলক্ষ্যে বিষাণের প্রস্থান।

রঘু। একি! কে এ সর্বনাশ করলে? কাজলি—কাজলি!

ছুটিয়া কালাচাঁদের প্রবেশ।

কালা। কাজলি! কাজলি! ওঃ, কে এ কাজ করলে?

কাজলী। [যন্ত্রণাকাতর স্বরে] শয়তান বিষাণ। ওঃ! সুজাতা, তুমি জয়ী হয়েছো বোন! তুমি সুখী হও। রঘুদা, দাদা! কাছে এসো। [রঘু ও কালাচাঁদ কাজলীর উভয় পার্শ্বে বসিয়া তাহাকে ধরিয়া বসাইল] তোমাদের কাছে অনেক অন্যায় করেছি, ছোট বোন বলে—তা-কে ক্ষমা—ক—রো—! মৃত্যু]

সকলে। কাজলি—কাজলি—

সুজাতা। সব শেষ! দীপ নিভে গেল—অনাদৃত কুসুম অকালে অভিমান ভরে ঝরে গেল।

রঘু। সত্যিই সুজাতা! বড় অভিমানী ছিল ও। আর পারলে না সহ্য করতে সংসারের বিষাক্ত বাতাস। [দুই চক্ষু জলে ভরিল]

কালা। রঘু! কাঁদবার সময় এ নয়। তাকে খুঁজে বার করতে হবে। শাস্তি দিতে হবে সেই শয়তানকে। নখে করে চিরে চিরে তার সারা গায়ে নুন ছড়িয়ে দিতে হবে। এসো।

সুবেদার। থামো, উত্তেজিত হয়ো না নওজোয়ান! বহিনকে নিয়ে যাও তোমরা। মৃতের অসম্মান করো না। ক্যাপ্টেন টমাস আছে আসামীর পিছনে। যাও, তোমরা সবাই যাও।

কালা। [সাশ্রুনেত্রে কাজলীর মৃতদেহ তুলিয়া লইয়া] বোধনের আগেই বিজয়ার বাদ্য বেজে উঠলো। উঃ, ভগবান! যদি জ্বেলেছিলে আলো—তবে কেন সে আলো ফুৎকারে নিভিয়ে দিলে?

[প্রস্থান; পশ্চাতে রঘু, সুজাতা ও ত্রিবিক্রমের প্রস্থান।

শিরোমণি। বড় হুজুর! আপনি যাবেন না?

সুবেদার। না পণ্ডিতজি! একটু দেরী আছে আমার। এখনও আমার সব কাজ শেষ হয়নি।

শিরোমণি। আমার ব্যবস্থা বড় হুজুর!

সুবেদার। হ্যাঁ, হবে ; তবে তার আগে একটা কথা আছে। পাপ তুমিও কম করনি, তোমাকেও প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

শিরোমণি। এ্যাঁ—আমাকেও?

সুবেদার। হ্যাঁ। নাক-কান মলে শপথ কর, আর কোনদিন প্রাপ্তির লোভে আত্মধর্ম আর আত্মকর্ম বিসর্জন দেবে না?

শিরোমণি। [নাক-কান মর্দন করিয়া] আবার ওপথে যাই বড় হুজুর? আমার খুব শিক্ষা হয়েছে।

সুবেদার। [নিজের গলার মালা খুলিয়া শিরোমণিকে দিলেন] যাও—মনে থাকে যেন।

শিরোমণি। বড় হুজুরের জয়জয়কার হোক, জয়জয়কার হোক!

[সোল্লাসে প্রস্থান।

সুবেদার। আর বাকি মাত্র একটা কাজ, তারপর—

বিষাণের পৃষ্ঠে তরবারির অগ্রভাগ দিয়া খোঁচাইতে খোঁচাইতে টমাসের প্রবেশ।

টমাস। মি লর্ড! হিয়ার ইউ আর? আসামীকে বণ্ডী করিয়া আনিলো। হামার হাট হইটে পলাইটে চায়। হাঃ-হাঃ-হাঃ! পারিবে কেনো? অর্ডার মি লর্ড!

সুবেদার। হ্যাঁ, তোমাদেরই প্রতীক্ষা করছিলাম আমি।

টমাস। হামি টো আসিয়াছে। হাপনার হুকুম টামিল করিটেই থোড়া লেট হইল। স্যাটান! টুমি উওম্যান খুন করিয়াছে। টুমি

সোলজার আছে, না মার্ডারার আছে? টোমাকে কুট্টার মাফিক জুটার ঠোক্কর ডিয়া হট্যা করিটে হোয়। [বুটের ঠোক্কর দিল]

সুবেদার। কোতোয়াল বিষাণ! কাপ্তেন টমাসের শাস্তি কি তোমার পছন্দ হয়?

বিষাণ। না—না। আমায়—আমায় খুন করবেন না জনাব! প্রাণে মারবেন না। অন্য যে কোনও শাস্তি দিন।

এনায়েৎ। জনাব! আমায় হুকুম দিন—আমার ভূতপূর্ব ওপর-ওয়ালার খুনে আমি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।

সুবেদার। অসংখ্য নিরীহ প্রজাকে বিনাদোষে—অকথ্য অত্যাচারে হত্যা করার সময় একথা তোমার মনে ছিল না? বিদ্রোহ ঘোষণা করে রায়জী আর তার কন্যাকে বন্দী করে গদী অধিকার করার সঙ্কল্প, আমার নামে মিথ্যা প্রচার, নিরস্ত্র রঘুকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার আগে একথা ভেবে দেখতে পারোনি?

বিষাণ। ক্ষমা করুন জনাব—ক্ষমা করুন।

এনায়েৎ। তোমায় ক্ষমা? খোদা তোমায় ক্ষমা করলেও, আমি তোমায় খুন করবো শয়তান। [প্রস্থান।

টমাস। ও, নো। টোমার গোষ্টাকির পার্ডন হোয় না। শাষ্টি টোমাকে নিটেই হবে। ইউ মাষ্ট বলো—কি শাষ্টি টুমি চায়? টোমাকে ফাঁসি ডিবে? স্যুট করিবে? না—ডার্ক সেলে বরাবর বণ্ডী করিয়া রাখিবে?

বিষাণ। জনাব!

সুবেদার। হ্যাঁ, শাস্তি তোমায় নিতেই হবে। তবে এখানে নয়, তোমার বিচার হবে আমায় খাস দরবারে। ওকে নিয়ে এসো ক্যাপ্টেন!

[প্রস্থান।

টমাস। [বিষাণকে টানিতে টানিতে] চলো। কাম অন ফ্রেণ্ড!

বিষাণ। মাফ করুন জনাব—দয়া করুন।

টমাস। ডয়া? টোমাকে ডয়া করিবে? হাঃ-হাঃ-হাঃ! জানের এটো ভোয় টুমি করে কোটোয়াল? হাঃ-হাঃ-হাঃ! টোমাকে কুট্টা ডিয়া খাওয়াইলেও পুরা শাস্তি হোয় না। এ ডেভিল ইন মাস্ক ইউ আর। আউরটের মাফিক কাণ্ডিটে টোমার সরম হোয় না? কাম অন। হাঃ-হাঃ-হাঃ—[তরবারি মুক্ত করিয়া বিষাণের বক্ষে ধরিল]

বিষাণ। আমায় বন্দী করে নিয়ে যাবে তুমি? হাঃ-হাঃ-হাঃ, তবে জীবন্তে নয় সাহেব—নিয়ে যেও আমার মৃতদেহটাকে। [বিষভক্ষণ]

টমাস। হোয়াটস দ্যাট? কি খাইলে টুমি?

বিষাণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ! ওকি, অমন করে দেখছ কি? বিষ খেয়ে এমন হাসতে আর বুঝি কাউকে কখনো দেখনি সাহেব? দেখ—দেখ সাহেব, দেখে নাও—হাঃ-হাঃ-হাঃ—

টমাস। স্যাটান! এ স্যাটন!

বিষাণ। হাঃ-হাঃ-হাঃ—

[ক্রমাগত হাসিতে লাগিল বিষাণ। টমাস তাহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে উদ্যত হইল। বিষাণের কণ্ঠস্বর ক্রমে ক্ষীণ হইল ও মৃত্যু।]